পথের সঞ্চয়

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর
শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব
প্রণীত

অযাচক আশ্রম
রহিমপুর, ডাক ঃ- মুরাদনগর, জেলা ঃ- কুমিল্লা।

ওঁ

পথের সঞ্চয়

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

প্রণীত

রাম নবমী, ১৪০৯ বঙ্গাব্দ

- নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ -

- ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ -

অযাচক আশ্রম

রহিমপুর, ডাক ঃ- মুরাদনগর, জেলা ঃ- কুমিল্লা-৩৫৪০।

ধর্ম্মার্থ শুল্ক ঃ ১৮/- (আঠার) টাকা [মাশুলাদি স্বতন্ত্র]

মুদ্রণ সংখ্যা ২,০০০ (দুই হাজার)।
প্রকাশক- ডাঃ শ্রী যুগল ব্রহ্মচারী
অযাচক আশ্রম।
রহিমপুর, ডাক ঃ- মুরাদনগর,
জেলা ঃ- কুমিল্লা-৩৫৪০।
[2003]

-ঃ পুস্তক সমূহের প্রাপ্তিস্থান ঃ-

কেন্দ্রীয় কার্যালয়

অযাচক আশ্রম

রহিমপুর, ডাক ঃ- মুরাদনগর,
জেলা ঃ- কুমিল্লা-৩৫৪০।
ফোন ০৮০২৬৮০০৩
০৮১-৭৭৩১০, ৭৭৩২০ এক্স ৮০

জন্মস্থান কার্যালয়

অযাচক আশ্রম

পুরাতন আদালতপাড়া,
ডাক ও জেলা ঃ চাঁদপুর,
পোষ্ট কোড-৩৬০০।
ফোন ঃ ০৮৪১-৬৫৮০৬

ডাকযোগে পুস্তক নিতে হইলে অগ্রিম মূল্যসহ
অযাচক আশ্রম (রহিমপুর) এর ঠিকানায় পত্র দিবেন।

সার্বিক সহযোগিতায় ঃ বাংলাদেশ সম্মিলিত অখণ্ড সংগঠন

নিবেদন

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীমৎস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের পুণ্য জীবন জাতির জাগরণী গীতি। কাজের দৃষ্টান্তে, হাজার হাজার সভামঞ্চ হতে অনলবর্ষী বক্তৃতায়, উপদেশ-প্রার্থীগণের সঙ্গে আলাপচারিতায় এবং লক্ষ লক্ষ পত্রে তিনি দেশ ও জাতি গঠনের যে দিক্-নির্দ্দেশনা ও অমোঘ প্রেরণা প্রদান করে গেছেন মানব সভ্যতার ইতিহাসে তা' এক অনুপম ঘটনা।

শ্রীশ্রীঅখণ্ডমণ্ডলেশ্বর লক্ষ লক্ষ পত্রযোগে বিভিন্ন জনের নিকট যে অমূল্য উপদেশ প্রদান করেছিলেন তা' যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা গেলে মানব সমাজের জন্য এক অমূল্য সম্পদ হতে পারত। কিন্তু লোক প্রতিষ্ঠা হতে শত যোজন দূরে দিয়ে চলাই ছিল যাঁর জীবনের ধারা তাঁর ত' উপযুক্ত সংখ্যক সহকর্ম্মী থাকার কথা নয়। এবং বাস্তবেও তা'ই হয়েছে। সমুদ্রতরঙ্গবৎ সীমাহীন তাঁর লিখিত পত্রের অতি স্বল্প-সংখ্যক পত্রেরই অনুলিপি রাখা সম্ভব হয়েছে।

১৩৬৩ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক হতে ১৩৬৪ বঙ্গাব্দের আষাঢ় পর্যন্ত শ্রীশ্রীঅখণ্ডমণ্ডলেশ্বর যে সকল পত্র লিখেন তা' হতে অংশবিশেষ আহরণ করে "পথের সঞ্চয়" এর আত্মপ্রকাশ।

শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দ উপদেশাবলীর সহজ-সরলতা, যুগোপযোগী যুক্তির সঙ্গে শাস্ত্রের নির্দ্দেশের অপূর্ব্ব সমন্বয়, আত্মগঠন তথা সমাজ হিতৈষণায় স্বার্থত্যাগের প্রেরণা এবং ভাষা-মাধুর্য্য স্বরূপানন্দ সাহিত্যকে সর্ব্ব শ্রেণীর মানুষের নিকট জনপ্রিয় করেছে।

এ গ্রন্থটি পাঠে, পাঠক মাত্রই জীবন চলার পথে অমূল্য সঞ্চয়ের উপাদান বিপুল পরিমাণে লাভ করবেন এ আশায় শ্রীগুরু চরণে শরণাগত হয়ে "পথের সঞ্চয়" প্রকাশে ব্রতী হলাম।

ইতি– রাম নবমী, ১৪০৯ বঙ্গাব্দ

অযাচক আশ্রম
রহিমপুর, মুরাদনগর, কুমিল্লা।

নিবেদক-
ডাঃ যুগল ব্রহ্মচারী

পথের সঞ্চয়

(১)

মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, এক একটী লোককে নিয়ত চক্ষের উপরে রাখিয়াছি। তাহার ভাল-মন্দ, আলোক-অন্ধকার সব স্বচক্ষে দেখিয়াছি। দেখিয়া দেখিয়া বুঝিয়াছি, জগতের সকল মানুষ সমান। নিজেকে দেখিয়া বিশ্বের সকল মানুষের সমস্যা ও সমাধান প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তোমরা একজনও যে বৃথায় জীবন কাটাইবার জন্য আস নাই, ইহা আমার প্রত্যক্ষ উপলব্ধি। কেন অন্যায় ভাবে নিজেকে কেবলই ব্যর্থতা-চয়নের কাব্য রচনায় নিয়োজিত রাখিবে ?

(২)

যোগ্যতা থাকিলে কি হইবে ? যোগ্যতার প্রয়োগও ত' হওয়া চাই। ক্ষেত্র আছে, ফসল আহরণ করে না,- খাদ্য আছে, অনাহারে থাকে,- বিত্ত আছে, রাস্তার মোড়ে জীর্ণ চীরখণ্ড পরিধান করিয়া বৃথা জলে-বৃষ্টিতে, রৌদ্র-কাদায় কষ্ট পায়, তাহাকে কেহ প্রাজ্ঞ বলিবে না। তোমার যোগ্যতার সৎপ্রয়োগ করিয়া তাহাকে সার্থক কর।

(৩)

মৃতের ভাণ করিয়া পড়িয়া থাকিও না। জীবিতের মত কাজে লাগ। জীবনের লক্ষণ তোমার এখনো সুস্পষ্ট। কাজে না লাগিলে আস্তে আস্তে জীবন-দীপ নিবিয়া আসিবে। প্রদীপে তৈল থাকিলেই কি আলো জ্বলে ? মাঝে মাঝে সলিতাটীকে কাঠি দিয়া ঠেলিয়া ঠেলিয়া দহনের মুখে আগাইয়া দিতে হয়। দগ্ধ হইবার জন্য যে প্রস্তুত, জীবনের দীপ সে-ই ত' প্রজ্জ্বলিত রাখিতে সমর্থ।

(৪)

কর্ত্তৃত্বের বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া যে নেতৃত্ব, তাহা অমোঘ, কৃতিত্বের ভাণ ছাড়িয়া দিয়া যে অকৃত্রিম দেশসেবা, তাহা সার্থক। ঘৃণা, লজ্জা, ভয় ত্যাগ করিয়া যে ঈশ্বর সাধনা, তাহা সহজ-সিদ্ধি-দায়িকা।

পথের সঞ্চয়

(১)

মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, এক একটী লোককে নিয়ত চক্ষের উপরে রাখিয়াছি। তাহার ভাল-মন্দ, আলোক-অন্ধকার সব স্বচক্ষে দেখিয়াছি। দেখিয়া দেখিয়া বুঝিয়াছি, জগতের সকল মানুষ সমান। নিজেকে দেখিয়া বিশ্বের সকল মানুষের সমস্যা ও সমাধান প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তোমরা একজনও যে বৃথায় জীবন কাটাইবার জন্য আস নাই, ইহা আমার প্রত্যক্ষ উপলব্ধি। কেন অন্যায় ভাবে নিজেকে কেবলই ব্যর্থতা-চয়নের কাব্য রচনায় নিয়োজিত রাখিবে ?

(২)

যোগ্যতা থাকিলে কি হইবে ? যোগ্যতার প্রয়োগও ত' হওয়া চাই। ক্ষেত্র আছে, ফসল আহরণ করে না,- খাদ্য আছে, অনাহারে থাকে,- বিত্ত আছে, রাস্তার মোড়ে জীর্ণ চীরখণ্ড পরিধান করিয়া বৃথা জলে-বৃষ্টিতে, রৌদ্র-কাদায় কষ্ট পায়, তাহাকে কেহ প্রাজ্ঞ বলিবে না। তোমার যোগ্যতার সৎপ্রয়োগ করিয়া তাহাকে সার্থক কর।

(৩)

মৃতের ভাণ করিয়া পড়িয়া থাকিও না। জীবিতের মত কাজে লাগ। জীবনের লক্ষণ তোমার এখনো সুস্পষ্ট। কাজে না লাগিলে আস্তে আস্তে জীবন-দীপ নিবিয়া আসিবে। প্রদীপে তৈল থাকিলেই কি আলো জ্বলে ? মাঝে মাঝে সলিতাটীকে কাঠি দিয়া ঠেলিয়া ঠেলিয়া দহনের মুখে আগাইয়া দিতে হয়। দগ্ধ হইবার জন্য যে প্রস্তুত, জীবনের দীপ সে-ই ত' প্রজ্জ্বলিত রাখিতে সমর্থ।

(৪)

কর্ত্তৃত্বের বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া যে নেতৃত্ব, তাহা অমোঘ, কৃতিত্বের ভাণ ছাড়িয়া দিয়া যে অকৃত্রিম দেশসেবা, তাহা সার্থক। ঘৃণা, লজ্জা, ভয় ত্যাগ করিয়া যে ঈশ্বর সাধনা, তাহা সহজ-সিদ্ধি-দায়িকা।

(৫)

পৃথিবীতে মহাদেশ পাঁচটী, দেশ দ্বিশতাধিক, জাতি, বর্ণ, ভাষা সহস্রাধিক রহিয়াছে বলিয়াই আমাদের সকলের মন -প্রাণ-আত্মা এক হইতে পারিবে না, এমন যুক্তির যৌক্তিকতা আমি বুঝিতে পারি না। কোটি প্রকারের বৈসাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও আমরা বিষম, বিযুক্ত, বিলগ্ন, বিভিন্ন থাকিব না, এক, অখণ্ড, অচ্ছেদ্য রহিব। ইহাই হউক সকলের পণ।

(৬)

নিজেদের ব্যক্তিগত অদৃষ্টের দিকে তাকাইয়া কেহ সংঘের ভবিষ্যতের কোষ্ঠী লিখিতে বসিও না। তুমি যখন সংঘের, তখন তোমার ব্যক্তিগত অদৃষ্ট তোমাকে ছাড়িয়া সভয়ে পলায়ন করিবে। দৈবের অধিকার ব্যক্তির উপর থাকিতে পারে, সংঘের ভবিষ্যৎ গড়িবে পুরুষকার। তোমরা যতই অধিক ব্যক্তি-সচেতন হইবে, ততই অদৃষ্টবাদী হইয়া পড়িবে। যতই সংঘগত-প্রাণ হইবে, পুরুষকারের মহিমায় বিশ্বাস তোমাদের তত সমুজ্জ্বল হইবে।

(৭)

একটী সংঘ যখন বড় হয়, তখন তাহা প্রত্যেকের শক্তিতে, প্রত্যেকের পুণ্যে বড় হয়। এই কারণেই কাহারও শক্তিকে, কাহারও পুণ্যকে ছোট করিয়া দেখা ভুল। একটী সংঘ যখন ছোট হয়, তখন প্রত্যেকের অযোগ্যতায়, প্রত্যেকের পাপে ছোট হয়। এই জন্যই কাহারও ত্রুটিকে অবহেলার চক্ষে দেখাও ভুল। প্রতিজনের শক্তিকে, পুণ্যকে সমাদর করিয়া, প্রতিজনের অকৃতিত্ব ও দুর্ব্বলতাকে সংশোধন করিয়া একটা সঙ্ঘ বাড়ে, একটা সমাজ বিস্তৃত হয়, একটা দেশ উন্নত হয়, একটা জাতি বন্দনীয় হয়। নির্দ্দিষ্ট একটা ব্যক্তির বিকাশ বা পূজা নহে, প্রত্যেকটী ব্যক্তির বিকাশ ও বন্দনা সঙ্ঘ, দেশ, জাতি বা পৃথিবীর অভ্যুদয়ের কারণ। প্রতিজনকে জাগ্রত কর, উদগ্র কর, একাগ্র কর, কর্ম্মঠ কর, অশেষ-নেতৃত্ব-শক্তি-বিশিষ্ট নীরব সেবক করিয়া তোল।

(৮)

বহু কথা, বহু তর্ক, বহু যুক্তি সকল সময়ে কার্য্য-হন্তারক হইয়া

থাকে। তোমরা এক কথায় কাজে নামিতে শিক্ষা কর। এক কথায় যাহারা কাজ করে, তাহারা চিরকালই বেশী কাজ করে।

(৯)

কে পাপী, কে পুণ্যবান্, সেই বিচারে তোমার প্রয়োজন কি ? নিজে যেই কাজে হাত দিয়াছ, তাহা পুণ্য কার্য্য ত' ? তাহা হইলে ত' তোমার হইয়া গেল। বৃথা বাজে চর্চ্চায় শক্তি ও সময়ের অপব্যবহার করিও না।

(১০)

কেহ পাপী বলিয়া তাহাকে পুণ্যকার্য্যে বাধা দিবার তোমার কোন্ অধিকার আছে ? কেহ পুণ্যবান্ বলিয়া তাহার পাপ কার্য্যে সায় দিবারই বা তোমার কোন্ প্রয়োজন ?

(১১)

বড় কাজে ছোটদের শ্রমেরই বেশী প্রয়োজন পড়ে। ছোটদের চেষ্টা যত্ন ত্যাগ ছাড়া কোন কাজ হয় না। তাই নিজেকে ছোট ভাবিয়া কুণ্ঠিত হইও না। একজনও নিজেকে অকর্ম্মণ্য অপদার্থ ভাবিও না। আমি ছোটদের ভিতরে তুচ্ছ শক্তিটুকুর মধ্যে পরব্রহ্মের তুলনাতীত মহাশক্তিকে দেখিয়াছি।

(১২)

প্রাণভরা ভক্তি-ভালবাসা দিয়া তোমরা পরমেশ্বরকেই তোমাদের প্রত্যক্ষ নেতার আসনে অভিষিক্ত কর। অন্য কাহারও প্রীতিসম্পাদনের দিকে না তাকাইয়া তোমরা একমাত্র তাঁহারই প্রীতিসাধনকে লক্ষ্য কর। তোমাদের দৃষ্টি, তোমাদের রুচি, তোমাদের কর্ম্ম প্রভৃতি সব-কিছু তাঁহারই পানে ছুটিয়া চলুক। তোমার হস্তে যে বিরাট কর্ম্ম ন্যস্ত হইয়াছে, তাহা কখনও অব্যভিচারিণী নিষ্ঠা ব্যতীত সুসম্পাদিত হইতে পারে না।

(১৩)

আমি চাহি, তোমরা প্রত্যেকে নিরভিমান হও। আমি চাহি, তোমরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের প্রতি প্রেমশীল, স্নেহশীল, সহানুভূতি-পরায়ণ, দরদী

ও সহায়তাকারী হও। আমি চাহি, কে ছোট, কে বড়, সেই বিচার একেবারে ছাড়িয়া দিয়া সকল বিশ্ববাসীরা বিশ্ববাসীর হৃদয় জয় করিবার জন্য একত্র হও, হাতে হাত মিলাও, কাঁধে কাঁধ মিলাও, কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাও, চিন্তায় চিন্তা মিলাও এবং সমপ্রযত্নে সর্ব্বশক্তি লইয়া কাজে অগ্রসর হও। অগ্রগমনের উদ্যম এবং সৎসাহস যে হারায় নাই, জগতের কোন্ অমূল্য নিধি তাহার পক্ষে অনায়াস-লভ্য নহে?

(১৪)

মন্ত্রগুলি আমাদের আদর্শ নহে। মন্ত্রকে সর্ব্বভূতে বিকশিত করিয়া তোলাই আমাদের লক্ষ্য।

(১৫)

যাহার কর্ম্মব্যস্ততা যতই অধিক হউক না কেন, জীবনের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য সম্পাদনের জন্য দৈনিক কিছু কিছু করিয়া কাজ করিবার জন্য অবসর প্রতি জনকেই সৃষ্টি করিয়া লইতে হইবে। চুল বাঁধি বলিয়া পান খাইব না, জল ঢালি বলিয়া রান্না করিব না, ইহা অন্যায় কুযুক্তি।

(১৬)

যে যত সাধন করিবে, তাহার অন্তর তত শুদ্ধ হইবে। যাহার অন্তর যত শুদ্ধ হইবে, তাহর অহংকার তত কমিবে। যাহার অহঙ্কার যত কমিবে, সে ভগবানের কাজের তত অধিকতর যোগ্য হইবে।

(১৭)

আত্মপ্রচারে অহমিকা বাড়ে, যোগ্যতা বাড়ে না।

(১৮)

তোমাদের মধ্যে অসাধ্য সাধনের শক্তি আছে কিন্তু অভাব রহিয়াছে আত্মবিশ্বাসের। অভাব রহিয়াছে ঐক্যের, উদ্যমের এবং পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ত সহযোগের। অন্যের দোষ ধরিতে, অন্যের ক্ষুদ্র ত্রুটির প্রতি ক্ষমাহীন রোষ পোষণ করিতে, অপরের কৃতিত্বের প্রতি প্রশংসা বিতরণে কৃপণতা প্রকাশ করিতে অসীম পটুত্ব তোমাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিবার পথে দুস্তর বাধা।

(১৯)

মৃত্তিকারও প্রাণ আছে, প্রস্তরেরও প্রাণ আছে, ধূলিকণাতেও প্রাণ আছে। প্রাণবন্ত দৃষ্টি লইয়া ধরিত্রী দেখিয়া বেড়াও, দেখিবে মরাগাঙ্গেও প্রাণের জোয়ার আসিবে। কে মৃত ? সবাই যে জীবন্ত। প্রাণ সকলেরই আছে। সাধনা করিয়া তাহা জাগাও।

(২০)

শিশুর মত হইয়া যাও। শিশুর ভিতরে প্রেম থাকে। কিন্তু পাপ থাকে না, বিশ্বাস ও পূর্ণ নির্ভর থাকে, কোনও দেনা পাওনার হিসাব-বোধ থাকে না ; কোল জুড়িয়া বসিবার আগ্রহ থাকে কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি বিদ্বেষ থাকে না।

(২১)

বিশ্বাসীরাই জগতের সকল মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। অবিশ্বাসীরাই ছুতানাতা তুলিয়া কাজে বিলম্ব ঘটায়, টাকার চিন্তা করিয়া আসল কাজ ফাঁকা করিয়া দেয়। টাকার জন্য দুশ্চিন্তা করিয়া যাহারা কাজের সময় নষ্ট করে, তাহারা জড়বাদী অবিশ্বাসী।

(২২)

একদিন পৃথিবী নীহারিকাময়ী ছিল, মহাদেশও ছিল না, সমুদ্রও ছিল না। কণা কণা পরমাণু মিলিয়া পঞ্চমহাদেশ হইল। কণা কণা বারিবিন্দু মিলিয়া সপ্ত-সমুদ্র হইল। ইহাতে কণারই মহিমা ঘোষিত হইতেছে। তোমরাও কণাকে সমাদর করিও।

(২৩)

বীজ বপন অপেক্ষাও ক্ষেত্র-কর্ষণ অনেক বেশী জরুরী কাজ। এই কাজটাতেই অধিকাংশ লোক অবেহলা করে এবং সমুচিত ভাবে ক্ষেত্র কর্ষিত হইবার আগেই বীজ বপন করিয়া দিয়া গৃহে ফিরে। সমাজ-কর্ম্মীর পক্ষে ইহা এক মারাত্মক ত্রুটি। তোমরা এই ত্রুটি হইতে নিজেদের মুক্ত রাখিতে চেষ্টা করিও। চালাও হাল জোরসে, দেখিও বীজ-বপন কত সহজসাধ্য হয়।

(২৪)

যে স্বার্থত্যাগ করিতে পারে, আমার দৃষ্টিতে সে-ই জগতে প্রকৃত জীবিত। অপরেরা ত' মৃতের সামিল।

(২৫)

পরিস্থিতির গতি বুঝিয়া আচরণের পরিবর্ত্তন চলিতে পারে কিন্তু তজ্জন্য লক্ষ্যের যেন পরিবর্ত্তন না ঘটে।

(২৬)

দুই চারিজন মুখর ব্যক্তির বিরূপ সমালোচনা শুনিয়া ভ্রম করিয়া বসিও না যে, জগতের সকলে তোমাদের শত্রু। জগতের অধিকাংশ লোকই তোমাদের মিত্র, ইহা বিশ্বাস করিও। কাহারও মিত্রতা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে মাত্র। তাহা প্রকটিত হইয়া উঠিতে কতক্ষণ লাগিবে ? বিশ্বাস লইয়া কাজ কর।

(২৭)

মহৎ কাজে মহান্ ত্যাগের প্রয়োজন হয়। সকলকে ত্যাগপ্রবুদ্ধ করিবার জন্য শুদ্ধচেতাদের নিঃস্বার্থ সংগঠন আবশ্যক। এই প্রয়োজনগুলিকে তোমরা উপেক্ষা করিও না। যেখানে যেমন প্রয়োজন, সেখানে তেমন উদ্যম প্রয়োগ কর।

(২৮)

ভালবাসা দিয়া সকলকেই বশ করা যায়। কিন্তু কাহাকেও বশ করিবার উদ্দেশ্য নিয়া ভালবাসিও না।

(২৯)

সামান্য লোকেরা সকল সময়েই সামান্য নহে। সামান্য লোকেরা সকল ক্ষেত্রেও সামান্য নহে। প্রতি সময়ে বা প্রত্যেক ক্ষেত্রে নিজ নিজ অসামান্যত্বের পরিচয় দিতে তাহারা অক্ষম হইতে পারে কিন্তু কোনও সময়েই তাহারা অসামান্য হইবে না, কোনও ক্ষেত্রেই তাহারা অসাধারণ হইতে পারিবে না, এই ধারণা ভ্রান্ত। আমি সামান্যদের দ্বারাই অসামান্য কাজ করাইব। এই জন্যই শহর-বন্দর ছাড়িয়া বন-পাহাড়ের দিকে ঝুঁকিয়াছি।

(৩০)

সাধারণ মানুষেরা অপরের সম্পর্কে অপবাদকে চিরকালই সত্য বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকে। তাহারা যুক্তি, প্রমাণ, সম্ভাব্যতা আদি কিছুরই বিচার করে না। আইনজ্ঞ বিচারক যখন প্রমাণাভাবে দুর্নীতিঘটিত অপরাধের আসামীকে মুক্তি দিয়া দেন, তখনও তাঁহার মন গোপনে গোপনে তাঁহাকে মিথ্যা অপবাদে বিশ্বাস স্থাপন করিতে প্ররোচনা দেয়। অপবাদেই যদি বিশ্বাস না থাকিল, তবে আর তাহারা সাধারণ হইল কি করিয়া? কিন্তু নিজে যদি নিজেকে অপরাধী বলিয়া না বুঝিয়া থাক, তবে অপরের নিন্দায় তোমার মুসড়িয়া পড়িবার প্রয়োজন আছে? অপবাদ মানুষ-মাত্রেরই নামে হইয়া থাকে, তাহাকে গ্রাহ্য করিতে নাই।

(৩১)

অপরেরা কাজে আসিতেছে না বলিয়া কাজ ফেলিয়া রাখিবে? বরযাত্রীরা আসেন নাই বলিয়া বিবাহের লগ্ন পার হইয়া যাইতে দিবে? তোমার প্রয়োজন বরকে। কাজ তোমার বর। লগ্ন আসিয়া গিয়াছে। অবিলম্বে তাহার গলায় মালা পরাইয়া দাও। যাহারা কিছুতেই সময়মত আসিবে না বা হয়ত আদৌ আসিবে না, তাহাদের প্রতীক্ষায় রেলষ্টেশানের প্লাটফর্ম্মে বসিয়া থাকিয়া তুমি ট্রেণ ফেল করিবে?

(৩২)

অপবাদ প্রচারের অভ্যাস দূষিত আবহাওয়া সৃষ্টি করে। সুতরাং উপায় হাতে থাকিলে লোকের অপবাদ-প্রচারের হেতু দূর করা সঙ্গত।

(৩৩)

প্রচলিত সমাজ ত' একটী ভাঙ্গা বাঁশের মাচা। শুইতে বসিতে সকল সময়ই বিপদের আশঙ্কা নিয়া থাকিতে হয়। সুতরাং যেখানে সুযোগ সুবিধা মিলিবে, সে ক্ষেত্রে সমাজের প্রচলিত নিয়ম-কানুনের গণ্ডী ছিন্ন করিয়া বাহিরে যাইবার সাহস তোমাদের থাকা চাই। মহদুদ্দেশ্য নিয়া সমাজ-দ্রোহ করিলে সমাজ কালে তাহা ক্ষমা করে এবং মানিয়া লয়। ভাঙ্গা খাটলীর পচা পায়া বদল করিলে দোষ নাই। খাটলীর অস্তিত্ব রাখিবার জন্যই ইহা প্রয়োজন।

(৩৪)

অমুকে পাপী, তমুকে অপরাধী, এই সকল অপবাদ তুলিয়া পরচর্চ্চায় রত হইয়া তোমরা কেহ তোমাদের সাধন-ভজনের ক্ষতি করিও না। পরচর্চ্চায় রত হইলে তোমাদের আদর্শ প্রচারের প্রয়াস ও সংগঠনী-চেষ্টা দুর্ব্বল হইয়া যাইবে। নিজেদের মধ্যে পরস্পরের ছিদ্রান্বেষণ করিয়া করিয়া শক্তিক্ষয় করার মত নির্বুদ্ধিতা আর কিছুই নাই। কে অতীতে পাপী ছিল আর কে গোপনে হয়ত কোন্ কুকাজ করিতেছে, এসব নিয়া গবেষণা করিবে মৃতেরা,- তোমরা জীবিত। স্রোতস্বতী নদীতে মরা গরু ভাসিয়া যায়, জল অপবিত্র হয় না, নৌকার আরোহীরা অঞ্জলি ভরিয়া তাহার জল পান করে, মরা গরুর পচা ফুলা দেহটার পানে একবার তাকাইয়াও দেখে না।

(৩৫)

দুঃখ, দারিদ্র্য, বিঘ্ন, বিপত্তি,-এই সকলের সম্মুখে বিমর্ষ-বয়ানে দাঁড়াইও না। দাঁড়াও হাসিমুখে, অধরে স্মিত সুন্দর সুষমা লইয়া। দুঃখ তোমার রূপ দেখিয়া ক্ষণিকের জন্য আত্মবিস্মৃত হউক, বিঘ্ন তোমার শোভা দেখিয়া কোমলতায় নুইয়া পড়ুক। তোমার মুখের হাসি তোমার প্রাণের বাঁশীকে বাজাইয়া তুলুক। সেই বাঁশীর সুমধুর ধ্বনিতে সাজুক দিকে দিকে নিত্য-সুখের অমর কানন।

(৩৬)

কর্ত্তব্য-পরায়ণ ব্যক্তি অপরের দোষ-ক্রটীর প্রতি দৃষ্টি কম দেয়। নিজের কর্ত্তব্যচ্যুতি সুরু হইলেই অপরের ক্ষুদ্র দোষকে অতিরঞ্জিত করিতে প্রবৃত্তি হয়। তুমি নিজের কর্ত্তব্যে আগে অবহিত হও। পরে অবসর পাইলে অপরের দোষ দেখিও। জন-সেবার নাম করিয়া তুমি আত্মসেবা করিতেছ কিনা, সেই দিকেই বেশী লক্ষ্য দাও। ইহাতেই তোমার মনুষ্যত্ব বর্দ্ধিত হইবে। ঝগড়া কলহ ত' পশুত্বের পরিচায়ক।

(৩৭)

মন যখন দেশ, জাতি ও সম্প্রদায়ের উর্দ্ধে যায়, তখন বিশ্ববাসী সকলের স্পর্শ পাইয়া তৃপ্ত হয়, তুষ্ট হয়, স্নিগ্ধ হয়। গণ্ডী ব্যতীত জগতে

শৃঙ্খলা থাকে না কিন্তু গণ্ডী ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া পড়িবার যোগ্যতা না আসিলে মানুষ একটা মাত্র দেশের, একটা মাত্র সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি সাজিয়া রঙ্গমঞ্চে নির্দ্ধারিত একটি মাত্র নির্দ্দিষ্ট আসনে অর্দ্ধজড়ের মত বসিয়া থাকে। মানুষ হইয়া মানুষের মত বাঁচিতে হইলে সকল গণ্ডীর বাহিরে, সকল ভেদের অতীতে যাইতে হইবে।

(৩৮)

দুর্ব্বলের বল ভগবান্। সর্ব্বাবস্থায় তাঁহার চারু-চরণ আশ্রয় করিয়া থাকিয়া নিশ্চিন্ত হও।

(৩৯)

তোমরা মানুষের মন হইতে পাটোয়ারী বুদ্ধি দূর করিয়া দাও। সরল, সহজ, স্বাভাবিক শ্রদ্ধায় মানুষের মন সেবার দিকে আগাইয়া আসুক। সেবা-বুদ্ধি চন্দনের মত স্নিগ্ধ, নিদাঘ-বর্ষার স্বচ্ছ স্নিগ্ধ ধারার মত তৃপ্তিকর। কেন তোমরা প্রতি জনের মনের গহনে লুক্কায়িত সেই দেবতাটিকে জাগাইবার জন্য আগ্রহী হইতেছ না, যিনি অবহেলে পরহিতার্থে সর্ব্বস্ব দান করিতে পারেন?

(৪০)

গলা-ধাক্কা দিয়া ত' আর কাহাকেও সেবা-কার্য্যে প্রণোদিত করা যায় না। মনের আনন্দের লোভে যদি কেহ কাজে লাগে, তবে কাজও ভাল হয়, ব্যয় বা কৃচ্ছ্র কিছুই কষ্টকরও মনে হয় না। সেবা-কার্য্যকে ভাল লাগিবার অভ্যাসটা করিতে হইবে।

(৪১)

দশেন্দ্রিয় দশ দিক হইতে সহস্র প্রকারের ভোগ্য বস্তুকে আকর্ষণ করিয়া তোমার কাছে আনিয়া দিতে চাহে। আসুক তাহারা কিন্তু তুমি তাহাদেরও বশ হইও না, ইন্দ্রিয় নিচয়েরও না। ভোগ্য বস্তুকে গ্রহণ করিতে হয়, কর কিন্তু তাহা করিও মহান্ আদর্শের অধীন হইয়া, ত্যাগ করিতে হয়, কর, কিন্তু তাহাও করিও সেইরূপ উন্নত লক্ষ্যের পানে তাকাইয়া। ভোগের জন্য ভোগ, ত্যাগের জন্য ত্যাগ, উভয়ই সমান অসার্থক।

(৪২)

যেখানে আত্মপ্রশংসার প্রয়োজন, সেখানেই পরনিন্দারও প্রয়োজন।

(৪৩)

সংখ্যায় তোমরা কম হইলেও শক্তিতে তোমরা কম, একথা কখনও মনে করিও না।

(৪৪)

স্বাস্থ্য, অর্থ ও সাধন এই তিন দিক্ দিয়াই তোমরা দরিদ্র থাকিও না। সাধন তোমার ইচ্ছাধীন। সাধনের ধনে ধনী হও।

(৪৫)

সৎকর্ম্ম কখনও ব্যর্থ হয় না,- ক্ষুদ্র সৎকর্ম্মও নহে, বৃহৎ সৎকর্ম্মও নহে। এই জন্য কর্ম্মকে সাধনা নাম দেওয়া হইয়াছে।

(৪৬)

তোমাদের অন্তরের প্রেম-ভক্তি তোমাদের অক্ষয়-কবচ হউক। ভগবান্‌কে যে ভালবাসিয়াছে, তাহার সর্ব্বভয় বিদূরিত হইয়াছে।

(৪৭)

উৎসাহ জীবনের এক মহৎ লক্ষণ। নিরুৎসাহতাকে, অবসাদকে, নিজ-ভবিষ্যতে অবিশ্বাসকে মৃত্যুর ছোট ভাই বলিয়া জানিবে। সকল বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্যেও অন্তরের উৎসাহকে সজাগ রাখিবার চেষ্টা পরিত্যাগ করিও না।

(৪৮)

পিপাসা জাগিলে জল আসেই। জগতের অধিকাংশ লোকেই যথার্থ তৃষ্ণা অনুভব করে না, কেবল চোখের লালচ আর জিহ্বার তাড়নার চাবুকের মুখে পথ চলে। সকল তৃষ্ণার অপহারক, সকল প্রার্থনার পরিপুরক পরম বস্তুর জন্য কোনও তৃষ্ণা, কোনও ক্ষুধাই তাহারা অনুভব করে না। তাই, পরম বস্তুকে পায় না ; তোমার তৃষ্ণাকে তুমি জাগাও, ভাল করিয়া তাহাকে সন্দীপিত কর, ব্রহ্মাণ্ড পানি করিয়া ফেলিবার জন্য তাহাকে উদ্যত কর। তৃষ্ণা যখন প্রবলতম হইবে, জল তখন আসিবে।

(৪৯)

সাধারণতঃ সংস্কার সঙ্কল্প অপেক্ষা প্রবলতর। তাহার কারণ এই যে, সংস্কারের বয়স বেশী, সঙ্কল্পের বয়স কম। কিন্তু জ্ঞানবৃদ্ধ তরুণ যেমন অজ্ঞান বা স্বল্পজ্ঞান বর্ষীয়ানেরও মাননীয় হয়, তেমনই সুতীব্র, একনিষ্ঠ, অনুশীলন-পুষ্ট, নিবিষ্ট, নিবিড় সঙ্কল্প তরুণ হইলেও বহু পুরাতন সংস্কারের মূলোচ্ছেদ ঘটাইতে সমর্থ হয়। অতএব অতীতের অনুশীলনের দ্বারা গড়া সংস্কারকে জয় করিতে পারিবে না, এমন দুর্ব্বল ও সংশয়িত মনোভাব পোষণ করিও না।

(৫০)

সত্যই বহুমত ও বহুপথ একসঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইয়া আনুগত্যের দাবী করিয়া সাধককে বিভ্রান্ত বিমূঢ়, হতবুদ্ধি ও অপদস্থ করিয়া থাকে। সুতরাং কোনও মতকেই মিথ্যা না ভাবিয়া সকল মতের সকল পথের সমন্বয়ের ক্ষেত্রটী কোথায়, তাহা খুঁজিয়া বাহির কর।

(৫১)

এ যুগ পরমুখাপেক্ষিতাকে ক্ষমা করে না। এযুগ স্বাবলম্বনের যুগ। অপরকে শ্রমদান করিয়া বিনিময়ে যে অর্থ সংগ্রহ করিয়াছ, তাহা তোমার স্বোপার্জ্জিত পবিত্র ধন। পরিমাণে সাধারণ হইলেও স্বোপার্জ্জিত অর্থে অন্ন বস্ত্রের সংস্থান করিয়া, স্বোপার্জ্জিত অন্নে দেহকে রক্ষা করিয়া যে ব্যক্তি ঈশ্বর-সাধন করে, সে সহজে ভগবান্‌কে প্রীত করে। ভিক্ষান্নজীবী ভিক্ষাদাতার পাপ সংগ্রহ করিয়া থাকে। এই একটা বিরাট সত্য দীর্ঘকাল ধরিয়া সাধকদের দৃষ্টির অগোচরে রহিয়া গিয়াছে। আমি এই সত্যকে সকলের চ'খের আড়াল হইতে একেবারে চ'খের পাতার কাছে আনিয়া ধরিতে চাহি।

(৫২)

সকলের প্রতি সসম্মান ভাব রাখিয়া চল। কেহ যদি ভুল করিয়াও সন্দেহ করে যে, তোমরা তাহাকে অসম্মান করিবার জন্য কোনও কাজ করিয়াছ বা কথা বলিয়াছ, তাহা হইলে তাহার কাছে হইতে সরল সহযোগ কখনও পাইবে না। মিত্র বৃদ্ধি করা যেমন একটা বড় কাজ, শত্রু-সংখ্যা-

হ্রাস করাও তেমন বড় কাজ। অনেকে মিত্রকে শত্রু করে কেবল অসর্তক অদরদী ব্যবহারের দ্বারা। তোমরা শত্রু ও উদাসীন, বিরোধী ও অনাগ্রহী সকলকে মিত্র কর প্রেমময় মনের ভাব দ্বারা, প্রীতিমাখা মনের কথা দ্বারা, ত্যাগময় প্রত্যক্ষ সেবা দ্বারা।

(৫৩)

পরের নাম ভাঙ্গাইয়া নিজেদের কাজ হাসিল করিবার কুবুদ্ধি কখনও করিও না। এমন কৃতিত্বের সহিত তোমরা তোমাদের কাজ করিয়া যাও, যেন খ্যাতিমান্ ব্যক্তিরা তোমাদের সহিত সংযুক্ত হওয়াকে তাঁহাদের খ্যাতি প্রতিপত্তির শ্রীবৃদ্ধিসাধক বলিয়া গণনা করিয়া সাগ্রহে তোমাদের সন্নিহিত হন। রক্তমাংসের বাহু দিয়া কাহাকেও ধরিবার আগে অন্তরের বাহু দিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধর।

(৫৪)

একান্ত আগ্রহ লইয়া সমগ্র অভিনিবেশকে কেন্দ্রীভূত করিয়া যে মহচ্চিন্তা করে, মুখ ফুটিয়া কথা না বলিলেও তাহার চিন্তা চারিদিকে দাবানলের মতন ছড়াইয়া পড়ে। তখন বিনা চেষ্টায় সমভাবের ভাবুকদের, সমসাধনার সাধকদের, সমমন্ত্রের মন্ত্রীদের আবির্ভাব ও যোগাযোগ ঘটিয়া থাকে।

(৫৫)

বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্ব্বত কিছুই শূন্য পড়িয়া থাকিবে না। জগৎকল্যাণকামী মহাবীর্য্যবান্ সাধকদের দ্বারা নিখিল ভুবন পরিপূরিত হইবে। শূন্যকে পূর্ণ করিব, পুণ্যে, তৃপ্তিতে, আত্মপ্রসাদে তাহাকে ধন্য করিব, ইহা হউক তোমাদের অভিলাষ।

(৫৬)

বিশ্বাসীরাই প্রকৃত সুখী। অবিশ্বাসীদের মতন দুঃখী কেহ নাই।

(৫৭)

নিয়ম যখন ব্যক্তি-বিশেষের সুবিধা দেখিয়া সৃষ্ট হয়, তখন তাহা স্বেচ্ছাচারের সহায়ক হয়। নিয়ম যখন সকলের সুখের দিকে তাকাইয়া

সৃষ্ট হয়, তখন তাহা হয় গণমনের পরম তৃপ্তির হেতু। সকলকে সমাজ সেবার অধিকার দাও কিন্তু একজনকেও প্রাপ্ত ক্ষমতার, দায়িত্বের বা পদমর্য্যাদার অন্যায় ব্যবহার করিতে দিও না।

(৫৮)

শুদ্ধ মন লইয়া কাজে লাগ, গর্ব্বিত মন লইয়া নয়। বৃহৎ সাফল্য তোমাদিগকে মহৎ লক্ষ্যের নিকটতর করুক। তোমরা দর্প, দম্ভ, অহংকারের পূজা করিয়া অতীতের সাফল্যকে হেয় করিয়া দিও না।

(৫৯)

তোমাদের একতা কেবল তোমাদেরই শক্তি বৃদ্ধি করিতেছে, তাহা নহে। ইহা সামাজিক ভাবে মানবজাতির গৌরব বৃদ্ধি করিতেছে।

(৬০)

দলে ত' কত লোকই ভিড়িতেছে, কিন্তু সংঘের প্রতি কয়জনের আনুগত্য আছে? বেপরোয়া হইয়া কেবল দলই বাড়াইতেছ, কিন্তু লক্ষ্যহীন, নিষ্ঠাহীন, সত্যচ্যুত, সরলতাবর্জ্জিত কতকগুলি আজন্ম-অন্ধের জনতা জগতের কোন্ মহৎ কল্যাণ সাধন করিবে? নামকে-ওয়াস্তে দলভুক্ত হইয়া অনেকে সংঘের কলঙ্ক বাড়াইয়া থাকে। সুতরাং দলগড়া সম্পর্কে সর্ব্বদা সাবধান থাকিও।

(৬১)

টাকার বিনিময়ে সৎকর্ম্ম আদায় বড় বিপজ্জনক পরিকল্পনা। প্রেমের বিনিময়ে সৎকর্ম্ম আদায়ই হইতেছে সুস্থ, সবল, সফল এবং সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পরিকল্পনা।

(৬২)

নিজের ক্ষুদ্র দোষ ঢাকিবার জন্য অপরের নামে বৃহৎ দোষারোপ একটী প্রচলিত কৌশল। নিরপরাধ ব্যক্তির এজন্য উদ্বিগ্ন হওয়ার প্রয়োজন নাই।

(৬৩)

সকল কাজেই টাকা লাগে না। অধিকাংশ কাজই জগতের বিনা

টাকায় হয়। যেটুকু টাকার জন্য আটকাইয়া থাকে, তাহার জন্য মনে উদ্বেগ রাখার প্রয়োজন নাই। হৃদয়ের ব্যাকুলতা নিয়া সরল সহজ অমায়িক ব্যবহার নিয়া জগতে যাহার কাছে উপস্থিত হইবে, সে-ই তোমার প্রয়োজন মিটাইয়া দিবার জন্য সাধ্যমত ত্যাগ-স্বীকার করিবে। তনু, মন, ধন দিয়া লোকে যে লোককে সাহায্য করে, তাহা প্রেমেরই প্রভাবে জানিও।

(৬৪)

কাজে যখন নামিয়াছ, তখন এই একটী লক্ষ্য সর্ব্বদা রাখিও যে, গতি যেন তোমাদের একদিনের জন্যও না থামে। বেশী দ্রুত চলিবার জন্য মাঝে মাঝে আস্তে আস্তেও হাটিতে হয়। স্বরগ্রামের উচ্চ চূড়ায় তান চড়াইতে হইলে স্বরগ্রামের খাদেও গলা নামাইতে হয়। এই জাতীয় প্রয়োজনে যখন তোমাদের গতি কমিবে, তখন তাহা দোষের নহে।

(৬৫)

ইচ্ছুক মনগুলিকে আগে একত্র কর। ইচ্ছুক হস্তগুলিকে আগে খুঁজিয়া বাহির কর। শ্রদ্ধাবান্ ভাবুকদের আগে প্রাধান্য দাও। কাহারও নাম, যশ, প্রতিষ্ঠা বা প্রতিপত্তি তোমাদের দৃষ্টিতে যেন প্রাধান্য দানের সঙ্গত কারণ বলিয়া বিবেচিত না হয়। বয়স, বিদ্যা, জাতি,সম্পত্তি প্রভৃতি কোনটাই কখনও কাহারও শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হইতে পারে না। সেবাকার্য্যে মনের উন্মুখতা, প্রতিকার্য্যে অকপট তৎপরতা এবং সর্ব্বক্ষণের জন্য ঈশ্বর-প্রীত্যর্থে কাজ করিবার অভীপ্সা যেন তোমাদের কর্ম্মীশ্রেষ্ঠ নির্ব্বাচনের মাপকাঠি হয়।

(৬৬)

উৎকৃষ্ট উপাদান চারিদিকে ছড়াইয়া রহিয়াছে। খেয়াল করিয়া দেখ না বলিয়া কত সৎ পাত্র, কত উত্তম আধার, কত শ্লাঘ্য, যোগ্য, সমর্থ কর্ম্মী অবহেলিত হইতেছে। চ'খ খুলিয়া চারিদিকে তাকাও এবং ইহাদের ডাকিয়া আনিয়া নিকটস্থ কর। জাতি বা জন্ম কখনও যোগ্যতা অযোগ্যতার পরিচালক নহে— তাহা সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক হইতে পারে। [illegible] মনই যোগ্যতার পরিচয়দণ্ড।

(৬৭)

ঔষধ ত' জীবন ভরিয়া সেবন করিতেছ। কিন্তু সকল ঔষধের সেরা ঔষধ শ্রীভগবানের মঙ্গলময় নাম। এই নামে নিজেকে একেবারে ডুবাইয়া রাখ।

(৬৮)

প্রতি মানুষের ভিতরে ভগবান্ বাস করিতেছেন। সুতরাং মানুষের সহিত মানুষের পরিচয়ে ভগবানের সহিত মানুষের পরিচয় ঘটিয়া থাকে। একের সহিত অপরের পরিচয় যে এত বড় একটা বিশাল ব্যাপার, তাহা যদি মানুষ জানিত, তাহা হইলে একজনের সহিত অপরের পরিচয়কে কখনও জাগতিক মলিনতা দ্বারা কলঙ্কিত করিতে সাহসী হইত না। পরম-দেবতা নিজেকে প্রকাশিত করিবার জন্য মানুষের রূপ ধরিয়া তোমাদের প্রতিজনের সমক্ষে ক্ষণে ক্ষণে নব-কলেবরে আসিয়া দাঁড়াইতেছেন। তোমরা যদি নিঃস্বার্থ হইয়া, নিষ্কাম হইয়া, ব্যক্তিগত স্বার্থ-বুদ্ধির ব্যূহ-ভেদ করিয়া ইঁহাদের মুখের পানে তাকাইতে পার, তাহা হইলে বিনা তপস্যায়, তোমাদের ভগবদ্দর্শন হইয়া যাইবে। সুখ-তৃষ্ণা আর স্বার্থ-লালসা চ'খের উপরে ঠুলি বসাইয়া দেয়। নতুবা মানুষের দৃষ্টিকে রুদ্ধ করিতে কে পারে?

(৬৯)

পরবর্ত্তী বিরাট বিরাট অনুষ্ঠানের গোড়া-পত্তন যে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানের দ্বারা হয়, তাহা তোমরা সঠিক বোঝ নাই। টাকার জন্য কোনও মহৎ কার্য্য আটক হইয়া থাকে নাই। প্রাণের প্রাচুর্য্য যেখানে কম, মহৎ কাজ সেখানে ঠেকিয়া যায়। ছোট ছোট কাজ, ছোট ছোট সেবা, ছোট ছোট কৃতিত্ব যখন প্রাণরসে সিঞ্চিত হইয়া আত্মপ্রকাশ করে, তখন তাহারা বৃহতেরও বৃহৎকে আবাহন দেয়, মহতেরও মহৎকে সাদর আমন্ত্রণ জানায়। ক্ষুদ্র ত্যাগ বা সামান্য সেবাকে আমি তুচ্ছ জ্ঞান করি না, যদি তাহার সহিত থাকে সত্যিকারের প্রাণবত্তা।

(৭০)

একটা সাফল্য আর একটা সাফল্যকে টানিয়া আনিবে। সুতরাং

তোমার প্রথম প্রয়াসকে সফলতায় মণ্ডিত করিবার চেষ্টা হওয়া প্রয়োজন উদগ্র, একাগ্র, অবিচল ও সুদৃঢ়।

(৭১)

জনমত সৃষ্টি করা আর ঝড় ঝঞ্ঝা সৃষ্টি করা এক কথা। তোমরা তোমাদের মত-পথকে আদৃত করিবার জন্য আকাশ-বাতাস আলোড়িত করিতে যদি না পার, তাহা হইলে কেবল খোস-মেজাজে বহাল-তবিয়তে বসিয়া বৈঠকী আলোচনা করিয়া কার্য্য-বিবরণ -পুস্তিকায় কতকগুলি প্রস্তাব লিপিবদ্ধ করিলেই কাজ হইবে না। সর্ব্বশক্তি এক জায়গায় কেন্দ্রীকৃত করিতে না পারিলে শুধু শূন্যে প্রাসাদ নির্ম্মাণই সম্ভব। অমুক তমুকের ভরসায় থাকিও না। তোমাদের প্রতিজনের যথেষ্ট বাহুবল আছে। তোমাদের প্রতিজনেরই যথেষ্ট বুদ্ধিবলও আছে। তোমরা কেহই প্রাণ-সম্পদে রিক্ত, দীন, কাঙ্গাল নহ। কেন তোমাদের কাছে ত্রিলোক-আলোড়নকারী অসামান্য কর্ম্মোদ্যম ও ত্যাগ-শক্তি প্রত্যাশা করিব না? কেন এত দিনের মধ্যেও তোমাদের ভিতরের দেবতা জাগিয়া উঠিয়া বলিতে পারিলেন না,-"আমি সর্ব্বস্ব দিতে প্রস্তুত, আমি কোনও ত্যাগকেই আমার অসাধ্য বিবেচনা করিতে প্রস্তুত নহি?"

(৭২)

সর্ব্বশক্তি লইয়া কাজে লাগিবার সঙ্কল্পকেই সঙ্কল্প নাম দেওয়া যায়। সর্ব্ব সামর্থ্য লইয়া কাজ ধবিরার উদ্যমই প্রকৃত উদ্যম। কাজ একবার ধরিয়া একেবারে শেষ না করিয়া থামিব না, এই জিদের নামই উৎসাহ। তোমরা প্রকৃত উদ্যম ও প্রকৃত উৎসাহ লইয়া কাজে নাম।

(৭৩)

তোমাদের কাজে যেন বিরতি আর বিরক্তি কখনও না আসে। বিরামহীন আর প্রীতিপূর্ণ কাজই কাজ।

(৭৪)

দলাদলি-প্রিয় লোকদের কাছ হইতে সংস্পর্শ বাঁচাইয়া সমাজের সেবা করিবে।

(৭৫)

তৈরী করা অনুকূল কর্ম্মক্ষেত্র অকারণে বা তুচ্ছ কারণে পরিত্যাগ করিয়া নূতন কর্ম্মক্ষেত্রে ঘুরিয়া বেড়ান বড়ই বেহিসাবী কাজ। নিজের কর্ম্মক্ষেত্রকে চিনিয়া লইতে ভুল করিও না। আর সেই কর্ম্মক্ষেত্রে পর্ব্বতের অবিচলতা নিয়া অবস্থান এবং ঝঞ্ঝার গতিতে কর্ম্মোদ্যম পরিচালন করিতে ভুলিও না।

(৭৬)

জগতে প্রেমই নিত্য-সত্য। নিষ্কাম, নিঃস্বার্থ, নির্ল্লালস প্রেম মানুষকে কেবল দেবতাই করে না, দেবগণেরও পূজ্য করে। যে যত ভালবাসিতে পারিবে,সে তত উন্নত, মহান্ হইবে। প্রেম লাভই দিব্য-জীবন লাভ। যে প্রেম ভগবানে অর্পিত হইয়াছে, তাহাই সার্থক প্রেম। যে প্রেম ভগবানের সন্তানগণের প্রতি নিষ্কলুষ আবেগ লইয়া ধাবিত হইয়াছে, তাহাও সার্থক। যে প্রেম বাসনার বন্ধন সৃষ্টি করে, আত্মসুখকামনায় ইন্ধন যোগায়, তাহা প্রেমপদবাচ্য নহে।

(৭৭)

তোমার যাহা আছে, তাহাকে কত ক্ষুদ্র, কত তুচ্ছই না মনে কর। কিন্তু তাহার ভিতরে যে বিশ্বের সকল সম্পদ লুকাইয়া রহিয়াছে, তাহা তুমি জান না। তোমার যাহা আছে, তাহার ভিতরে নিখিল বিশ্ব আছে। বিন্দুর ভিতরে সিন্ধুকে জাগাইবার কৌশলই মাত্র তোমার জানার প্রয়োজন। অন্য অভাব তোমার কিছুই নাই।

(৭৮)

ভগবানের সেবাকে লক্ষ্যে রাখিয়া সংসার করিও। সংসারের সেবা লক্ষ্যে রাখিয়া ভগবানকে ডাকিও না।

(৭৯)

বিপদে পড়িয়া অধীর হইও না। অধীরতা ঈশ্বরে অবিশ্বাসের লক্ষণ। ভগবানে নিজ ভবিষ্যৎ নিশ্চিন্তে সমর্পণ করিয়া দিয়া স্বকীয় কর্ত্তব্য নির্ভয়ে করিয়া যাও।

(৮০)

মহা আড়ম্বরে যেই সকল কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে, অনেক সময়ে বিনা আড়ম্বরে অনুষ্ঠিত কার্য্য-সমূহ তাহা অপেক্ষা শতগুণ গুরুত্বপূর্ণ ও মর্য্যাদাশালী হইয়া থাকে। আড়ম্বর বা অনাড়ম্বরতাকে বিচারের মাপকাঠি না করিয়া শেষ ফলটুকুকেই মাপকাঠি করিও। তোমাদের প্রতিটি কর্ম্ম মহত্ত্ব-মহান হউক।

(৮১)

লোকের রক্তে কখনো কখনো কাজের মাতন আসিয়া যায়। তখন তাহারা কাজ করিতে চাহে, কাজ ধরিতে চাহে। সেই সময়ে তাহাদের হাতে শ্রেষ্ঠ, শ্লাঘ্য, মহত্তম কাজ তুলিয়া ধরিবার দায়িত্ব যে নেয়, তাহার নাম নেতা। আর, এই সময়ে যেই নেতা হয় যত আত্মাভিমান-বর্জ্জিত, সে হয় তত যোগ্য নেতা।

(৮২)

কাজ করিতে করিতে নিজেকে কাজের মধ্যে হারাইয়া ফেলা কর্ম্মিষ্ঠতার লক্ষণ, কিন্তু আত্মস্থতার লক্ষণ নহে। কাজ করিতে করিতে কাজকে নিজের মধ্যে ডুবাইয়া দেওয়া চাই। সেই নিমজ্জন এমন হইবে যেন কাজ ও তুমি একেবারে অভিন্ন হইয়া যাও।

(৮৩)

একটী মানবের যে সেবা করিয়াছে, সে বিশ্বমানবের সেবার গৌরব লাভ করিয়াছে। একটী মাত্র মানুষের ভিতরে কি করিয়া যে সমগ্র বিশ্বের সত্তা লুকাইয়া থাকে,তাহা বুঝা কি সত্যই কঠিন ?

(৮৪)

দুর্ব্বলের আর্ত্তনাদে কেহ কর্ণপাত করে না। ঐক্যই সবলতা। একতাবদ্ধ হও। তবে ত' তোমার দাবী শক্তিমানেরও মান্য হইবে।

(৮৫)

বিপদকে ভয় করিলেই তার শক্তি বাড়ে। ভূতকে ভয় করিলেই

সে ঘাড়ে চাপিয়া বসে। সকল বিপদের মুখে পদাঘাত করিয়া কর্ত্তব্যের পথে বীরবিক্রমে অগ্রসর হও।

(৮৬)

রিপুকুল প্রবল হইলে মনের সমস্ত আবেগ ভগবানের চরণে পাঠাইয়া দিয়া নিজে নির্লিপ্ত হইয়া পড়িও। ভগবানই তোমার হইয়া সকলের সহিত যুদ্ধ করিবেন।

(৮৭)

সংক্রামক কলেরাকে দমন কর। সংক্রামক ভাবে ভগবৎপ্রেমকে, জীব-সেবার বুদ্ধিকে, সৎকার্য্যে আত্মদানের প্রবৃত্তিকে প্রসারিত কর।

(৮৮)

তোমাদের প্রত্যেকটী ক্ষুদ্র চেষ্টা বৃহৎ সাফল্যের দিকে, প্রত্যেকটী ক্ষুদ্র সেবার বৃহৎ সার্থকতার দিকে, প্রত্যেকটী ক্ষুদ্র আত্মপ্রসাদ বিশ্বের সর্ব্বজনীন তৃপ্তির অভিমুখে নিয়ত বিসর্পিত হউক।

(৮৯)

পিতৃমাতৃসেবা মহৎ কর্ত্তব্য। সন্তান কখনও এই কর্ত্তব্যের দায় হইতে নিজেকে অব্যাহতি দিতে পারে না। সস্নেহে সন্তান পালন ও তাহাদিগকে প্রকৃত মানুষ করিয়া তোলা মাতা-পিতার কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্যের দায় হইতে যেন জগতের কোনও পিতা-মাতা নিজেদের অব্যাহতি দিতে না চাহে।

(৯০)

বিপদ ভগবান্ দিয়া থাকেন। উদ্ধারের ব্যবস্থাও তিনি করেন। তোমার দায়িত্ব শুধু ততটুকু, যতটুকু সজাগ থাকিলে সম্পদে ও বিপদে সর্ব্বাবস্থায় একমাত্র তাঁহার কল্যাণহস্তই দেখিতে পাওয়া যায়। দার্শনিকেরা বলেন,- তিনি সাক্ষি-স্বরূপ চিরচঞ্চল জগৎকে দেখিতেছেন। আমি দার্শনিক নহি। আমি বলি,- তুমিই সাক্ষি-স্বরূপ হইয়া জগতের উদয়ে বিলয়ে, তোমার উত্থানে পতনে অবিরাম তাঁহার চিরস্থির চির-সুশান্ত কোমল কমল সম শেলব করযুগ দর্শন কর। তাঁহাকে দেখা আর তাঁর

স্পর্শ পাওয়া এক কথা। তাঁর স্পর্শ পাওয়া আর তাঁহাকে পূর্ণতঃ পাওয়া এক কথা।

(৯১)

একটা ঘুমন্ত মহাজাতির জাগরণ শুধু মুখের কথায় সম্পন্ন হয় না। বহু ব্যক্তির আত্মত্যাগ ও সুদীর্ঘকালের একাগ্র সাধনা ইহার জন্য প্রয়োজন হয়। তাহাই আমাদিগকে করিতে হইবে।

(৯২)

প্রচার-পত্র, বিজ্ঞাপন প্রভৃতির দ্বারা যে সংগঠন হইয়া থাকে, তাহার শতগুণ সংগঠন চরিত্রবান্, প্রেমিক,সততাপরায়ণ, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত সংযোগ সাধনের দ্বারা হইয়া থাকে। অন্তরের সরলতাকে এক অপরাজেয় বস্তু জানিবে। সরলতা জগতের সব-কিছুকে জয় করিতে পারে। আমরা কাহাকেও ভালবাসি না বলিয়াই তাহার সেবা করিতে অক্ষম হই। অন্তরের প্রেম যদি জাগিয়া ওঠে, তাহা হইল মানব-জাতির কোন্ দুরূহ সেবা না আমাদের পক্ষে সহজসাধ্য হইবে?

(৯৩)

অতি বৃহৎ কর্ম্মে অতি ক্ষুদ্রেরও সহযোগ প্রয়োজন হয়। কলিতে গণ-দেবতাই প্রকৃত দেবতা, খড়, মাটি, রং দিয়া তৈরী দেবতা কালধর্ম্মে মহিমাচ্যুত হইয়াছেন। তোমরা কলির দেবতা গণ-মহারাজকে পূজা করিতে শিক্ষা কর। ছোটরা কেবলই ছোট নহে, তাহারা বড়কে মাথায় তুলিয়া ধরে বলিয়াই বড়রা বড় বলিয়া পরিচিত হন।

(৯৪)

সামান্য সেবাকে যাহারা গ্রহণ করে অসামান্য জ্ঞান করিয়া তাহারা কেবল সেবাকেই মর্য্যাদা দেয় না, নিজেদেরও মর্য্যাদা বর্দ্ধন করে। সামান্য বলিয়া তুচ্ছ করিব কাহাকে? আজ যাহা সামান্য, কাল তাহাই ত' অসামান্য হইতেছে। ক্ষুদ্র সেবার অনুশীলন বৃহৎ সেবার যোগ্যতা প্রদান করে।

(৯৫)

একপ্রাণ-ব্যক্তিদের সুস্থির লক্ষ্যকে উপলক্ষ্য করিয়া স্থায়ী জনহিত

সাধনের জন্য মিলনের নিরন্তর প্রয়াসের নাম সংঘ সাধনা।

(৯৬)

সৎকাজ আরম্ভ করার মধ্যে যতটুকু কৃতিত্ব রহিয়াছে, তাহা ধারাবাহিক প্রচেষ্টায় কেবলই চালাইয়া যাওয়ার মধ্যে কৃতিত্ব ও যোগ্যতার পরিচয় তাহা অপেক্ষা শতগুণ জানিও। সাফল্য অসাফল্য ঈশ্বরের হাতে, কিন্তু শ্রমে বিরাম না দেওয়া তোমার দায়িত্ব।

(৯৭)

সমাজসেবা ফুটবল খেলা নহে যে, বাইশ জন লোক খেলিবে আর বিশ হাজার লোকে দেখিবে। সমাজের প্রত্যেকটী লোককে সমাজের সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। দর্শকের প্রয়োজন নাই। হিতকামী বুদ্ধিদাতা বা ভ্রমসংশোধনকারী সমালোচকের সম্মাননীয় স্থান অবশ্যই থাকিবে কিন্তু তাঁহারও অস্তিত্ব স্বীকৃত হইবে একমাত্র সেবকরূপে।

(৯৮)

অতীতের কঙ্কাল আঁকড়াইয়া বসিয়া থাকে মৃতেরা। জীবিতেরা অতীতের শিক্ষাটুকু বক্ষে ধরিয়া লইয়া নবীন ভবিষ্য নির্ম্মাণের জন্য দ্রুত অগ্রসর হইয়া যায়।

(৯৯)

নিরভিমান মন লইয়া যদি অগ্রসর হও, তোমার সেবাকে প্রত্যাখান করিবার সাধ্য কাহার আছে? অহঙ্কৃত দাম্ভিকের সেবা মানুষকে হৃষ্ট না করিয়া রুষ্ট ও পীড়িত করে। কর্ত্তৃত্বাভিলাষীর সেবা জীবের দুঃখ হ্রাস না করিয়া ক্লেশবর্দ্ধনই করিয়া থাকে।

(১০০)

একই বিষয় নিয়া শ্রদ্ধা সহকারে বারংবার পরস্পর আলোচনা করিতে থাকিলে তাহার ফল-স্বরূপে পরিকল্পনা একটী সুনির্দ্দিষ্ট ঘনীভূত আকার ধারণ করে এবং তাহার ফলে একদিকে যেমন সঙ্কল্পসিদ্ধির জন্য দুর্দ্দমনীয় প্রেরণা জাগে, অন্যদিকে তেমন সুকঠিন সুদুরূহ কার্য্যকেও সহজ বলিয়া বিশ্বাস আনে। দৃঢ় সঙ্কল্প এবং কার্য্যসিদ্ধিতে আস্থা সকল

মহৎ প্রচেষ্টার গোড়ার কথা জানিও।

(১০১)

তোমার সহকর্ম্মীদের মধ্যে যাহারা সঙ্গদোষে বা পূর্ব্বসংস্কারের মোহে নানা কলুষিত ও নিন্দনীয় আচরণে অভ্যস্ত, তাহাদের প্রতি কোন বিদ্বেষ, বিরক্তি বা অবজ্ঞার ভাব পোষণ না করিয়া প্রেম-সহকারে সৎপরামর্শ দিতে দিতে তাহাদের অন্তরে অসৎ কার্য্যে অরুচি, অন্যায় কার্য্যে লজ্জা এবং অধর্ম্ম কার্য্যে বিরক্তি সৃষ্টি কর। ইহারা তোমারই শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ –ইহাদিগকে কাটিয়া বাদ দিবার কল্পনা করিও না। ইহাদের রোগনিরাময়ের জন্য সদুপদেশ-রূপ ঔষধ এবং সচ্চিন্তারূপ পথ্য প্রয়োগের ব্যবস্থা কর। সহৃদয় মন লইয়া কাজ করিলে সুফল সুনিশ্চিতই হইবে।

(১০২)

পতিতের উদ্ধার তোমাদের ব্রত। অবহেলিতের সম্মান তোমাদের লক্ষ্য। লাঞ্ছিতের মর্য্যাদা-প্রতিষ্ঠা তোমাদের উদ্দেশ্য। ছোটকে বড় করাই তোমাদের সাধনা। দুর্ব্বলকে বাহুর বলে,জ্ঞানের বলে, ধর্ম্মের বলে বলীয়ান্ করাই তোমাদের তপস্যা। এই কথা মনে রাখিয়া প্রতি কার্য্যে ব্রতী হইও।

(১০৩)

গোড়ার কাজ শেষ না হইতেই চূড়ার কাজে হাত দেওয়া বেহিসাবী ব্যাপার। মাটি না চষিয়া বীজ বপন করিলে অধিকাংশ বীজ পাখীতে খায়, কিছু বীজ রৌদ্র-বৃষ্টিতে নষ্ট হয়, আর দুচারটা বীজ হইতে রুগ্ন, শীর্ণ, দুর্ব্বল চারা অঙ্কুরিত হয়। শক্তহাতে গোড়ায় কাজ ধর। আপোষহীন সবলতা লইয়া ফাঁকি-বর্জ্জিত প্রয়াসে ভিত্তিকে কল্পনাতীত সুদৃঢ় কর। গোড়ায় যেখানে গলদ নাই, পরবর্ত্তী কাজের ভাবনা সেখানে আপনি কমিয়া যায়।

(১০৪)

আসল কথা মনে রাখিও। যাঁহার পবিত্র নামকে সংযুক্ত করিয়া দাতব্য চিকিৎসালয়, বিদ্যালয় বা ব্যায়ামাগার স্থাপন করিতে যাইতেছ, এই প্রতিষ্ঠান স্থাপনের দ্বারা তাঁহার নামের মহিমা কিছুই বাড়িবে না।

কিন্তু তোমাদের প্রতিষ্ঠান যদি যোগ্যভাবে পরিচালিত না হয়, তাহা হইলে তাঁহার নাম অসম্মানিত হইবে। সুতরাং প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত কার্য্যটুকুকেই প্রধান করিও। নাম যাহাই রাখ, তাহাতে কিছু যায় আসে না।

(১০৫)

লোকচক্ষে সঙ্ঘের সম্মান বাড়াটাই বড় কথা নহে। যখন কোনও বৃহৎ প্রয়োজন তোমাদের সমক্ষে আসিয়া তোমাদের সেবা দাবী করে, তখন তোমরা সকল স্থান হইতে সকলে একযোগে ঝম্প প্রদান করিয়া সেই কাজটির মধ্যে ডুবিয়া যাইবার শক্তি অর্জ্জন করিয়াছ কি ? এই প্রশ্নের যদি ইতিবাচক উত্তর প্রদান করিতে পার, তবে স্বীকার করিব যে, তোমাদের সঙ্ঘের সম্মান লাভ করিবার যোগ্যতা সত্যই আছে। ইহা যেন ঐক্য-সঙ্গীত বা ঐক্যতান-বাদন। বহু শিল্পী বহুবিধ যন্ত্রদ্বারা সঙ্গৎ করিতেছে, বহু জনে বহুবিধ কণ্ঠ দ্বারা সহযোগ করিতেছে, কিন্তু কেহই একযোগে ধরিতে এবং একযোগে ছাড়িতে ভুল করিতেছে না। ইঙ্গিত হইল, - "সুরু কর",- সঙ্গে সঙ্গে ছড় পড়িল বেহালায়, ওষ্ঠ নামিল বাঁশীতে, হস্তাঙ্গুলি লাফাইয়া পড়িল তবলায় আর কণ্ঠ ঝাঁপাইয়া পড়িল স্বরগ্রামে। এমন ভাবে কাজ করিবার যোগ্যতা সঞ্চয় করিলে তবে বলিব তোমার সঙ্ঘ সং সাজে নাই, সঙ্ঘই হইয়াছে।

(১০৬)

তোমাদের সকল সৎকাজই কেবল সৎকার্য্যে রুচিবশতঃ নহে। এই সকল সৎকার্য্যের প্রশংসনীয় চেষ্টার মধ্য দিয়াও তোমরা সাময়িক লোকমান এবং প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের চেষ্টা করিয়া থাক। তাহা সৎকার্য্যের কৌলীন্য হরণ করে।

(১০৭)

কালের ধর্ম্ম এবং কলির ধর্ম্ম অতিক্রম করা কঠিন কিন্তু ধৈর্য্য ধারণ করিয়া দৃঢ়তার সহিত ঈশ্বরের অভিপ্রায়কে পূর্ণ হইতে দিতে হইবে। প্রতীক্ষা কর তাঁহার দয়ার, নির্ভর কর তাঁহার বিধানে এবং নিজেকে যাবতীয় অবাঞ্ছিত ও অপ্রত্যাশিত অবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইয়া লও।

দুর্ব্বলতায় এলাইয়া পড়িও না, হতাশায় আত্মসম্বিৎ হারাইও না।

(১০৮)

ভগবানের তুষ্টি সম্পাদনের চেষ্টাই বিশ্বের মানুষকে সন্তুষ্ট রাখিবার শ্রেষ্ঠ উপায়। ঈশ্বরের তৃপ্তিকে লক্ষ্য করিয়া যে কাজ, তাহাই অধিকাংশ মানুষের পক্ষে হিতকর ও প্রীতিপ্রদ। নিজের সুখবর্দ্ধনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যে কাজ, তাহা সর্ব্বমানবের পক্ষে সকল সময়ে শুভপ্রদ নাও হইতে পারে।

(১০৯)

স্বার্থবুদ্ধিটি যেই মুহূর্ত্তে পরিহার করিলে, সেই মুহূর্ত্তে তোমার দেবত্ব আসিল, তোমার প্রতি কর্ম্ম দেবকর্ম্ম হইল, তোমার নিজ প্রয়োজনে অনুষ্ঠিত সেবাও দেবসেবার পর্য্যায়ে পড়িল। পশু অপরকে সুখবঞ্চিত করিয়া নিজে ভোগ-সম্ভোগ করে, মানুষ অপরের সুখে কণ্টক রোপণ না করিয়া নিজ সুখলালসে অধ্যাবসায় করে, দেবতা ভোগ এবং ত্যাগকে সমান দৃষ্টিতে দেখিয়া উভয়েরই অনুশীলন করে একমাত্র সর্ব্বজীবের হিতাভীপ্সায়।

(১১০)

নিজের আচরণের দ্বারা অন্যের বিপদ সৃষ্টি করিয়াছ। এখন যদি অবিলম্বে তাহার বিপদুদ্ধারের জন্য ঝাঁপাইয়া না পড়, তাহা হইলে তোমার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তোমার বিবেক তোমাকে ধিক্কার দিতে থাকিবে যে, তোমার সৎসাহস নাই, চরিত্রবল নাই, মনুষ্যত্ব নাই।

(১১১)

সংঘই বল, মঠ, আশ্রম, মণ্ডলীই বল, সব প্রতিষ্ঠানের আসল এবং গুরুতর কাজগুলি কতিপয় একনিষ্ঠ, নিরহঙ্কার, নিরীহ ও নিঃসঙ্গ কর্ম্মীরা করিয়া থাকেন। তাঁহারা বুকের পাঁজর জ্বালাইয়া গভীর অন্ধকারে আলো জ্বালেন, অন্যেরা আস্তে আস্তে তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে আসেন।

(১১২)

তোমরা কেবল কথা কহিবে, তর্ক করিবে, আলোচনা করিবে, কাজ করিবে না, ইহা কুলক্ষণ। যাহারা কাজ করে, তাহারা কথা কম বলে, কুতর্ক হইতে দূরে থাকে, বেশী বুদ্ধি, অতি পরামর্শ প্রভৃতিকে বর্জ্জন করে। যাহার কাজ করে, তাহারা সরল সহজ প্রাণবন্ত লইয়া কাজে ঝাঁপাইয়া পড়ে এবং কার্য্যোদ্ধার করিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। তোমরা কাজের কাজী হও, কথার পসরা সাজাইয়া কেবল মানুষকে ফাঁকি দিবার চেষ্টা করিও না।

(১১৩)

ব্যষ্টিগতভাবে প্রতিজনের প্রতি কর্ত্তব্যপালন সময়সাপেক্ষ এবং অনেক সময়ে সামর্থ্যাতীত। এই জন্যই সমষ্টিগতভাবে প্রতিজনের প্রতি কর্ত্তব্যপালনের কতকগুলি ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। যেখানে ব্যক্তিগত-ভাবে প্রতিজনের প্রতি কর্ত্তব্য পালন সম্ভব নহে, সেখানে সমষ্টিগত-ভাবে কর্ত্তব্যপালনের চেষ্টা সঙ্গত। সমষ্টির কুশলে কি ব্যষ্টির কুশল হয় না ?

(১১৪)

জীবন-পথে আশা, উৎসাহ এবং বিশ্বাস এই তিনটি সম্পদ পদে পদে তোমার সহায়ক হইবে। কখনও ঘনকৃষ্ণ মেঘমালায় আকাশ ছাইয়া যাইবে, কখনও নবোদিত সূর্য্যের জ্যোতির্ম্ময় রশ্মিমালায় ব্রহ্মাণ্ড আলোকিত, পুলকিত হইবে। তুমি এই দুই অবস্থার মধ্যে নিজেকে লাগাইয়া রাখ মঙ্গলময় শ্রীভগবানের পরম-কল্যাণ অভিপ্রায়ের শুদ্ধ, শান্ত, সুস্থির সিদ্ধিতে। ভগবানের বিধানকে পূর্ণ কবিরার জন্য জীবনের প্রতি পদক্ষেপে প্রস্তুত থাকিও। ইহাই হইবে পরম নিদান।

(১১৫)

সহস্র সহস্র লোকের আন্তরিক সমর্থন ও সহযোগ যেই কাজে আছে, তাহার সফলতা সম্পর্কে উদ্বেগ বোধ করিবার কিছু নাই। সুতরাং উদ্দেশ্য যদি তোমার মহৎ হয়, তাহা হইলে অর্থাভাব, লোকাভাব প্রত্যক্ষ সহায়তাকারীর অভাব প্রভৃতি আপত্তিকে সবলে পায়ে দলিয়া তোমরা নিজ নিজ প্রাণের উলঙ্গ আবেদন লইয়া

চারিদিকের জনতার মধ্যে ছড়াইয়া পড়।

(১১৬)

সঙ্কল্প সাধন করিবেই, এই জিদ নিয়া চলিলে অভ্যুদয় অবশ্যম্ভাবী। যুদ্ধে পরাজিত হওয়া কোনও নিন্দনীয় ব্যাপার নহে, যদি এই পরাজয়কে ভাবী দিগ্বিজয়ের উপায়-স্বরূপে গ্রহণ করা যায়। মনুষ্য-জীবনের উপরে সুযোগ ও দুর্য্যোগ উভয়েরই উপযোগিতা আছে। পরাজয়ের গ্লানিকে প্রত্যাশাতীত বিজয়ের দ্বারা দূর করিয়া নিজের আহত অভিমানকে প্রতিশোধিত করিতে হইবে।

(১১৭)

যেখানে ত্যাগ নাই, বুঝিব, সেখানে সাধনও নাই। প্রকৃত সাধনশীল ব্যক্তির পক্ষে সৎকার্য্যে ত্যাগস্বীকার কোনও কঠিন কার্য্য নহে। প্রতি কার্য্যে গা-বাঁচাইয়া চলিবার অভ্যাস মানুষের সহজ বিকাশকে সঙ্কুচিত করে। ফলে বিরাট মানুষ ছোট হইয়া যায়, ছোট মানুষ পশু হইয়া যায়। কেহই তোমরা গা বাঁচাইতে চাহিবে না, কেবল লক্ষ্যই লাভ করিতে চাহিবে, এই দুরন্ত দুঃসাহস কেন তোমাদের আসিতেছে না?

(১১৮)

ব্যক্তিগত ভাবে নিজ কর্ত্তব্যটুকু পালন করিয়াই তোমরা নিশ্চিন্ত থাকিও না। কাহারও অভিমানে আঘাত না করিয়া চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রতিজনের কর্ত্তব্যবুদ্ধিকে জাগরিত করিবার জন্যও কিছু কিছু কাজ কর। সেবার বুদ্ধি নিয়া অগ্রসর হইলে তোমাদের এই চেষ্টা কেন সফল হইবে না?

(১১৯)

তোমরা তোমাদের অনুষ্ঠানগুলি পূর্ণ সাত্ত্বিক আবহাওয়ার মধ্যে সমাপন করিতে চেষ্টা করিও। বৃথা আড়ম্বর ও হট্টগোলে রাজসিক ও তামসিক প্রমোদ সৃষ্টি করিতে পার কিন্তু তাহাতে জীবের কুশল অতি অল্প হয়।

(১২০)

হতাশ হইলে তোমাদের চলিবে না। মনুষ্য-জীবন সংগ্রাম-মুখর।

সংগ্রামের ভিতর দিয়াই তোমাকে আগাইয়া যাইতে হইবে। দারিদ্র্যের সহিত যুদ্ধ না করিয়া কে কবে সম্পদের মুখ দেখিয়াছে? মনের সাহস হারাইও না। তোমার বর্ত্তমান দারিদ্র্য ও দুর্য্যোগকে সম্পদ ও সুযোগ রূপে ব্যবহারের পথ খুঁজিয়া লও।

(১২১)

সুখ-শান্তির জন্য জীব বৃথাই বাহিরে হাতড়াইয়া মরে। বাহিরের কোনও বস্তুর ক্ষমতা নাই যে, সুখ দেয় বা শান্তি দেয়। বাহিরের যে বস্তু একজনের সুখ বা শান্তির উপলক্ষ্য, সেই বস্তুই আবার আর একজনের অসুখ বা অশান্তির হেতুভূত হইয়া থাকে। সুখ বা শান্তি ত' তোমার মনের ব্যাপার। সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া ভগবানকে তোমার জীবনের কর্ত্তা হইতে দাও। দেখিবে, সুখের সাগর উথলিয়া উঠিবে।

(১২২)

নিষ্ঠা তোমার নিবিড় হউক, ভক্তি তোমার গভীর হউক, বিশ্বাস হউক অবিচলিত, উদ্যম হউক অফুরন্ত। তোমার চিন্তা, চেষ্টা, বাক্য ইহকাল পরকাল সর্ব্বকাল লইয়া অচিন্তনীয় আনন্দের ফোয়ারা সৃষ্টি করুক। যে সাধক, তাহার আলস্য কোথায়? যে সিদ্ধ, তাহার অভাব কোথায়? আশীর্ব্বাদ করি, তুমি সিদ্ধ-সাধক হও অর্থাৎ একাধারে সিদ্ধও হও, সাধকও হও। প্রেমের সাগরে ডুবিয়া ভাবে বুঁদ হইয়া থাক, অর্থাৎ জলের নীচে কেহ যেন তোমাকে খোঁজ করিয়া বাহির করিতে না পারে, আবার বাহু আস্ফালিত করিয়া সঙ্গে অদমিত ক্ষিপ্রতার সহিত সহস্র তরঙ্গমালার উর্দ্ধে সমগ্র দেহকে সন্তরণশীল রাখ। শুধু কর্ম্মী নহে, শুধু ভক্ত নহে, ভক্ত-কর্ম্মী বা কর্ম্মী-ভক্ত তোমার আদর্শ হউক।

(১২৩)

মনের ভিতরে দ্বন্দ্ব আসিলে মনকে নিজের কাছ হইতে পৃথক করিয়া দিবে। তুমি আর তোমার মন কি এক? মন তোমার চাইতে ছোট। তুমি বড়, তুমি মহৎ, তুমি নিয়ামক। মন তাহার হুড়াহুড়ি করিয়া ক্লান্ত হইলে তাহাকে কাণে ধরিয়া নিজ অভিলাষানুযায়ী কাজে প্রবৃত্ত করিবে। মনকে শাসনে রাখিবার ইহা একটা উত্তম কৌশল।

(১২৪)

অল্প উপকরণে আহার সুসমাপ্ত করিতে পারে তাহারা, যাহাদের খুব ক্ষুধা পাইয়াছে। অল্প সহায়-সম্বল নিয়া বড় কাজ সুসমাপ্ত করিতে পারে, তাহারা, যাহাদের কর্ম্মের উদ্দীপনা প্রবল, আগ্রহ একাগ্র, আকাঙ্ক্ষার উদগ্র।

(১২৫)

তোমার চতুর্দ্দিকে অনেক দেবতা আছেন। তুমি হয়ত তাঁহাদের চিনিতে পারিতেছ না। মনকে একটু সুস্থির করিয়া তাঁহাদের মুখপানে তাকাইলে অনেক সাধারণ গ্রাম্য-লোকের ভিতরে দেবতা, ঋষি এবং সিদ্ধগণের দর্শন পাইবে। মানুষমাত্রেরই স্বভাবের নিন্দা না করিয়া তাহার ভিতরের দেবতাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে চেষ্টা কর।

(১২৬)

মানুষ যখন অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করিয়া নিজের সুখ, সমৃদ্ধি, উন্নতি বর্দ্ধিত করিতে চেষ্টা করে, তখন সে সকলের আনন্দও বর্দ্ধন করে। কেহ যেন এই অভিযোগ করিবার অবকাশ না পায় যে, তুমি তাঁহার প্রিয় জনকে তাঁহার কাছ হইতে কাড়িয়া আনিয়া নিজের সুখ, পরিতৃপ্তি এবং বাসনা চরিতার্থ করিতে চাহিতেছ। এখনও মনুষ্য-জাতি অবনতির এমন গহ্বরে পতিত হয় নাই যে, অপরের অনিষ্ট না করিয়া নিজের ইষ্ট-সাধন করিতে পারে না।

(১২৭)

জনসাধারণের সেবক জনসাধারণেরই অকপট শুভেচ্ছা লইয়া যখন জনসাধারণকে ডাকে, তখন তাহার আবেদন কখনও ব্যর্থ যায় না। প্রত্যেক মানুষের ভিতরেই আর্ত্তত্রাণকারী, পরদুঃখে দুঃখী, পরের উন্নতিতে অভিলাষী একজন মহাপুরুষ বিরাজ করিতেছেন। এই বিশ্বাসে আমি অবিচল। তোমরাও আমার বিশ্বাসের সাথী হও।

(১২৮)

ছোটকে সম্মান দাও না বলিয়াই তোমরা নিজেরা বড় থাকিতে পারিতেছ না। ছোটরা তোমাদিগকে সম্মান দিয়াছে, পূজা করিয়াছে,

তাহারা ক্রমশঃ বড়ও হইতেছে। তোমরা করিয়াছ তাহাদের অবজ্ঞা, অবহেলা, ঘৃণা আর তার ফলে দিনের পর দিন কেবলই ছোট হইয়া যাইতেছ। যেখানে ছোট-বড়র বিভেদ নাই, সেখানেই বড়রা চিরকাল বড় থাকিতে পারে।

(১২৯)

মানুষ কেবলই মানুষ নহে। তাহার ভিতরে একটা পশুও বাস করে। তাহাকে গলায় দড়ি বাঁধিয়া খুটায় আটক করিতে পারিলে এবং একমাত্র প্রয়োজনের সময়ে ছাড়িয়া দিয়া আবার যথাকালে রজ্জুবদ্ধ করিবার ক্ষমতা আসিলে মানুষ প্রকৃত মানুষ হয়। কিন্তু মানুষ আর এক দৃষ্টিতেও কেবলই মানুষ নহে,তাহার ভিতরে পরম-দেবতা ঘুমন্ত অবস্থায় বাস করিতেছেন। ইহাও তাঁহার এক বিচিত্র মহিমা। তিনি সর্ব্বজীবে আছেন কিন্তু নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিতে বরাভয় লইয়া বিশ্বকে আশিস দিবার প্রয়োজনে মনুষ্যদেহকে এক অভাবনীয় কৌলীন্য দিয়াছেন, সেই দেবতার পানে তাকাইয়া নিজেকে মূল্য দাও, সেই দেবতার পানে তাকাইয়া অপর মানুষকে সম্মান কর।

(১৩০)

তোমরা তোমাদের সাত্ত্বিক মন লইয়া সাধন করিতে থাক। তাহারই বলে তোমাদের মধ্যে অসীম শক্তির সঞ্চার হইবে। সেই শক্তি বিশ্বমানবের সকল দুঃখ ঘুচাইবে। সেই শক্তি নিখিল ভুবনে শান্তির সলিল সিঞ্চন করিবে, প্রেমের মলয় বহাইবে। বিশ্বাস রাখিয়া সাধন কর, সাধন করিয়া বিশ্বাস অর্জ্জন কর।

(১৩১)

একটী দিন একটুখানি কাজ করিলেই আমি খুশী হইব না। প্রত্যহ প্রচুর পরিমাণে কাজ কর। একটী দিন একটি ক্ষণকেও বৃথা যাইতে দিও না।

(১৩২)

মহৎ কার্য্যে আত্মনিয়োগের সদ্দৃষ্টান্ত দেখিয়া যাহারা নিজেরা সেই কার্য্যে বা অনুরূপ সৎকার্য্যে আগাইয়া আসিতে আগ্রহ বোধ করে না, তাহাদিগকে জীবন্ত মানুষ না বলিয়া প্রস্তর বা জড়পিণ্ড বলিলে ক্ষতি হয়

না। এই জড়তার অপবাদ হইতে নিজেদের মুক্ত করিবার জন্য তোমাদের প্রত্যেকের অবিলম্বে গাত্রোত্থান করা কর্ত্তব্য।

(১৩৩)

সমিতি গঠনই শেষ কথা নহে, এই মণ্ডলী যাহাতে তাহার সুনির্দ্ধারিত লক্ষ্যের দিকে অবিচলিত বিক্রমে কেবলই অগ্রসর হইতে থাকে, তাহার চেষ্টাও করিতে হইবে। বাক্যে, কার্য্যে, চিন্তায় প্রত্যেকটী সভ্যকে সমিতির উদ্দেশ্যের প্রকৃত মহনীয়তায় বিশ্বাসী হইতে হইবে, বিশ্বাসকে প্রমাণিত করিতে হইবে, কাজ করিতে হইবে। কেবল মৌখিক আলোচনা ও পরিকল্পনার চিন্তার দ্বারা কোনও কার্য্য সুসিদ্ধ হইবে না। কাজের লোকেরা মুখের কথা কমাইয়া দেয় এবং প্রাণ ভরিয়া কাজ করে। প্রত্যেকের অন্তরে এই বিশ্বাস জাগরিত করিয়া দাও যে, সত্যই তাহাদের সকলের সর্ব্বকর্ম্মের সম্মিলিত সুফল একত্র মিলিত হইয়া অভাবনীয় অবিস্মরণীয় একটী অঘটন ঘটাইতে যাইতেছে। বিশ্বাসের শক্তিই শক্তি, মুখের দাপটের শক্তি কিছুই নহে। প্রতিশ্রুতি-দাতাদের উপরে নির্ভর করিও না, কর্ম্মীদিগের বাহুবলের উপরে নির্ভর করিও। তোমাদের প্রত্যেককে উভয় বাহু দিয়া মহাবিক্রমে কাজ করিতে হইবে বলিয়াই জগন্নাথের হাত নাই। তোমাদের হাতে তাঁহার কাজ হইবে।

(১৩৪)

অতীত কখনও চিরকালের জন্য অতীত হইয়া যায় না। সে অতি সূক্ষ্মরূপে ভবিষ্যতের মধ্যে নিজেকে লুকাইয়া রাখিয়া দেয় এবং অতীতই ভবিষ্যতের মূর্ত্তি ধরিয়া বারংবার দেখা দেয়। এই পরম সত্যের উপরে নির্ভর করিয়া কাল-প্রবাহ চলিতেছে বলিয়াই মানুষ চিরকাল মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করিয়াছে, মৃত্যুঞ্জয় হইয়াছে।

(১৩৫)

যে যেরূপ সেবা দিবার যোগ্য, সে ততটুকু দিবে, ইহার অধিক দিতে পারে না। অধিক দিতে হইলে যোগ্যতা সঞ্চয় করিতে হয়। কিন্তু সর্ব্ববিষয়ে যোগ্য লোক পৃথিবীতে কোথায় পাওয়া যাইবে? নিজেকে যাহারা সর্ব্ববিষয়ে যোগ্য বলিয়া জ্ঞান করে বা সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্য বলিয়া

মনে করে, তাহারা ভ্রান্ত। নিজেকে অপূর্ণ জানিয়াও যে সাত্ত্বিক মনে সমাজকে সেবা দিতে আসে, অপরের নিন্দাবিদ্রূপ তাহাকে ক্ষুব্ধ করে না। মিথ্যা অপবাদ তাহাকে আত্মশোধনেই ব্রতী করে, নিজের ভুল-ত্রুটির সমালোচনা শুনিয়া সে নিজেকে আরো বেশী করিয়া সুন্দর করিয়া গড়িতে চেষ্টা করে। সেবকের অন্তরে নিরভিমান বিনয় এক আশ্চর্য্য সুষমা।

(১৩৬)

প্রত্যেককে কাজে নামাইয়া আমি তোমাদের মধ্যে আসিতে চাহিতেছি। নেতৃত্ব নাই, কর্ত্তৃত্ব নাই, মান-অভিমানের যাচাই-পরখ-বিচার-বির্তক নাই, —আছে শুধু সেবকের বিনম্র অনুরাগ, —তাহারই মধ্য দিয়া ঘটিবে আমার আগমন। ছোটরা যে বড়র কাজ করিতে পারে, ইহা সত্য। কারণ, সেবক হইয়া ছোটরা বড় হয়।

(১৩৭)

ক্ষুদ্রেরা যে বৃহৎ কাজ করিতে পারে, এই মহৎ সত্যকে তোমরা বিশ্বাস কর। সেই বিশ্বাস অনুযায়ী কার্য্য করিয়া তোমরা এই মহৎ সত্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর। অন্তরে যাহার ভালবাসা আছে, সে কত ক্ষুদ্র, সেই চিন্তা করিও না। তাহার হাতে কোন্ কাজটা তুলিয়া ধরিবে, সেই চিন্তা শুধু কর। একটী হাতও যেন খালি না থাকে। স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ সকলের হাতে কাজ দাও। একা একা কাজ করিলে চলিবে না, সকলে মিলিয়া সকলকে লইয়া কাজে লাগ।

(১৩৮)

নিঃশব্দ নীরব কর্ম্ম দ্বারা যে অভাবনীয় মহাযজ্ঞ সম্পাদিত হইতে পারে, তাহার প্রমাণ তোমরা দেখাইবে। এই প্রত্যাশায় আমি দিন গণিতেছি। অতীত কর্ম্মের ত্রুটিগুলিকে বর্ত্তমান কর্ম্মানুশীলন হইতে দূর করিয়া দিয়া তোমরা অধিকতর সুষ্ঠুতার সহিত কার্য্য সমাপনে যত্নবান্ হও। ক্ষুদ্রদেরও সম্মান দাও। দরিদ্রদিগকেও দূরে থাকিতে দিও না। তোমাদের এক জনের আচরণেও যেন এই ভাব কাহারও মনে না জাগিতে পারে যে, দরিদ্র বলিয়া, দুর্ব্বল বলিয়া, অশিক্ষিত বলিয়া সেবক হিসাবে তাহার মূল্য কম। তাহাকে অন্তরের স্নেহ, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস দিয়া মূল্য দিবে,

সে আপনিই মূল্যবান্ হইয়া উঠিবে। তোমরা সাধারণ কর্ম্মীদিগকে অসাধারণ কর্ম্ম করিবার সুযোগ দিও। কেহ যেন অনাদৃত, অনাহূত, অবাঞ্ছিত না থাকে। প্রেমের বলে যাহা হয়, রক্তচক্ষুর উদ্ধত শাসনে তাহা হয় না। প্রেমের বলে তোমরা প্রত্যেকটী ব্যক্তিকে কাজের কাজী হইতে বাধ্য কর। কেবল আদেশ, কেবল কর্ত্তৃত্ব, কেবল আত্মকেন্দ্রিক ঔদ্ধত্য এবং সকলকে অগ্রাহ্যকারী রুদ্র মনোভাব দিয়া কেহ কাহারও সহযোগ আদায় করিতে পারে না। আমি গরিব-কাঙ্গালের ঠাকুর, অনাথ-পতিতের ঠাকুর, দীন-দুঃখীর ঠাকুর, —আমার কাজ এই গরীব-কাঙ্গাল, অনাথ-পতিত, দীন-দুঃখীদের ভুজবিক্রমেই হইবে। ইহাদের তোমরা ঘৃণা করিও না।

(১৩৯)

একই কাজ বহুদিন ধরিয়া করিতে থাকিলে সেই কাজের ব্যাপকতা এবং গভীরতা কল্পনাতীত ভাবে বৃদ্ধি পায়। ধ্যান জপ-তপস্যা সম্পর্কে এই কথা যেমন সত্য, সাধারণ সাংসারিক ব্যাপারেও তাহাই। তোমরা এক পবিত্র সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছ। ইহাকে ধারাবাহিক-প্রযত্নে কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

(১৪০)

হা-হুতাশ করিবার স্বভাব ঈশ্বরে বিশ্বাসের অভাব সূচনা করে। ঈশ্বরে বিশ্বাস কর, সাধারণ মানুষের ভিতরেও পরমেশ্বর সদ্বুদ্ধিরূপে বিরাজ করিতেছেন, ইহা বিশ্বাস কর এবং সত্য, সততা, সরলতা সহকারে প্রত্যেক মানুষের সহিত ব্যবহার কর। নিজে সম্মান পাইবার চেষ্টা না করিয়া অপরকে সম্মান দাও। নিজে প্রধান হইবার চেষ্টা না করিয়া অপরকে প্রাধান্য দাও। এই ভাবে তুমি সকলের হৃদয় জয় করিবে, নিষ্কাম জনসেবার মধ্য দিয়া বিমল আত্মপ্রসাদ অর্জ্জন করিবে।

(১৪১)

নিজেকে মহৎ বলিয়া অভিমান না করিয়া সাধারণের সামান্য সেবক বলিয়া জ্ঞান কর। দেখিও, এই একটী মাত্র ভাবের বলেই বিশ্ববিজয়ের ক্ষমতা তোমার আসিবে। যে সকলের সেবক, তাহার চেয়ে বড় জগতে

কে আছে ? যাহাদের সেবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছ, মনে রাখিও, তাহাদিগকে ভালও বাসিতে হইবে। ভাল না বাসিলে কেহ সেবা করিতে পারে না। তুমি সেবক হও। অন্যের ভুলত্রুটির বিচার না করিয়া অনুক্ষণ নিজের ভুলত্রুটির সংশোধনে ব্রতী থাক।

(১৪২)

আমি ত' ঈশ্বরে বিশ্বাস করি। এই জন্যই কোনও বিঘ্নবিপত্তির চিরস্থায়িত্ব আমার বিশ্বাস নাই। ঈশ্বরে বিশ্বাস আর দুঃখে বিশ্বাস এক সঙ্গে বাস করিতে পারে না।

(১৪৩)

সঞ্চয় ভাল কিন্তু কৃপণতা ভাল নহে। সৎকার্য্যে অরুচি হইতে কৃপণতা আসে। সৎকার্য্যে ত্যাগস্বীকার করিয়াও মানুষ সঞ্চয়ী হইতে পারে। সঞ্চয় দেবতার অযোগ্য নহে, কৃপণতা দেবতায় শোভা পায় না। তোমাদের মধ্যে একটী দেবতা আছেন, তাহার দিকে দুই একবার তাকাইও। সংসার সংসার করিয়া হা-হুতাশ জীবন ভরিয়াই ত' করিতে পারিবে, সৎকার্য্যে ত্যাগ-স্বীকারের অবসর সর্ব্বদা আসে না।

(১৪৪)

যাঁহাদের মধ্যে দলাদলি নাই, পরনিন্দা পরচর্চ্চা নাই ক্ষুদ্র কর্ত্তব্যে অবহেলা নাই, তাঁহারাই জগতে সহজে বৃহৎ ও মহৎ কাজসমূহ সম্পাদন করিতে সমর্থ হন।

(১৪৫)

ভগবৎ-প্রসঙ্গে যাহার মন উৎফুল্ল হয়, সে ত' দেবতা ! পাপ-প্রসঙ্গে যাহাদের মন উৎফুল্ল হয়, তাহারা নরকের জীব। কিন্তু নরকবাসীদেরও উদ্ধারের পথ আছে। ভগবদ্‌বিমুখ সকল যুবকদিগকে ভগবানের দিকে টানিয়া আন। দল বাড়াইবার জন্য নহে, জগৎকে মঙ্গলে, শান্তিতে, তৃপ্তিতে পূর্ণ করিবার জন্যই ইহা প্রয়োজন।

(১৪৬)

যিনি আজ বাধা দিতেছেন তিনি কাল সহযোগ করিতে পারেন।

এই সম্ভাবনার কথা কখনও ভুলিও না। যাঁহারা গোড়ায় বাধা দিয়া পরে সমর্থন করেন, দেখা গিয়াছে, তাঁহাদের সমর্থনে সমগ্র মনঃপ্রাণ থাকে। সুতরাং কেহ বাধা দিতেছেন বলিয়া যেন তাঁহাকে অবজ্ঞা না করা হয় বা তাঁহার প্রতি বিদ্বেষ না আসে।

(১৪৭)

তোমার বিরুদ্ধে অপবাদ উঠিয়াছে। তোমারই কোনও কার্য্যের ত্রুটিতে এই অপবাদ রটিয়া থাকিবে। সকল সময়েই অপবাদ কেবল মানুষের কুচক্রে সৃষ্টি হয় না। তোমার কোথায় দোষ আছে, তাহা খোঁজ কর এবং সেই দোষ সংশোধন কর। তোমাদের বিরুদ্ধে অপবাদের ইহা শুভফল হউক।

(১৪৮)

স্নেহটাই নিত্যসত্য, নামগোত্র নহে। পৃথিবীর কোনও পরিচয় যাহার সহিত নাই, তাহাকে ভালবাসিবার বিদ্যা আমি শিখিতে ও শিখাইতে চাহি। পরিচিতকে ত' সবাই ভালবাসে, অপরিচিতকে কে বাসে ? সকল অচিনের ভিতরে আমি একটী পরম চেনা লোককে দেখিতে পাইতেছি। জনসাধারণ তাঁহাকে নাম দিয়াছে, -"ঈশ্বর", তিনি বন্ধু হইয়া আমাকে চাষের বিদ্যা, বাসের বিদ্যা, আবাদের বিদ্যা শিখাইয়াছেন। সকল মানুষের ভিতরে তাঁহাকে পাইয়াছি বলিয়াই একটা নির্দ্দিষ্ট মানুষের দুয়ারে আমার আনুগত্য ও ভক্তিপ্রেমকে বন্ধক দিতে পারি নাই। সেই মানুষকে, সেই মনের মানুষ, প্রাণের মানুষকে তোমরা সর্ব্বভূতে দর্শন কর।

(১৪৯)

Believe none to be unworthy, believe none to be dispensable. Make use of all the materials within your reach. Jealousy, envy and malice are the superb qualities of the meanest minds. Never compromise yourself with them.

(১৫০)

মানুষের জীবনে দুঃখ-দুর্গতির মূল্য এক হিসাবে অসীম। কারণ, ইহারাই মানুষকে বড় হইবার যোগ্যতা বিলায়। চিরসুখী নরনারীর মধ্যে

মহামানবের আবির্ভাব অতি অল্প হয়। মানুষের জীবনের দুঃখ-দুর্গতির মূল্য আর এক হিসাবে নিতান্তই অল্প। কারণ, অকিঞ্চিৎকর ব্যাপারের ন্যায় দুঃখ- দুর্গতিকে সমূলে নির্ম্মূল করিয়া দিবার যোগ্য ক্ষমতা মানুষের হাতেই রহিয়াছে। ভগবান্ তোমাকে শক্তি, সাধ্য, বল, বুদ্ধি সবই দিয়াছেন। ইহাদের সদ্ব্যবহার করিলে জীবনের অধিকাংশ দুঃখই তুমি নাশ করিতে পার।

(১৫১)

নীচমনা ব্যক্তির দ্বারা মহৎ কর্ত্তব্য উদ্‌যাপিত হয় না। মহৎ কর্ত্তব্য মহান্ কর্ম্মীকে চাহে। তোমরা আলস্য, আত্মাভিমান, দুর্ব্বলতা, অবিশ্বাস ও পরনিন্দা পরিত্যাগ করিয়া মহান্ হও। ঈর্ষ্যা, বিদ্বেষ, ক্ষুদ্র স্বার্থে দৃষ্টি ও মিথ্যাচার তোমরা পরিহার কর।

(১৫২)

বিপদে বিহ্বল হইও না। বিপদ-জাল ছিন্ন করিয়া তুমি নিশ্চিত নিরাপদ হইবে, এই বিশ্বাস হারাইও না। ডুবিতে ডুবিতেও নৌকা ভাসিয়া উঠিবে, -এই বিশ্বাসে বুক বাঁধ। বিশ্বাসীর মতন বলবান্ জগতে কেহ নাই। যাহারা তোমার বিশ্বাসকে দুর্ব্বল করিয়া দিতেছে, তাহারাই তোমার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতির কারণ। সহস্র বিপদের মধ্যেও মাথা চাড়া দিয়া দাঁড়াও,-ভয় পাইও না।

(১৫৩)

আর্থিক অস্বাচ্ছল্য, পারিবারিক অশান্তি এবং সাংসারিক অনিশ্চয়তা যে অনেক সময়ে ইন্দ্রিয়নিচয়কে সংযম-পথ হইতে বিভ্রষ্ট করিয়া হিতাহিত-বিবেচনাশূন্য অহিতকর পথে পরিচালিত হইতে বাধ্য করে, ইহা সত্য। কিন্তু সহস্র প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়াও মনের নিষ্ঠা ও চিত্তের সাম্য অবিচলিত রাখিবার যোগ্যতার মধ্যেই ত' মনুষ্যত্বের পরিচয়। তুমি তোমার সেই সত্য ও শাশ্বত পরিচয়টী সকলের চোখের সম্মুখে তুলিয়া ধরিবার যোগ্য হও।

(১৫৪)

সকল শোক, দুঃখ ভুলিয়া যাও। নিজের স্বার্থ পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাও। তোমার জীবন এখন হইতে একমাত্র জগৎ-কল্যাণেরই জন্য, এই সত্যে

সুপ্রতিষ্ঠিত হও। সংসারের জন্য চিন্তা জীবন ভরিয়াই করিয়াছ। এখন চিন্তা শুরু কর সমগ্র জগতের কুশলের জন্য। প্রত্যহ প্রতিক্ষণ কেবল সঙ্কল্প কর, তোমার জীবন জগতের জন্য, তোমার সাধন জগতের জন্য, তোমার ভজন, পূজন, আরাধনা সব কিছু জগতের জন্য। জগতের সেবার অনুধ্যান প্রতিনিয়ত করিতে করিতে জগন্ময় হইয়া যাও।

(১৫৫)

তোমরা মানুষ, আমিও মানুষ। মানুষের প্রতি মানুষের কি কর্ত্তব্য, তাহা ভুলিলে তোমাদেরও চলিবে না, আমারও চলিবে না। আমি তোমাদের গুরু হইয়াছি বলিয়া তোমাদের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিবার অধিকার পাইয়াছি, তাহা নহে। গুরু হইয়া তোমাদের সর্ব্বাঙ্গীণ সেবার অধিকার আমি অর্জ্জন করিয়াছি। অনেক লোকেই জানে না যে, অধিকার কথাটার নিগূঢ় অর্থ হইতেছে দায়িত্ব। আমি দায়িত্ব লইয়াছি। দায়িত্ব পালনের চেষ্টাও করিতেছি। তোমাদের কোনও আচরণে আমার কর্ত্তব্য-পালনের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি হওয়া সঙ্গত নহে।

(১৫৬)

ভক্তির দান ক্ষুদ্র হইলেও মহৎ। ভক্তির সেবা স্বল্প হইলেও সার্থক। অভক্তি-প্রণোদিত বৃহৎ সাহায্যও দুঃখদ, দুঃসহ ও মিথ্যা।

(১৫৭)

একজনকে ভালবাসিয়াছ। ভালবাসিয়া অন্তরের জ্বালায় জ্বলিয়া মরিতেছ। দু'দিন গেলেই দেখিবে, এই ভালবাসা জলের বুদ্বুদ, স্থায়ী নহে। যে ভালবাসা স্থায়ী তাহা তাপের জনক হয় না। তোমরা ভালবাসার চরম পরিণতির ভার ভগবানের হাতে সঁপিয়া দিয়া মন হইতে সকল উদ্বেগ দূর কর। যে ভার দেয়, তাহার দুঃখ ভগবান্ হরণ করেন।

(১৫৮)

ঈশ্বরে আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়া তোমরা নবজন্ম পাইয়াছ। এই জন্ম নিখিল বিশ্বের কুশলের জন্য। ইহার তোমরা সদ্ব্যবহার কর। সকল দুঃখ, অশান্তি, দুর্ব্বলতা ও স্বার্থপরতা বিস্মৃত হইয়া নিজেদিগকে মনে প্রাণে ভগবানের রাজ্যের সকল অধিবাসীর কুশলের জন্য নিয়োজিত

কর। ভগবানে ভালবাসার মধ্য দিয়া তাঁহার কোটি কোটি সন্তানের প্রতি অন্তরের অকৈতব, অনাবিল, অকলঙ্ক ভালবাসা ঢালিতে থাক। বিশ্বের সকলের জন্য তোমরা। মাত্র একটি বিশ্বেরই নহে, সহস্র সহস্র গ্রহনক্ষত্র চন্দ্রসূর্য্য পৃথিবী লইয়া এই যে বিরাট বিশ্ব, তারই মত আরও কোটি কোটি বিশ্ব রহিয়াছে, সকলের জন্যই তোমরা।

(১৫৯)

ঘরে ঘরে তোমাদিগকে যাইতে হইবে, কাণে কাণে প্রাণে প্রাণে শ্রীভগবানের মহিমা -কীর্ত্তন করিতে হইবে, প্রতিটি প্রাণীকে ভগবৎ-সাধনার মধ্য দিয়া জীবকল্যাণের যোগ্য হইবার জন্য অফুরন্ত প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে, অনন্ত অভয় ও অফুরন্ত আশ্বাস বিতরণ করিয়া সকলকে নবজীবনের মধুময় মঙ্গল-পথে টানিয়া আনিতে হইবে।

(১৬০)

তুমিই সেই যোগ্য পাত্র, যাহাকে আমি এতকাল ধরিয়া খুঁজিতেছি কিন্তু পাই নাই। নিজেকে তুমি নীচ-জাতীয় বলিয়া অন্য জাতিদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট বা হেয় জ্ঞান করিয়া সসঙ্কোচে জগতের বৃহত্তম কাজ ও মহত্তম সেবা হইতে দূরে রাখিয়াছ। কিন্তু সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে যে যত হীন, নীচ বা জঘন্য, আমার দৃষ্টিতে সে তত মহৎ, তত বড়। আমি তোমার মধ্যে একটা বিরাট জাতির জাগরণের সম্ভাবনা দেখিতে পাইতেছি। তুমি তোমার স্বজাতিবর্গকে গিয়া আমার অভয়বাণী শুনাও যে, সকল অবজ্ঞাত জাতির সমাদরের দিন আসিয়াছে। আমি তোমাদিগকে বুকে ধরিয়া আদর করিব, আমি তোমাদিগকে অভয় মন্ত্র দিয়া মরণজয়ের কৌশল শিখাইব, আমি তোমাদের শূদ্রত্ব, তোমাদের পাতিত্য, তোমাদের হীনতা দূর করিয়া দিয়া তোমাদের প্রত্যেককে দেবতার জ্যোতির্ম্ময় বিগ্রহে পরিণত করিব। ঘরে ঘরে গিয়া এই বাণী শুনাও। প্রতিজনকে এই আশ্বাসে বিশ্বাস করিতে শিখাও।

(১৬১)

চিরাভ্যস্ত স্থান পরিত্যাগে কতকগুলি অজানিত আগন্তুক অসুবিধা আসিয়া থাকে। কিন্তু নিজের আশা, আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ প্রচারের জন্য

একটা নূতন ক্ষেত্রও যে পাওয়া যায় হে ! মন্দই যদি আসিয়া থাকে, ভালও তাহার সঙ্গে কিছু আসিয়াছে। সেই ভালটুকুকে পূর্ণরূপে গ্রহণ করিবার চেষ্টা কর।

(১৬২)

গরীব, দুর্ব্বল, প্রভাবহীন লোকদের দ্বারাই আমার রথের দড়ি ধরাও। ধন, সবল, প্রতাপবান্ লোকদের সহযোগিতা নিয়া ত' কত জনের রথই চলিতেছে। একবার চেষ্টা করিয়া দেখা যাউক না, অনাদৃতকে সমাদর দেওয়ার ফলে আমাদের রথ আগাইয়া চলে, না পিছাইয়া থাকে।

(১৬৩)

মানুষের মধ্যে সদ্ভাব-প্রচারের অধিকার প্রত্যেকের আছে। তোমরা সেই অধিকারের সদ্ব্যবহার কর।

(১৬৪)

একবার যে সাফল্যের আস্বাদন পাইয়াছ, স্বভাবতই তাহার দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় একাগ্রতা ও আন্তরিকতা বাড়ে। প্রথম প্রয়াসকে ব্যর্থতার বিভীষিকা হইতে মুক্ত রাখা এই জন্যই প্রয়োজন।

(১৬৫)

অতীতের শিক্ষাকে কাজে লাগাইবার জন্য অতীতের স্মৃতি যদি মনে জাগরূক থাকে, তবে তাহা নিশ্চিতই কল্যাণকর। অতীতের অপ্রীতিকর আলোচনা একেবারে পরিহার করিয়া দিয়া যাহারা পরিস্থিতিকে সরল, সুন্দর ও তিক্ততাবিমুক্ত করিবার চেষ্টা করে, তাহারা সমাজের সম্পদ। সম্মুখেই ত' তোমাদের যত প্রধান প্রধান কাজ, অতীত নিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। সকলের প্রতি সকলে ক্ষমাশীল হও, সকলের ভুল সকলে ভুলিয়া যাও, অতীতের অপ্রীতিকর অসুন্দর বিষয়গুলি হইতে মন ও মুখকে একেবারে তুলিয়া আন। প্রতি জনে প্রতিজনকে বিশ্বাস কর, ভালবাস এবং প্রীতিসহকারে একে অন্যের সহিত মিলিয়া সমাজের কুশল কর্ম্মে ঝাঁপাইয়া পড়।

(১৬৬)

আগের কাজ যে ভাল করিয়া করে, পরের কাজে তাহার শ্রম কম

হয় অথবা অধিক শ্রমে পরমাধিক সুফল লাভ হয়।

(১৬৭)

জনতার উচ্ছ্বাস আর বিনতের উল্লাস এক কথা নহে। তোমাদের আদর্শের প্রতি অনুগত মন লইয়া ভক্তিনতকন্ধরে যাঁহারা পরমদেবতার পূজাকে জীবনের পরম ব্রতরূপে গ্রহণ করিবার আগ্রহ লইয়া আসিবেন, তাঁহাদের মধ্যেই আত্মপ্রকাশ করিবে বিনতের উল্লাস। এই উল্লাস বিনয় হইতে আসে, কৌতূহল হইতে নহে, গর্ব্ব, দর্প, দম্ভ হইতে নহে, জনতার ভিড় দেখিয়া সাময়িক মানসিক তরঙ্গভঙ্গে তটাভিঘাতে নহে।

(১৬৮)

এক দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে, চেষ্টার অসাধ্য কর্ম্ম নাই। জগতের যত দুঃসাহসিক কঠিন কাজ প্রায় সবই মানুষ দুর্দ্দমনীয় চেষ্টার দ্বারা সাধন করিয়াছে। আর এক দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে, সৎকার্য্যে ভগবান্ নিয়ত সহায়। সদুদ্দেশ্য লইয়া কাজ করিবে, ভগবান্ কি তোমাকে একা ছাড়িয়া দিতে পারেন? তিনি নিশ্চিত সহকর্ম্মী যোগাইয়া দিবেন।

(১৬৯)

প্রকৃত কাজের কাজীর নিকট সময়ের যাহা মূল্য, এমন আর কিছুর নহে। সময় পার করিয়া কাজ করিলে শ্রম অনেক সময়ে বৃথা হয়।

(১৭০)

সদ্ব্যয়কে যাহারা অপব্যয় বলিয়া মনে করে, তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া অপব্যয়কে সদ্ব্যয় জ্ঞান করিতে হয়।

(১৭১)

আমাদের দৃষ্টিতে সকল মানুষ সমান। কেহ কোনও নির্দ্দিষ্ট দলের, নির্দ্দিষ্ট জাতির, নির্দ্দিষ্ট দেশের বা কোনও নির্দ্দিষ্ট মতবাদের জন্য আমাদের দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট নহে। সে তাহার মনুষ্যত্ব দিয়াই আমাদের চোখে আদরণীয় বা অবজ্ঞেয়।

(১৭২)

সকলেই আমাদের বন্ধু, কেহই আমাদের শত্রু নহে। এই বোধ

নিয়া আমাদের চলিতে হইবে। কায়মনোবাক্যে আমরা যেন জগতের প্রতিটি জীবের প্রতি পরিপূর্ণ বন্ধুভাব লইয়া চলিতে পারি, ইহাই আমাদের কাম্য হউক।

(১৭৩)

দিগ্বিজয়ীর আত্মবিশ্বাস লইয়া, নিষ্কাম কর্ম্মীর অনাসক্ত মন লইয়া, যথার্থ জনসেবকের সুবিনীত তথা সংবেদনশীল চিত্ত লইয়া তোমরা জনে জনে কাজে লাগ। একজনের কাজের অসম্পূর্ণতাকে অপর শতজনে সম্পূর্ণ করিবার জন্য লাগিয়া যাও। কোনও কর্ম্মীকেই হেয় জ্ঞান করিও না। ছোট, বড়, উচ্চ, নীচ, ধনী, দীন, প্রতিপত্তিশালী ও প্রতিপত্তিহীন প্রত্যেকটী কর্ম্মীকে কাজে নামাও। একজনকেও বসিয়া থাকিতে দিও না।

(১৭৪)

জগতের একটী অধিবাসীকেও তোমরা অধম পতিত থাকিতে দিও না। জগদুদ্ধার যদি আমার ব্রত হইয়া থাকে, তবে তাহা তোমাদেরও ব্রত জানিও। জীর্ণ, মলিন, পচা, গলা, পূতিগন্ধময় অতীত সংস্কার-সমূহকে বিসর্জ্জন দিয়া সাহসের সহিত তোমাদিগকে এই কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইবে; কুলীকে কুলীন করা, নীচকে উচ্চ করা, দুর্ব্বলকে সবল করা, অবিশ্বাসীকে বিশ্বাসী করা তোমাদের জীবনের সাধনা হউক।

(১৭৫)

আকাশের ঘনঘটা দেখিয়া মনে ভয় আসা স্বাভাবিক। কিন্তু ঈশ্বর-বিশ্বাসীর মনে সেই ভয় অতি অল্প কালের জন্যই বাস করিতে পারে। ভয়, অন্ধকার ; বিশ্বাস, উজ্জ্বল আলোক। আলো আসিলে আঁধার পালায়। বিশ্বাস আসিলে ভয় পালায়। তোমরা ঈশ্বরে বিশ্বাসী হও। সত্যবাদী হও, জিতেন্দ্রিয় হও, দাতা, ত্যাগী, অনাসক্ত হও, —এই সকল উপদেশ আলাদা করিয়া দিবার কোনও প্রয়োজন দেখি না। ঈশ্বরে বিশ্বাস আসিলে সত্যপ্রতিষ্ঠা, ত্যাগ, সংযম প্রভৃতি আপনা আপনি আসে। ঈশ্বরে বিশ্বাসই নিরুদ্বেগ হইবার একমাত্র উপায়। তোমরা বিশ্বাসবান্ হও এবং নিশ্চিন্ত হও।

(১৭৬)

যে কাজই কর, সাত্ত্বিক মনোভাব লইয়া করিও। অত্যন্ত উৎকৃষ্ট

ন্তরের সৎকাজও রাজসিক মনোভাব লইয়া করিলে আসল কাজ পণ্ড হইয়া যায় এবং উপলক্ষ্যটাই প্রধান হইয়া দাঁড়ায়। আড়ম্বর মানুষকে লক্ষ্য ভুলাইয়া বিপথে টানিয়া নেয়। ফলে দেবপূজার ফুল বিলাসীর শয্যা সজ্জিত করে দেবভোগের দুগ্ধ নর্দ্দমার নোংরা জলের সহিত মিশিয়া যায়।

(১৭৭)

সকল দুশ্চিন্তা ভগবানের চরণে অর্পণ করিয়া একাগ্র মনে কেবলই ভগবানের নাম করিয়া যাও। সুখ, দুঃখ, সম্পদ, বিপদ সবই ত' তাঁহার দেওয়া। এই পরম সত্যকে উপলব্ধিতে আনিয়া সকল সন্তাপ ভোল। অমৃত আস্বাদনের ইহাই পথ।

(১৭৮)

বুদ্ধ, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ যে উন্নত অবস্থা লাভ করিয়াছেন, সাধন করিলে তুমিও যে তাহা লাভ করিতে পার, এই বিশ্বাস নিয়ত রাখিও। ঈশ্বরকল্প পুরুষদিগকে আদর্শ জ্ঞান করিয়া তাঁহাদের তুল্যকক্ষ হইবার চেষ্টা কর। ইহাই মনুষ্যত্বের জীবন্ত প্রমাণ হইবে।

(১৭৯)

একটা সঙ্ঘ কখনও সামান্য ত্যাগে বড় হয় না। একজনের ত্যাগেও নহে। শতজনের শতবিধ ত্যাগ একত্র মিলিত হইয়া ধারাবাহিক ভাবে চলিতে থাকিলে তবে একটা সঙ্ঘ সত্য সত্য গড়িয়া উঠে ও বাড়িতে থাকে।

(১৮০)

কখনও ভুলিও না যে, সংগঠন-কার্য্যে আত্মনিয়োগ তোমাদের চিত্তশোধনের জন্য। বাহিরের হুজগকে ভিতরের সুযোগে পরিণত করা চাই। এই লক্ষ্য সম্মুখে থাকিলে কর্ত্তৃত্বস্পৃহা, অহমিকা ও অপরের সম্মানের উপরে আক্রমণ প্রভৃতি আপনিই পলাইয়া যায়। চিত্তশোধন তোমাদের লক্ষ্য, হুজুগের ভিতরেও তাহারই একান্ত অন্বেষণ তোমাদের ব্রত, —ইহা ভুলিও না। যে-কোন কাজেই একটু বাহ্যাড়ম্বর আসিয়া যায়ই, কিন্তু তাহা যেন তোমার অন্তরের আকাশকে মেঘাচ্ছন্ন করিতে না পারে। সংগঠন

মানে তোমার কর্তৃত্বের সম্প্রসারণ নহে, সংগঠন হইতেছে তোমার চিরারাধ্যের মোহন-বংশী- নিনাদ জনে জনে প্রাণে প্রাণে প্রতিষ্ঠিত করা। নিরভিমান আত্ম-বিলোপের মধ্য দিয়াই তাহা সম্ভব হয়।

(১৮১)

যতটুকু করিয়াছ, তাহার জন্য গৌরব বোধ না করিয়া, কতটুকু কর নাই বা করিতে পার নাই, তাহা ভাবিয়া বরং লজ্জিত হও। এই লজ্জা কুশল আনয়ন করিবে। সকল লজ্জাই নিন্দনীয় নহে।

(১৮২)

দশজন মিলিয়া অনুষ্ঠান করিয়া যদি পরস্পরের মধ্যে ঐক্য-বৃদ্ধি না করিতে পার, তাহা হইলে তৎসম্পর্কিত সকল ব্যয়, শ্রম এবং পরমায়ু বৃথা হইয়া যায়। বিনা ব্যয়ে, বিনা শ্রমে এবং পরমায়ুর অংশ-বিশেষকে ক্ষয়িত না করিয়া কেহ কোনও অনুষ্ঠান করিতে পারে না। তোমাদের সকল শ্রম, অর্থ ও পরমায়ু সকলের মধ্যে প্রগাঢ়তর প্রীতি-সৃষ্টির মধ্য দিয়া সার্থক হউক।

(১৮৩)

কর্তৃত্বাভিলাষ কখনও কাহারও মতিচ্ছন্নতা ঘটাইলে প্রীতির স্পর্শ দিয়া তাহাকে বিনীত করিতে চেষ্টা করিও। নিজ নিজ ক্ষুদ্র সংসারে উপার্জ্জনের মালিক হইয়াও তোমরা পরিবারস্থ দুই চারিটী লোককে বশ্যতাপন্ন করিয়া চালাইতে পার না, তাহারা পদে পদে বিদ্রোহ করে। এমতাবস্থায় দশজনের শ্রমে ও অর্থে পরিচালিত সঙ্ঘের মধ্যে একজন কেহ স্বেচ্ছাচারী সম্রাট হইতে চেষ্টা করিলে তাহা ত' কেহই বরদাস্ত করিবে না। প্রকাশ্যে বা গোপনে বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়া কেহ না কেহ আকাশ দূষিত, বাতাস পঙ্কিল ও সলিল কর্দ্দমাক্ত করিবার চেষ্টা করিবে। সুতরাং কর্তৃত্ব করিবার বুদ্ধি করিয়া লাভ কি ? সেবার বুদ্ধি লইয়া প্রত্যেকে অগ্রসর হও। সেবকের নেতৃত্বই অগণিত নরনারী সাহলাদে স্বীকার করিয়া থাকে, দাম্ভিকের নয়।

(১৮৪)

একাগ্র চেষ্টা ও একান্ত নিষ্ঠা লইয়া যাহারা কাজ করে, তাহারা

ক্ষুদ্র সাফল্যকে বৃহৎ সাফল্যের হেতুরূপে ব্যবহার করিতে পারে।

(১৮৫)

লোকে তোমাকে পাগল বলে, ইহাতে কি আসে যায়? লোকেরাই যে পাগল নহে, তাহা কে জানে? নিজের লক্ষ্যে স্থির থাকিয়া চল, লক্ষ্য-পরিবর্তন করিও না। লোকের কথায় কিছুই আসে যায় না। নিজের সাধন নিজে করিতে থাক। নিজের কাছে নিজে যেন অপরাধী হইও না। সাধক আলস্য, ভয় আর লজ্জা এই তিনটী অবশ্যই বর্জ্জন করিবে। এই তিনটী যাহার নাই, তাহার সিদ্ধি অনিবার্য্য।

(১৮৬)

তোমাদের ত্যাগ নাই কিন্তু উচ্চ উচ্চ আকাঙ্ক্ষা আছে। এই জন্য তোমাদের আকাঙ্ক্ষাপূরণ হইতেছে না। জগদ্ব্যাপী সকলকে মহদ্ধর্ম্মে দীক্ষিত, মহদাদর্শে অনুপ্রাণিত করিবার সদাকাঙ্ক্ষা প্রশংসনীয় কিন্তু কাজটী তোমাদের বহুজনের সর্ব্বস্বদানের ফলেই সম্ভব হইতে পারে।

(১৮৭)

অযোগ্যের গুরুগিরি সর্ব্বদাই শিষ্য এবং গুরু উভয়েরই পক্ষে ক্ষতিকর হইয়া থাকে।

(১৮৮)

আমরা অনেক সময়ে না জানিয়া এমন কাজ করি, যাহাতে কেহ হয়ত তাহার অধিকার হইতে বঞ্চিত হয়। একটী নিঃসন্তান ব্যক্তি অপরের পুত্র বা কন্যাকে এমন ভাবে হয়তো আদর করিতে, ভালবাসিতে লাগিল যে, যথার্থ পিতা-মাতা নিজেদের সন্তানকে বুকের মাঝে না পাইয়া বিরহ-দুঃখে কাঁদিতে লাগিলেন। ভালবাসিতে দোষ নাই, দোষটা হইয়া পড়িল আচরণে, ভালবাসার প্রকাশ-ভঙ্গীতে, ভালবাসাকে প্রকাশিত করিয়া অপরের সন্তানদের প্রাণের আকর্ষণকে তাহার পিতামাতার কাছ হইতে ছিনাইয়া আনাতে। এইভাবে অনেক পুরুষ নির্দ্দোষ ভালবাসা বাসিয়াও অন্য স্বামীর বুক হইতে তাহার স্ত্রীকে কাড়িয়া নেয়। এই ভাবে অনেক নারী নিষ্কাম ভালবাসা বাসিয়াও অন্য পত্নীর বুক হইতে তাহার স্বামীকে

কাড়িয়া নেয়। এই জাতীয় কাড়াকাড়ি কাব্যসৃষ্টিকারদের উপজীব্য হইতে পারে কিন্তু সমাজের শান্তি, স্থিতি, স্বাস্থ্যের ইহা সংহারক।

(১৮৯)

কে তোমাকে ভণ্ড বলিল, চোর বলিল, সেই দিকে কি লক্ষ্য দিলে পৃথিবী চলে ? অনেক সত্য সত্য চোরকে পৃথিবী সাধুর প্রাপ্য পূজা দিয়াছে, দুই চারিজন সত্য সত্য সাধুকে চোরের অপমান দিবে না ? লোকের কথায় কি আসে যায় ? তোমার কর্ত্তব্য তুমি নিষ্কাম চিত্তে করিতে পারিলেই যথেষ্ট। জনসেবক জনগণকে সেবা দিয়া তাহার বিনিময়ে প্রশংসার প্রত্যাশা করিবে কেন ? তাহার নিজের অন্তরে যদি সে আত্মপ্রসাদ আস্বাদন করিতে পারে, তবেই যথেষ্ট। মানুষের উচ্ছ্বসিত প্রশংসার মাঝখানেও আত্মপ্রসাদের যদি ঘাটতি থাকে, তবে সব মিথ্যা হইয়া গেল। সেবায় যে অকপট, উদ্দেশ্য যে সৎ, চেষ্টায় যে অকৃত্রিম-প্রয়াসী, তাহার আত্মপ্রসাদ রুখিবে কে ?

(১৯০)

আসল কাজে রুচি কয় জনের ? অধিকাংশই ত' আড়ম্বরকেই কাজ অপেক্ষা জরুরী জ্ঞান করে। তোমরা আড়ম্বর অপেক্ষা কাজকে বেশী দাম দিতে চেষ্টা করিও। কতকগুলি কাজ একটু আধটু আড়ম্বর ছাড়া সুসম্পন্ন হয় না, ইহা সত্য কিন্তু লক্ষ্য ভুলিয়া উপলক্ষ্যে মজিলে যাচিয়া-সাধিয়া ব্যর্থতাকে বরণ করা হইবে।

(১৯১)

আজ যে অযোগ্য, কাল সে যোগ্য হয়। আজ যে ছোট, কাল সে বড় হইতে পারে। আজ যে মূর্খ, কাল সে জ্ঞানী হইবে। এই সত্যকে বিশ্বাস করিয়া সকল ছোটদের সহিত তোমার অন্তরের সন্নিধি স্থাপন কর।

(১৯২)

ক্ষুদ্রের হাতেও কাজ দাও। কাজ দিয়া তাহাকে সম্মানিত কর। কাজেরও সম্মান এভাবে বাড়িবে।

(১৯৩)

তোমাদের দুর্ব্বার গতি জগতে সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য।

এত কর্ম্ম, এত কোলাহল ইহার কিছুই কিন্তু তোমাদের ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য নয়। নিজেকে যতই অন্তরালে নিবে, তোমার আদর্শ ততই সুন্দর এবং সুপুষ্ট হইয়া উঠিবে।

(১৯৪)

সঙ্কল্পের সফলতা কেবল মনোহারী বাক্যপ্রয়োগ আর প্রতিশ্রুতি দানের উপরে নির্ভর করে না। সাফল্য আসে কর্ম্ম হইতে। ছোট বড় সকলে মিলিয়া যখন কাজে হাত দেয়, তখন দুর্ব্বল বা দরিদ্রেরও মনোরথ দুর্ব্বার গতিতে সফলতার পথে চক্র-ঘর্ঘর তুলিয়া ধূলি উড়াইয়া চলে। কেবল সৎসঙ্কল্প গ্রহণ আর সৎকার্য্যের উপযোগিতা সম্পর্কে সুন্দর সুন্দর প্রবন্ধ পাঠ দ্বারা কাজ হইবে না। তোমরা প্রত্যেকে কাজের কাজী হও। তোমরা প্রত্যেকে শত শত অলসকে কর্ম্ম-মন্ত্রে দীক্ষিত কর। তোমরা সকলকে নানাবিধ অলাভজনক ক্রীড়াকৌতুক হইতে আকৃষ্ট করিয়া সমাজের শাশ্বত সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে উদ্বুদ্ধ কর। আলস্যের মত দোষ নাই, আলস্যের মত পাপ নাই। আলস্য জগতে দুর্ব্বলতাকে চিরস্থায়ী করিয়া থাকে। মহৎ কর্ত্তব্যকে অবহেলা করিয়া দূরে সরিয়া থাকিবার চেষ্টার মত কাপুরুষতাও কিছুই নাই। তোমরা প্রতিজনের হাতে কাজ তুলিয়া দাও। ছোটকে ছোট কাজ দিতে দিতে বড় কর, বড়কে বড় কাজ করিতে বাধ্য করিয়া লম্বা লম্বা বক্তৃতা ঝাড়িবার কদভ্যাস হইতে মুক্ত কর। মধুচ্ছন্দী কথা চাহিতেছি না, চাহিতেছি কাজ।

(১৯৫)

নামে লাগিয়া থাক। নীরস সরস বিচার করিও না। ধ্যানে লাগিয়া থাক, সফল হিসাব করিও না।

(১৯৬)

পরস্পরের প্রতি পরঃ পরের দোষারোপের প্রবৃত্তি যে-কোনও সঙ্ঘবদ্ধ কাজের পক্ষে অত্যন্ত বিঘ্নকর। সহজে একে অন্যের দোষ ক্ষমা করিবে, কাহারও অসাক্ষাতে তাহার দোষগুলি লোকলোচনের সমক্ষে উদ্‌ঘাটিত করিয়া তাহাকে পৃষ্ঠদেশ হইতে ছুরিকাঘাত করা হইবে না, —ইহাই ভ্রাতৃজনোচিত ব্যবহার। এই ব্যবহার যে প্রতিষ্ঠানের সহকর্ম্মীদের

মধ্যে নাই, সেই প্রতিষ্ঠান দীর্ঘকাল জীবিত থাকে না কিম্বা কোনও মহৎ সাফল্যের গৌরব করিবার অবকাশও পায় না।

(১৯৭)

শুদ্ধ দান ক্ষুদ্র হইলেও বৃহৎ, অতি সামান্য হইলেও মহৎ। পরিমাণ দিয়া দানের বিচার হইবে না ; কে কাহার সাধ্যের কতটুকু দিয়াছে আর কে কতটুকু শুদ্ধ, নিষ্কাম, নিঃস্বার্থ ও পবিত্র মনে দিয়াছে, তাহা দিয়াই হইবে বিচার।

(১৯৮)

অপরের দোষানুসন্ধান একেবারেই ছাড়িয়া দাও। কেবল নিজের দোষের দিকে দৃষ্টি দাও এবং নিজেকে এমন ভাবে নির্দ্দোষ কর, যাহার ফলে অপরেরাও নির্দ্দোষ হইবার জন্য, আত্মসংশোধনের জন্য চেষ্টিত হয়। নিজকে সর্ব্বদোষ-প্রমুক্ত মহান্ বলিয়া ধারণা করিলে যে অহঙ্কার জাগে, তাহা অপরের সহিত তোমার মিলনের পথরোধ করে।

(১৯৯)

লোকে সামান্য অন্যায় করিলে প্রেমময় উপদেশের দ্বারা তাহা সদ্যঃ সদ্যঃ সংশোধন অতি সহজ ব্যাপার। যেমন ধর, কেহ তোমার বাগানের ফুল না বলিয়া তুলিয়া লইয়াছে। অবশ্য দেবপূজার জন্যই নিয়াছে। তবু না বলিয়া নেওয়া অন্যায় হইয়াছে। এই ক্ষেত্রে রুদ্র শাসনের কোনও প্রয়োজন নাই। প্রয়োজন হইতেছে প্রেমপূর্ণ উপদেশের। কিন্তু সকল অন্যায়ই এইরূপ লঘু না হইতে পারে। কেহ একটী অনঘ্রাত কুসুম-সম পবিত্র কুমারী কন্যার নিকটে কুপ্রস্তাব করিয়াছে। এমন দুঃসাহসিক চেষ্টার ক্ষেত্রে শুধু উপদেশই যথেষ্ট না হইতে পারে। কেহ তোমাকে তাহার দলে ভিড়িয়া গৃহস্থের গৃহে ডাকাতি করিবার জন্য ডাকিতেছে, —এমন ক্ষেত্রে ইহাদের ডাকাতি করিবার প্রবৃত্তি দমন আর গৃহস্থকে সম্ভাবিত বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য পুলিশ ডাকা, উভয়ই প্রয়োজন হইতে পারে। সকল অন্যায়ই ক্ষমার অযোগ্যও নহে, আবার সকল অন্যায় ক্ষমার যোগ্য নহে। কোনও অন্যায়ে মৃদু শাসন, কোনও অন্যায়ে কঠোর শাসন প্রয়োজন। অন্যায় সহিবে কি সহিবে না, অন্যায়ের প্রতিশোধ লইবে কি প্রতিবাদ মাত্র করিয়াই চুপ মারিয়া

যাইবে, তাহা অন্যায়ের লঘুত্ব বা গুরুত্ব বুঝিয়া স্থির করিতে হইবে। এজন্যই অন্যায়-মাত্র সম্পর্কেই একটা স্থায়ী বা সুনিশ্চিত সুনির্দ্ধারিত সিদ্ধান্ত করিয়া দেওয়া চলে না। প্রতিশোধ-স্পৃহা অনেক ক্ষেত্রে গুরুতর নৈতিক অধঃপতন আনিয়া থাকে। অন্যায় সহিয়া যাইবার অভ্যাস অনেক ক্ষেত্রে বৃহত্তর অন্যায়কে আমন্ত্রণ করিয়া থাকে। কারণ, প্রশ্রয়ে পাপ বাড়ে।

(২০০)

অনেক লোক সুনামের লোভে সৎকার্য্য করে। যাহারা শত নাম-যশের লোভেও সদ্বিষয়ে আকৃষ্ট হয় না, এই সকল লোক তাহাদের চাইতে শ্রেষ্ঠ। নাম-যশের লোভ রাজসিক প্রবৃত্তি। ইহা তামসিক নীচতা হইতে মানুষকে অনেক ক্ষেত্রেই উদ্ধার করিয়াছে। কিন্তু নাম-যশোলোভহীন নরনারীরাই সাত্ত্বিক সেবক বা প্রকৃত সেবক। সেবায় তামসিকতা থাকিলে পরের সেবার নাম করিয়া লোকে নিজের ইন্দ্রিয়ের পরিতর্পণ করে। সেবায় রাজসিকতা আসিলে নাম-যশের লোভে হইলেও পরের উপকারের দিকে সেবকের দৃষ্টি যায়। সেবায় সাত্ত্বিকতা আসিলে নিজেকে একেবারে প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়া সর্ব্বজীবের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিবার যোগ্যতা আসে।

(২০১)

দারিদ্র্য দূর করিতে হইলে সুদীর্ঘকাল হতাশাহীন চিত্তে শ্রম করিতে হয়। কেবল হা-হুতাশ করিলেই চলে না। এই কথা স্মরণে রাখিয়া বীরের মত দরিদ্রতার সহিত যুদ্ধ কর এবং পরিণামে জয়ী হও। কাঁদিতে জানিলে দুঃখ ঘোচে না। দুঃখের টুটি চাপিয়া ধরিয়া যে নিজ লক্ষ্যপথে অবিচলিত ধৈর্য্যে কেবলই চলিতে পারে, দুঃখ ঘোচে তার।

(২০২)

মিথ্যা অপবাদ হইতে নিজেদের রক্ষা করিয়া চলার চেষ্টা তোমাদের প্রত্যেকের কর্ত্তব্য। অপবাদ সত্য হউক আর মিথ্যা হউক, একবার জন্মিলে নানা কার্য্যে বাধার সৃষ্টি করে। যাহার বিরুদ্ধে অপবাদ যত কম, জনসাধারণের মধ্যে কাজ করিবার পক্ষে তাহার গতি তত দুর্ব্বার ও নিরঙ্কুশ। তোমাদের কর্ম্মসামর্থ্যকে খর্ব্ব এবং কর্ম্মের সুযোগগুলিকে পঙ্গু করিবার উদ্দেশ্য নিয়াই লোকে অপবাদ সৃষ্টি করিয়া থাকে। অপবাদের

অরণ্য কাটিয়াও তোমরা তোমাদের পথ করিয়া চলিয়া যাইবে, এই পুরুষকার তোমাদের নিকটে প্রত্যাশা করি কিন্তু বৃথা যুদ্ধের নাম বীরত্ব নহে, এই কথাটাও মনে রাখিও।

(২০৩)

জীবনের লক্ষ্যকে উচ্চে তুলিয়া ধরিও। নীচ হীন প্রবৃত্তির হাতে জীবন-রথের রশ্মি ছাড়িয়া দিও না। এমন সুদুর্লভ মনুষ্য-জন্ম লাভ করিয়া অমানুষই থাকিয়া যাইবে না, -এই সঙ্কল্পে ভর করিয়া চলিও। নিজের ভিতরের দেবত্বকে কর বিকশিত, চারি দিকের প্রতিজনের দেবত্বকে দিব্য সুরভি-বিস্তারের দাও সহায়তা।

(২০৪)

একজনকে একটা উপদেশ দিলে তাহা দশ জনে পালন করিবে,- ইহাই সুস্থ সংঘজীবন। জনে জনে আলাদা করিয়া উপদেশ-পত্র পাঠাইতে হইলে কোনও সংঘ দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকিতে পারে না।

(২০৫)

সর্ব্বসাধারণের মনোজয় করিবার জন্য কিছুই করিব না আর আমার প্রয়োজনের সময়ে সকলে নিজ নিজ ভাণ্ডার শূন্য করিয়া দিয়া আমাকে আমার কাজের সময়ে সহায়তা করিবে, এই প্রত্যাশা অন্যায়।

(২০৬)

জাতি মহৎ হয় ত্যাগের শক্তি দ্বারা। ব্যক্তি মহৎ হয় নিজের স্বার্থকে সমষ্টির সেবায় সমর্পণ দ্বারা। ক্ষুদ্র মহৎ হয় নিজের ক্ষীণ সামর্থ্যগুলিকে জগতের কল্যাণে প্রয়োগ করিয়া। তোমরা প্রত্যেকে মহত্ত্বের পথে চল। শুধু স্বার্থের সন্ধান কখনও কাহারও শক্তি-লাভের কারণ হইতে পারে না। তোমাদের মধ্যে আরও শতগুণ প্রাণের স্পন্দন আমি দেখিতে চাহি। যার প্রাণ আছে, তারই প্রাণদানের কোনও অর্থ হয়। নিষ্প্রাণ ব্যক্তি বা জাতি কাহাকে কি দান করিবে? সে অপরের রক্তশোষণ ছাড়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে না।

(২০৭)

মাটির ঘর বা ইটের দালানের নাম আশ্রম নহে। পর্ণকুটীর বা পর্ব্বতগহ্বরের নামও আশ্রম নহে। জীবন্ত বৃক্ষের কাণ্ডোদ্‌গত বহুপ্রসারিণী শাখার উপরে মঞ্চে নির্ম্মিত টং বা বৃক্ষ-কোটরের নামও আশ্রম নহে। প্রকৃত আশ্রম মানুষের প্রশান্ত মন। মাটির ঘর, ইটের দালান বা অন্যান্য বাহ্য আশ্রম ঝড়ে, বন্যায়, ভূকম্পে, অগ্নিদাহে, রাষ্ট্রবিপ্লবে নষ্ট হইতে পারে কিন্তু মানুষের যেই প্রশান্ত মনটীকে সর্ব্বদা সুপুষ্ট করে বলিয়া স্থান-বিশেষের নাম সাময়িকভাবে আশ্রম রাখা হয়, সেই মনটী উল্লিখিত একটী বিপত্তিতেও টলে না। সেই মনই আশ্রমেরও আশ্রয়।

(২০৮)

প্রকৃত কর্ম্মীরা কর্ম্ম করেন নদীর স্রোতের মত, তাহা সমুদ্রের পানে লক্ষ্য রাখিয়াই চলিতে থাকে, দুই তীরের মাটি কাটিয়া সমুদ্রের বুকে শ্যামল সুন্দরবন সৃষ্টি করে কিন্তু নিজের গায়ে শ্যাওলা জমিতে দেয় না।

(২০৯)

মোহের আকর্ষণ ছিন্ন করিয়া অনেকেই দূরে সরিয়া চলিয়া যাইতে পারে কিন্তু নিষ্কাম, নিঃস্বার্থ নিষ্কলুষ প্রেমের আকর্ষণ কেহই ব্যর্থ করিতে পারে না।

(২১০)

ভগবানের কাজ করিতে করিতে দেহত্যাগ করিতে চাহ, ইহার অপেক্ষা প্রীতিকর প্রার্থনা জগতে আর কি থাকিতে পারে ? আমরা ভগবানেরই জন্য জীবন ধারণ করিব, ভগবানেরই জন্য জীবন দান করিব, ভগবানকে লইয়া ঘরসংসার করিব, ভগবানকেই জীবনের জীবন, আপনার আপন বলিয়া চিনিয়া লইব –ইহাই আমাদের পণ হউক।

(২১১)

কর্ত্তব্য তাহাদের রুদ্রমূর্ত্তি লইয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেই মাত্র তাহাকে সম্মান করিতে হইবে, স্নিগ্ধ বিনীত শান্ত মূর্ত্তিতে আসিলে উপেক্ষা

করিতে হইবে, —ইহা তামসিক ব্যক্তির স্বভাব। আসিবার আগেই যে ব্যক্তি অভ্যাগতের জন্য পিঁড়ী পাতিয়া রাখে,তাহাকেই আতিথেয় ও কর্ত্তব্য-পরায়ণ ব্যক্তি বলিব।

(২১২)

একজনকে একটা কথা লিখিলে সহস্র জনের মধ্যে তাহার কাজ হওয়া প্রয়োজন। একজনে একটা কথা জানিলে সহস্র জনকে কেন সে কথাটা জানাইবার চেষ্টা হইবে না ? যেখানে এই ব্যবস্থা নাই, বুঝিতে হইবে, সেখানে সংঘ একটা ঘুণেধরা পোকায়-কাটা পচা বাঁশের ঝাড় মাত্র।

(২১৩)

বিশ্বের সকল দেশের সকল মানুষেরই পুণ্যব্রতে, সংযম-পালনে, জগদ্ধিতার্থে স্বার্থবিসর্জ্জনে সমান অধিকার আছে। কোনও একটা জাতির জন্য বা কোনও একটা দেশের লোকদের জন্য এই সকল মহৎ ব্রত একচেটিয়া হইতে পারে না।

(২১৪)

ব্যবসা করিতে গেলে শঠতার হয়ত প্রয়োজন পড়ে কিন্তু সেবা করিতে শঠতার আবশ্যকতা নাই। বিনা শঠতাতেই চিকিৎসক রোগীর সেবা করিতে পারেন।

(২১৫)

পৃথিবীতে কে কবে একা কাজ করিতে সমর্থ ? দশ জনের শ্রম একত্র করা সম্ভব বলিয়াই ত' জগতে বড় বড় কাজ হইয়া যাইতেছে। দশজনকে মিলাইবারই কৌশল আয়ত্ত কর।

(২১৬)

জগতে কে কাহাকে হারাইবে ? সকলেই সকলের বক্ষে লগ্ন হইয়া রহিয়াছে। চখে দেখিতে পায় না বলিয়া হৃদয়ের ধনকে হারাণ রতন বলিয়া মনে করে। প্রকৃত প্রস্তাবে প্রতিজনের হৃদয়ের ধন তাহার হৃদয়েই বিরাজ করিতেছে। সাধন করিয়া এই সত্যকে জানিয়া লও।

(২১৭)

তোমাদের আত্মবিশ্বাস তোমাদের অগ্রগতির বেগ বাড়াইয়া দিবে। তোমরা বেগবতী স্রোতস্বতীর মত কেবল আগাইয়া যাও।

(২১৮)

চরিত্রবান্ সাধনপরায়ণ ব্যক্তিদের সংঘই সংঘ। নিষ্ঠাহীন প্রজল্পপরায়ণ ব্যক্তিদের সংঘ সংঘ নহে, উহার নাম আড্ডা।

(২১৯)

এখন যাহারা মৃতবৎ অবস্থান করিতেছে, দু'দিন পরেই তাহাদের ভিতরে প্রাণের স্পন্দন দেখিতে পাইবে। এক কথায়ই আশা-ভরসা ছাড়িয়া দিও না। সুদীর্ঘ প্রতীক্ষা আর অক্লান্ত শ্রম মিলিয়াই নিদ্রিত পৃথিবীর ঘুম ভাঙ্গাইবে।

(২২০)

বৃহৎ কাজ বহু-লোক-সাপেক্ষ, কিন্তু মহৎ কাজ একজনেই করিতে পারে।

(২২১)

হতাশা আমার জীবনে নাই। অতি ক্ষুদ্রকেও আমি বিশ্বাস করি। অতি দুর্ব্বলকেও আমি শক্তির আধার বলিয়া জ্ঞান করি। নিতান্ত প্রতিকূল-চরিত্র ব্যক্তিকেও আমি প্রকারান্তরে আমার কর্ম্মসাধনার উদ্দীপন-বিধাতা বলিয়া সম্মান করি। আমার অন্তরে হতাশার স্থান নাই। অসাফল্য, অকৃতিত্ব আমার আসিতে পারে, হতাশা আমার কখনও আসিবে না। আমি কেবল আশাবাদীই নহি, আশা আমার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, আশা হৃদয়ের স্পন্দন। তুমিও হতাশ না হইয়া, যে ক্ষুদ্র কাজটুকু হইয়াছে, তাহার গতি অনুসরণ কর। ক্ষুদ্র কাজকে আদর দিলে, সম্মান দিলে, সে অচিরে বড় কাজে রূপান্তরিত হয়।

(২২২)

কোনও মহৎ কাজই একদিনের চেষ্টায় হয় না, অবিরাম চেষ্টা চালাইতে হয়। [illegible] লাভ করা আর বরাতগুণে লটারির টিকিটে

টাকা পাওয়া, প্রায় সমান অনিশ্চিত ব্যাপার। প্রশ্ন যেখানে সাফল্য নিয়া, সেখানে অনিশ্চয়তাকে বিরাজ করিতে দেওয়া হইবে না। যে কাজ করিবে, দীর্ঘ প্রযত্নে করিবে, তাহা হইলেই আর সাফল্য সম্পর্কে সন্দেহ থাকিবে না।

(২২৩)

সর্ব্বশক্তি দিয়া সকলের মনে উৎসাহ বাড়াও, সকলের ভিতরে সৎকার্য্যের রুচি সৃষ্টি কর। হাতে নাতে যাহারা কাজ করে, তাহারা যেমন আদরণীয়, সকলকে সৎকার্য্যে যাহারা উৎসাহ দেয়, সকলের মনে যাহারা সৎকার্য্যের রুচি সৃষ্টি করে, তাহারাও তেমন আদরণীয়।

(২২৪)

পরোপকারের দ্বারা তুমি নিজেরও উপকার সাধন করিবে। জীবের সেবার মধ্য দিয়াই মনুষ্য-জীবনের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা সম্পাদিত হয়। কেবল নিজেকে লইয়া ব্যস্ত থাকা ত' পশুর লক্ষণ।

(২২৫)

আজ কাজ করিয়া কালই তাহার ফল চাহিও না। আজ বীজ বুনিয়া কালই তাহার অঙ্কুর প্রত্যাশা করিও না। যে বীজ বুনিয়াছ, তাহা যাহাতে ইন্দুরে, পিঁপড়ায়, আরসোলায় নষ্ট না করিতে পারে, তার দিকে সতর্ক লক্ষ্য রাখিয়া ধৈর্য্যের সহিত প্রতীক্ষা কর।

(২২৬)

এক জাতি যেই সময়ে অপর জাতিকে নিকৃষ্ট জ্ঞান করিয়া ঘৃণা করিতেছে, সেই সময়ে আমি সকল জাতিতে সমতা ও মমতা প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিতেছি। একের মুখ হইতে অন্ন কাড়িয়া নিয়া যেই সময়ে অপরে নিজের স্বার্থসাধনে ব্যস্ত, সেই সময়ে আমি সকলের প্রাণে পরার্থপরতার সঞ্চার করিতে চাহিতেছি।

(২২৭)

জ্ঞানের মত বল নাই, অজ্ঞানতার মত আপদ নাই, সেবার মত পুণ্য নাই, আত্মসুখে প্রমত্ততার মত অন্ধত্বও নাই।

(২২৮)

শরীরে বার্দ্ধক্য আসিতে পারে কিন্তু মনকে বৃদ্ধ হইতে দেওয়া সত্যই পাপ। আমি আমার চিরতরুণ মন লইয়া সকল ছোট, সকল নীচ, সকল অনাহূতকে বুকে তুলিয়া লইবার জন্য পরম আগ্রহে ছুটিয়া চলিয়াছি। নিষ্কাম নিঃস্বার্থ মনের পরশ হয়ত ইহাদের কাহারও প্রাণে পরশমণির স্পর্শ বুলাইয়া দিতে সমর্থ হইবে। কেহ থাকিবে না হেয়, কেহ থাকিবে না অপাংক্তেয়, কেহ রহিবে না অনাদরণীয়, –ইহাই আমার প্রাণের আকূতি। মুখে আমার কাকুতি নাই, আমি আমার প্রাণের প্রাচুর্য্য দিয়া ভাষায় বর্ণনার অভাব পূরাইতে চাহি। একাকী কে জগতের সকল কাজ করিতে পারে? সকলের কাজ সকলের সহায়তা নিয়াই করিতে হয়। তাই, আমি তোমাদের অনলস একাগ্র নিষ্ঠা দীনের অভ্যুদয়ে, হীনের উন্নয়নে, অনাদৃতের কৌলীন্য-সম্পাদনে প্রযুক্ত হইতে দেখিতে চাহি।

(২২৯)

Work with steady purpose and steadfast energy.

(২৩০)

একদিন একটা উৎসব করিলাম, একদিন একটা বিরাট সমারোহ হইল, ইহা দ্বারা পতিতোন্নয়ন বা অবনতের অভ্যুদয় সূচিত হয় না। এই জাতীয় সমারোহপূর্ণ অনুষ্ঠান দ্বারা প্রকৃত কর্ম্মীদের কর্ম্মক্ষেত্র প্রসারিত হয় এবং জনসাধারণের মনে সৎকর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগরিত হয়, –এইটুকুই মাত্র সুফল। আসল কার্য্য সংসাধিত হয় নিত্যকার নিয়মিত ধারাবাহিক জনসেবার নিষ্ঠায়।

২৩১)

একদিনের পরিচয়ে কাহারও উপর কোনও অধিকার জন্মে না। একদিনের আলাপে কাহারও হৃদয় জয় করা যায় না। একদিনের সহৃদয়তায় কাহারও বিশ্বাস অর্জ্জন করা যায় না। একদিনের মিষ্টিকথায় কাহারও সহিত বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করা যায় না। আত্মীয়তা, অন্তরঙ্গতা সবই বারংবার মিলনের ফলে হয়। মানুষের পক্ষেও ইহা সত্য, ভগবানের পক্ষেও ইহা অসত্য নহে।

(২৩২)

পুরাতন রক্ত দূষিত হইলে শরীর-মধ্যে নূতন রক্তের আমদানী অনেক সময়ে প্রয়োজন হয়। সংঘ সম্পর্কেও এই নিয়ম স্বতঃসিদ্ধ। পুরাতনেরা ঝিমাইয়া পড়িলে চিরতরুণদিগকে ডাকিয়া আনিতে হয়, নূতন উৎসাহ, নূতন উদ্যম, নূতন উদ্দীপনা নিয়া যাহারা কাজে নামিবে, এমন সহকর্মীদের ব্রহ্মাণ্ড খুঁজিয়া বাহির করিয়া আনিতে হয়। ইহাকে বলবৃদ্ধির আয়োজন মনে না করিয়া আত্মরক্ষার প্রয়োজন বলিয়া জ্ঞান করা উচিত। আত্মরক্ষার দাবীতেই সংঘের মধ্যে নূতন রক্তের আমদানী করিতে হইবে। কেবল পুরাতন রক্ত লইয়া থাকিলে তেমন বনিয়াদি বংশও ক্রমশঃ লোপ পাইয়া যায়।

(২৩৩)

নেতা বড় হইলেই কাজ বড় হয়, ইহা নহে। যাহাদের নিয়া কাজ হইবে, তাহাদের প্রতিজনের মধ্যে কার্য্য সমাধা করিবার জন্য আপ্রাণ আগ্রহেরও প্রয়োজন। আর প্রয়োজন সততার।

(২৩৪)

মহৎ কর্ম্মীরও সেবা বিনয়ের অভাবে পঙ্কিল হইয়া থাকে। সহকর্ম্মীদের প্রতি, সংশ্রবিত জনগণের প্রতি তোমাদের কি বিনয় আছে? গর্ব্ব এবং দর্প কি মাঝে মাঝে তোমাদের প্রেমপূর্ণ ঐক্যতান-বাদনের যতিভঙ্গ করে না? অকারণ উদ্ধত ভাব কি মাঝে মাঝে মোহিনী রাগিণীর রসভঙ্গ করিয়া দেয় না? সতর্ক থাকিও।

(২৩৫)

ত্যাগস্বীকার সকলে করিতে পারে না, কারণ চিত্ত অতিশয় শুদ্ধ এবং বুকের পাটা অতিশয় প্রশস্ত না হইলে ত্যাগ আসে না। কিন্তু শ্রম-স্বীকার প্রত্যেকেই করিতে পারে। একটু অকপট আগ্রহ, একটু মমত্ব ও দরদ থাকিলেই হয়।

(২৩৬)

তোমরা কর্ম্মে সাহস করিয়া নূতন লোক নিয়োগ কর। অপরিচিত কর্ম্মীকে আত্মপ্রকাশের সুযোগ দাও। বাঁধাধরা গতে নিজের পদ ও পদবী

রক্ষার জন্য আগ্রহী অকর্ম্মণ্য লোককে উচ্চ পদ হইতে অপসারিত কর। তরুণদিগকে, নূতনদিগকে স্থবির, বৃদ্ধও অকর্ম্মণ্যদের স্থান অধিকার করিবার সুযোগ দাও। অযোগ্যদিগকে বর্ষের পর বর্ষ ধরিয়া পুষ্পচন্দনের অভিষেক না করিয়া নূতন কর্ম্মীকে যোগ্যতা প্রমাণের জন্য আহ্বান কর।

(২৩৭)

নিরীহ্ হইলেই কেহ বৃহৎ কর্ম্মের অযোগ্য হয় না, –অলস হইলে, অসৎ হইলে অযোগ্য হয়।

(২৩৮)

লোকেরা আজ যাহাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিয়া তুড়িতে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছে, কাল তাহাকে মাথায় নিয়া পাগলের মত নৃত্য করিয়াছে। ইহাই লোক-চরিত্র। সাহস করিয়া নূতন পদ্ধতিতে যাহারা কাজ করিতে অগ্রসর হয়, তাহাদের ভাবী সাফল্য সম্পর্কে কেহই ভবিষ্যদ্‌দর্শী নহে বলিয়াই পাগল বলিয়া গালি দিয়া রসনার কণ্ডূতি মিটায়। তোমাদিগকে লোকমত সম্পর্কে একেবারে উদাসীন হইতে হইবে।

(২৩৯)

রোগ জানিলে তবে ত' ঔষধের ব্যবস্থা হইবে। চিকিৎসকের কাছে রোগ গোপন করিবে আর বাজারের লোকের কাছে রোগবিবরণ বলিয়া বলিয়া তাহাদের কাণের পোকা বাহির করিবে, –ইহা কখনও আরোগ্যের পথে পদচারণা নহে।

(২৪০)

এক কথায় যেখানে কাজ হয় না, সেখানে হাজার কথায় কাজ হইবে, এই ভরসা রাখা ঠিক নহে। হাজার কথায়ও যেখানে কাজ হয় না, সেখানে এক কথায় কাজ করিবার মত যোগ্যতা সঞ্চয় কর।

(২৪১)

উচ্চাদর্শকে যেমন নিজ-জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য চেষ্টা থাকা দরকার, তেমন তাহা প্রচারের জন্যও চেষ্টা থাকা প্রয়োজন। কেন প্রয়োজন? নিজে যেই জীবন-যাপন করিতে চাহ, তাহার মহিমা প্রচারের

দ্বারা তুমি নিজের জন্যই একটা অনুকূল প্রতিবেশ সৃষ্টি করিয়া লইতে পার। অপরকে সৎকথা শুনান অনেক সময়ে নিজেরই লাভের কারণ হইয়া থাকে।

(২৪২)

যোগ্যতা থাকিলে কাজ করা যায়, তাহা নহে। আগ্রহও থাকা চাই। আগ্রহবানের যোগ্যতা আসিতে কতক্ষণ? অনাগ্রহীর যোগ্যতা হ্রাস পাইতেই বা কতক্ষণ?

(২৪৩)

ক্ষুদ্র হইতেই বৃহৎ কাজের উৎপত্তি। হঠাৎ পৃথিবীতে কোন বৃহৎ কাজ হইয়া যায় নাই। সময়, সুযোগ, ধনবল প্রভৃতি নানা আনুকূল্য যাহাদের কম, তাহারা ছোট করিয়াই কেন সৎকাজ আরম্ভ করিবে না? ছোট করিয়া কাজ করিব না, করিতে হইলে বড় করিয়াই করিব, —এ সকল কথা ত' নিতান্ত গ্রাম্য-ভাবাপন্ন লোকের মুখে শোভা পায়।

(২৪৪)

পথ যে চলিতে আরম্ভ করে নাই, তাহার পথের দৈর্ঘ্য কমিবে কিরূপে? কথাই বলিবে, আর পথ আপনাআপনি কমিয়া যাইবে, এমন অসম্ভব ব্যাপার জগতে কখনো ঘটে না।

(২৪৫)

মতান্তরে দোষ হয় না যদি কাজের সময়ে সকলে একান্তর হয়।

(২৪৬)

মন ভাল থাকিলে অবস্থায় আটকায় না। অনেকের অবস্থা খুব ভাল কিন্তু সৎকার্য্যে ত্যাগস্বীকারের পথে তাদের পঙ্কিল সঙ্কীর্ণ মনই গুরুতর বাধা হইয়া দাঁড়ায়। এই জন্যই মানুষের অবস্থার উপরে আস্থা না রাখিয়া তাহার মনের উপরেই আস্থা রাখা উচিত।

(২৪৭)

ঠেলিয়া-ঠুলিয়া যাহাকে দিয়া কাজ করাইতে হইবে, অন্তরের সহজ

আগ্রহে যে ব্যক্তি কাজে ঝাঁপাইয়া পড়িবে না, তাহার উপরে কাজের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকার মত নিদারুণ মূর্খতা আর কিছু নাই। যে কাজ না হইলেও তোমার ক্ষতি নাই, মাত্র তেমন কাজের ভারই এমন লোকের উপরে দিতে পার। অত্যাবশ্যক ও গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার দিতে, যাহার উপরে দিলে, তাহার আগ্রহ, সততা, সরলতা, একাগ্রতা ও যোগ্যতা সম্পর্কে আগে নিশ্চিন্ত হইয়া লইও, নতুবা নিজের কাজ নিজের হাতেই করিও। নিজ-বাহুযুগল সময়-বিশেষে অক্ষম হইতে পারে কিন্তু কদাচ বিশ্বাসঘাতক হয় না।

(২৪৮)

সত্য সম্বন্ধের লয় ক্ষয় নাই। ইহা সর্ব্বাবস্থায় অনড়, অটুট, অক্ষত, অক্ষুণ্ন থাকে। মিথ্যা সম্বন্ধকেই কেবল দিবারাত্রি জোড়া-তালি দিয়া বজায় রাখিতে হয়। মানুষের সহিত পূর্ণ সত্যের মধ্য দিয়া নিজ সম্বন্ধ-স্থাপন কর।

(২৪৯)

কাজ করিবার লোকেরা যদি একে অন্যের দোষই কেবল আলোচনা করিতে থাকে, তাহা হইলে কাজ করিবার অবসরটা তাহারা কখন পাইবে? তোমরা প্রতিজ্ঞা কর যে, কাজেই প্রতিজনে ডুবিয়া যাইবে, পরস্পরের দোষত্রুটী লইয়া চর্চ্চা করিয়া বাতাস বিষাক্ত করিবে না।

(২৫০)

চতুর্দ্দিকের দুর্য্যোগ মাথায় লইয়াও যাহারা কাজ সমাধা করিয়া চলিয়া যায়, তাহাদিগকেই আমি দক্ষ কর্ম্মীর শ্রেণীতে ফেলি।

(২৫১)

বিস্তারই প্রয়োজন। কারণ, তাহাই জীবন। সঙ্কোচ যখন বিস্তারের আয়োজন মাত্র, তখন তাহা আপত্তিকর নহে কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই সঙ্কোচ, সঙ্কীর্ণতা, নিজের কুণ্ডলীতে নিজেকে নিজে পাকাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকা মৃত্যুপথের যাত্রারম্ভের সূচনা।

(২৫২)

মূর্খেরাই অপরের ভাগ্যের সহিত নিজেদের ভাগ্যকে জড়িত করে। তোমার ভাগ্যকে তুমি তোমার পৌরুষের মহিমায় রূপান্তরিত কর। অপরের কৃপায় তাহা সম্ভব হইবে না।

(২৫৩)

লক্ষ্য দাও জগৎকল্যাণের দিকে। জগদ্‌বাসীর সেবার মধ্য দিয়াই জগৎ-পতির মহীয়সী সেবা সাধিত হইয়া থাকে।

(২৫৪)

ঘৃণা করিয়া করিয়াই আমরা সকল আপনাকে পর করিয়া রাখিয়াছি। ভালবাসিয়াই আমরা সকল পরকে আপন করিব। বিদ্বেষ যাহাকে দূরে ঠেলিয়া দিয়াছে, প্রেম তাহাকে বক্ষ সন্নিহিত করিবে।

(২৫৫)

সংসারে ধৈর্য্যই পরম বল। অধীর ব্যক্তির চাইতে দুর্ব্বল আর কে আছে ?

(২৫৬)

বিপদে ভয় না পাইয়া বরং অধিকতর উদ্যমে ঈশ্বরাশ্রয় করিও।

(২৫৭)

একটা কাজ নিখুঁত ভাবে করিয়া আসিতে পারিলে, দেখিও, পরবর্ত্তী সকল কাজ আপনা-আপনি কত সহজ হইয়া যায়।

(২৫৮)

দুঃখ-বিপদ-অশান্তিতে মোটেই বিচলিত হইও না। দুঃখ জীবনের পরীক্ষক; দুঃখ জীবনের বিশোধক। দুঃখ মনুষ্য-জীবনের সার্থকতা-সম্পাদক। দুঃখ কেবলই ভয়াবহ নহে। দুঃখের মধ্যে মাধুর্য্য-মহিমা এবং মঙ্গলও রহিয়াছে।

(২৫৯)

অকপট কর্ম্মী খুব কম পাওয়া যায়। যাহাদিগকে পাওয়া যায়,

তাহাদিগকে কাজে আনা যথেষ্ট যোগ্যতাসাপেক্ষ। "কর্ম্মী চাই", "কর্ম্মী চাই", বলিয়া চীৎকার করিলেই হইল না, কর্ম্মীরা সত্যই যখন আসিবেন, তখন তাঁহাদিগকে কাজ দিবার ব্যবস্থাও থাকা প্রয়োজন।

(২৬০)

ধর্ম্মের প্রকৃত প্রচারস্থল তোমাদের ব্যক্তিগত জীবন এবং ধর্ম্মপ্রচারের প্রকৃত উপায় তোমাদের ব্যক্তিগত আচরণ।

(২৬১)

প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গ এবং অসহযোগ দিয়া তোমাকে যাহারা উৎপীড়ন করিয়াছে, তাহাদেরই মধ্য হইতে অদূর ভবিষ্যতে ভীষ্মতুল্য সত্যবাদী এবং লক্ষ্মণতুল্য অনুগামী মিলিতে পারে। এইরূপ অঘটন পৃথিবীর ইতিহাসে বহুবার ঘটিয়াছে, যদিও সেই ইতিহাস কেহ হয়ত লিখিয়া রাখে নাই। হতাশ হইও না বা কাহারও উপরে চিরস্থায়ী অবিশ্বাস পোষণ করিও না।

(২৬৩)

কে আমার নিকট দীক্ষিত, কে বা দীক্ষিত নহে, ইহাই যদি হইয়া থাকে কাহারও সহিত আমার আত্মীয়তার পরিচয়, তবে আমার পরিচয়টা কি হইবে? আমি সকলের আত্মীয় বলিয়াই ত' স্বরূপানন্দ নাম ধরিয়াছি। কেহ তোমাদের দীক্ষা-মন্ত্রে দীক্ষিত নহে বলিয়া যদি তোমাদের কাজে সেবা-শুদ্ধ করযুগ লইয়া যোগদান করিতে বাধা পায়, তাহা হইল ইহা যুগপৎ আমার, তোমাদের, তোমাদের সঙ্ঘের এবং তোমাদের আদর্শের অপমৃত্যু-স্বরূপ হইবে। সহরে, বন্দরে, গ্রামে, নগরে, বনে, পর্ব্বতে, গিরিগুহায় আর গিরি-সঙ্কটে যে বিরাট নব-জাগরণের আন্দোলন আমি চালাইয়া যাইতে চাহি, তাহাতে পৃথিবীর সকল মানুষের চাহি সহযোগিতা। কেহ আমার মন্ত্র-শিষ্য নহে বলিয়া তাহাকে নর-নারায়ণ সেবার অধিকার দিব না কিম্বা দিলেও কিছু কম করিয়া দিব,-ইহা কখনও হইতে পারে না। বিশ্বের সেবা করিতে যাইয়া তোমরা সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতায় নিজেদের চিন্তা চেষ্টাকে কলুষিত ও পঙ্গু করিও না।

(২৬৪)

ছোটকে বড় করিবার জন্যই আমি আসিয়াছি, বড়কে ছোট করিবার জন্য নহে। বড়'র সম্মানে আঘাত করিবার তোমাদের প্রয়োজন নাই কিন্তু ছোটকে কিছুতেই চিরকাল ছোট থাকিতে দেওয়া হইবে না।

(২৬৫)

সংসার ত্যাগ করিয়া কোথায় যাইবে? বনেও সংসার, পর্ব্বতেও সংসার ; সভ্য-সমাজেও সংসার, অসভ্য বর্ব্বরদের মাঝেও সংসার। যেখানে যাইবে সেখানেই সংসার তোমাকে ঘিরিয়া ধরিবে। সুতরাং বাহিরের সংসারকে নিয়া চিন্তা করা হইতে বিরত হইয়া মনের সংসার আগে দূর কর। মন সংসারাসক্তিবর্জ্জিত হইলে আর কোনও ভয় নাই।

(২৬৬)

কেহই নিজেকে মহৎ-কর্ম্মের অযোগ্য বলিয়া মনে করিও না। কাজ করিতে করিতেই অকর্ম্মণ্যেরাও মহৎ হয়। কাজ না করিয়া কেবল বড় বড় কথা বলিলে কোনও মহত্ত্ব আসে না। একা পার, সদলবলে পার, কাজে লাগ। নামব্রহ্ম আর কর্ম্মব্রহ্মকে তোমাদের জীবনে সমন্বয়ীভূত করিয়া লও। তবে তোমরা আমার সন্তান।

(২৬৭)

তোমার কথা অতীব সত্য যে, উচ্চবর্ণের হিন্দুদের অবজ্ঞার ফলেই হাজার হাজার তথাকথিত নিম্নবর্ণের হিন্দুরা অধিকাংশ মুসলমান এবং অনেকে খৃষ্টান হইয়া গিয়াছে। এখন যে মধ্যভারত ও পশ্চিম ভারতে দলে দলে লোক হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বৌদ্ধ হইতেছে, তাহাও এই অবজ্ঞারই ফল। আমি ত' আজীবন এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইতেছি। কিন্তু তোমরা আমার আশী হাজার শিষ্য থাকিতেও আমি যে এখনও সৈনিকহীন সেনাপতি রহিয়া গেলাম। আমি যুদ্ধক্ষেত্রে যখন অগ্রসর হইয়া যাই, তোমরা তখন দুই চারি হাজার লোক মিলিয়া আমার জয়ধ্বনি কর, তারপর যার যার গৃহে গিয়া লেপ দিয়া নাক-মুখ ঢাকিয়া ঘুমাইয়া পড়। তোমাদের প্রয়োজন আমার আগে আগে সকল অনাচরিত অনাদৃত জাতির ভিতরে প্রবেশ করা এবং সকলের মধ্যে আমার প্রবেশ-

পথকে সুগম করা। সমতলবাসী বা বনপর্ব্বতবাসী সকলের মধ্যেই এই কাজ করিবার জন্য তোমাদের প্রতিজনের পূর্ণশক্তির সহযোগিতা আমি এক্ষণই চাহি। আমি খৃষ্ট-ধর্ম্ম বা ইসলাম ধর্ম্মের সহিত যুদ্ধ করিতে আসি নাই। বৌদ্ধ ধর্ম্মেরও সহিত নহে। তোমরা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইও না যে, বর্ত্তমান কালের বৌদ্ধ-ধর্ম্মপ্রচারক ভিক্ষুদের অনেকে সঙ্গোপনে আমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া চলিতেছেন, কারণ, বৌদ্ধ অনীশ্বরাবাদ। তাঁহাদের অন্তরের ক্ষুধাকে মিটাইতে পারিতেছে না। আর একথা তোমরা কে না জান যে, বহু খৃষ্টান ও বহু মুসলমান আমার মন্ত্র শিষ্য রহিয়াছেন। কোনও ধর্ম্মের সহিতই আমার যুদ্ধায়োজনের কোনও প্রয়োজন নাই। আমার লক্ষ্য মানব-জাতির সামগ্রিক উন্নতি। সেই উন্নতি-বিধানে খৃষ্ট-ধর্ম্ম বা ইসলাম-ধর্ম্ম কিম্বা বৌদ্ধ-ধর্ম্ম যেটুকু প্রশংসনীয় সেবা দিয়াছেন, তাহাকে আমি শ্রদ্ধার সহিত পূজা করিতে প্রস্তুত। অবনত মানবাত্মার অভ্যুদয়-সাধনে আজ যে বিরাট জাগৃতির আন্দোলন পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন, তাহাতে পরধর্ম্মে দ্বেষ বা অসহিষ্ণুতার কোনও স্থান নাই। এই সহজ সরল স্বাভাবিক সত্যটুকুকে বিস্মৃত না হইয়া তোমরা যে যেখানে আছ আমার আপনার জন, সকলে অনুন্নত মানব-সমাজের উন্নতির কাজে হাত বাড়াও।

(২৬৮)

যাহাদের জন্য জীবন ভরিয়া প্রাণপাত শ্রম করিয়াছ, দুঃখ দিবার হইলে তাহারই ত' দিবে। এই কথা ভাবিয়া মনকে সবল কর। তোমার দুঃখদাতাদের দুঃখ যেন ভগবান্ দূর করেন, এই প্রার্থনা কর। ইহার বলে তোমার মনের মালিন্য নাশ পাইবে, তুমি ভগবানের নিকটবর্ত্তী হইবে।

(২৬৯)

সকলে মিলিয়া কথা কহিবার অভ্যাস কমাইয়া দাও ; তাহা হইলে কাজ করিবার উদ্যম বাড়িবে। বহু বর্ষ পূর্ব্বে আমি বলিয়াছিলাম,—জপের শত্রু বহুমন্ত্র আর কাজের শত্রু বহুকথা। সত্যসত্য কাজ যাহরা করে, তাহারা কম কথা বলে এবং কথা যাহারা কম বলে, তাহাদের কাজে বেগ, গতি, গভীরতা এবং ব্যাপকতা বেশী থাকে।

(২৭০)

অযোগ্য স্কন্ধে কর্ম্মের ভারার্পণ করিলে কাজ না হইয়া অকাজ হয়। অযোগ্য চিকিৎসককে রোগ-চিকিৎসার ভার দিলে রোগ অপেক্ষা উপসর্গ প্রবলতর হয়।

(২৭১)

যোগ্যতার যেখানে অভাব নাই, সেখানেও আগ্রহ আর একনিষ্ঠার অভাবে কার্য্য পণ্ড হইয়া থাকে।

(২৭২)

তোমাদিগকে উদ্‌যুক্ত দেখিতে চাহি সর্ব্বশক্তি লইয়া। অনিচ্ছার কাজ আর তাচ্ছিল্যের দান, দুইটারই কৌলীন্য বড় নিম্নস্তরের।

(২৭৩)

প্রতিদিন অল্প অল্প সৎচর্চ্চা রাখিলে কিছুদিন পরে হঠাৎ দেখিতে পাইবে যে, তোমার সম্পদের ভাণ্ডারে অনেক সদ্‌গুণ জমিয়া গিয়াছে। অল্পের শক্তি সামান্য নহে, যদি তাহা নিরবধি নিরন্তর হয়।

(২৭৫)

দুষ্ট গরু অপেক্ষা শূন্য গোয়াল ভাল। নিজের কাজ ভাবিয়া নিজের গরজে যাহারা কাজের খোঁজ নেয় না বা কাজের ভার লয় না, তাহাদের কাছে বড় বড় প্রত্যাশা করিয়া আশাভঙ্গের বীজ বপন করিও না। ইহাদের বাদ দিয়াই জগতের মহৎ মঙ্গল সাধিত হইবে। ইহাদের আত্মাভিমান প্রবল অথচ যোগ্যতা অতি অল্প, এই জন্যই এই সকল অপলক্ষণ ইহাদের চরিত্রে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

(২৭৬)

যে-কোনও অনুষ্ঠানের দ্বারা মানুষে মানুষে প্রেম বাড়ে, হিংসা কমে, ঐক্য বাড়ে, বিচ্ছেদ কমে, অস্থায়ী সুখের প্রতি অনাস্থা আসে, স্থায়ী সুখের প্রতি আগ্রহ আসে, তাহাই পুণ্য কাজ। যে অনুষ্ঠান স্বার্থ অপেক্ষা পরার্থকে বড় করিয়া দেখিতে শিখায়, নিজের ব্যক্তিগত সুখের কামনাকে হ্রস্বীভূত করিয়া সর্ব্বজনের সুখকামনাকে প্রবলতর করে, তাহাই ধর্ম্ম।

(২৭৭)

ক্ষুদ্র সাফল্যকে ক্ষুদ্র মনে করিও না, ছোট ছোট সাফল্য মিলিয়া মহৎ সাফল্যের জন্ম দেয়। উৎসাহ নিয়া কাজ কর। সর্ব্বশক্তি নিয়া কাজে নাম। পূর্ণ সাফল্য সম্পর্কে সুদৃঢ় প্রত্যয় প্রতিষ্ঠা কর প্রাণে। অন্তর হইতে সাফল্যের আশ্বাস আসিলে বাহিরের ব্যর্থতা চূর্ণ হইয়া যাইবে।

(২৭৮)

হতাশা ক্লীবের আর পলায়ন কাপুরুষের ধর্ম্ম। জীবন-সংগ্রামে জয়ী তুমি নিশ্চিতই হইবে, এই বিশ্বাস রাখিয়া অমাবস্যার অন্ধকারকেও কর অস্বীকার, বিশ্বাসের আলোক– রেখায় পথ চিনিয়া চল।

(২৭৯)

অন্ধকারের ভিতরে যে আলোক দেখিয়াছে, বিদ্বেষের ভিতরেও যে প্রেম পাইয়াছে, সে-ই দেখিয়াছে এবং পাইয়াছে। অপরের চক্ষু থাকিতেও অন্ধ, অপরের অনুভূতির ভাণ্ডার পূর্ণ থাকিতেও রিক্ত। বিশ্বস্রষ্টার সৃষ্টিতে অনাবশ্যক বস্তু কিছুই নাই। প্রেম সত্যের শাশ্বত রূপ, বিদ্বেষ তাহার অস্থায়ী বিভ্রম।

(২৮০)

উজ্জ্বল তপস্যা ব্যতীত উজ্জ্বল জীবন লাভ হয় না। তোমরা আপাততঃ সুন্দর থাকিবার চেষ্টা না করিয়া নিজেদের অন্তরের শাশ্বত সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলিবার জন্য প্রতিজনে সাধনে নিমগ্ন হও। ইহাতে কণ্ঠের কোলাহল কমিয়া যাইবে, অন্তরের রাগিণী স্ফূর্ত্ত হইবে।

(২৮১)

দুর্যোগের সহিত নির্ভয়ে লড়াই দিতে পারার মধ্যেই ত' বীরের বীরত্ব, পুরুষের পুরুষত্ব। ভীত না হইয়া অগ্রসর হইয়া যাও। দক্ষিণে, বামে, এমন কি পশ্চাতেও দৃষ্টি রাখিতে দোষ নাই। উহা সতর্কতা, উহা আবশ্যক কিন্তু অগ্রগতিতে বাধা মানিও না।

(২৮২)

সর্ব্বপাপ ঈশ্বরে সমর্পণ কর। তিনি তোমার সকল গ্লানি অপহরণ

করিবেন। নির্ভয়ে চল পথ, জীবন-সংগ্রামের সকল কঠোরতাকে এবং মায়াযুদ্ধের সকল হতবুদ্ধিকর আকস্মিকতাকে নিতান্ত স্বাভাবিক বলিয়া স্বীকার করিয়া নিয়া ঈশ্বর-বিশ্বাসের সম্বল লইয়া অগ্রসর হও। থামিয়া থাকিও না, থমকিয়া যাইও না, চাঞ্চল্যের চমক দেখিয়া তোমার গমক কমাইও না।

(২৮৩)

যেখানে স্বাধীনতা আছে, ভয়ের সেখানে অধিকার নাই। যেখানে ভয় আছে, স্বাধীনতারও সেখানে অধিকার নাই। ভয় যেখানে শ্রদ্ধা হইতে জাগে, সেখানে ভয় পবিত্র বস্তুও। ভয় যেখানে উৎপীড়নের আশঙ্কা হইতে জাগে, ভয় সেখানে সর্ব্বসময়েই হিতকর নহে। কখনো কখনো ভয় সেখানে সতর্কতার উত্তেজক হইতে পারে, সুতরাং প্রকারান্তরে হিতকর হয়, পরন্তু অধিকাংশ সময়েই ভয় সেখানে অকল্যাণের প্রশ্রয় দেয়, পাপের জনক হয়।

(২৮৪)

আমরা সত্যের উপাসক। আমরা মানুষের স্বার্থসিদ্ধির ক্রীড়নক হইতে পারি না। জীবের নিঃশ্রেয়স কল্যাণ লক্ষ্য করিয়া আমরা চলিব। সুতরাং আমাদিগকে নির্ভীক হইতে হইবে। দুর্ব্বলতাকে যত্ন করিয়া যাহারা বক্ষে পোষণ করিবে, জগতের শ্রেয়ঃসাধক কর্ম্ম তাহাদের দ্বারা কখনও হইতে পারে না।

(২৮৫)

আমি তোমাদিগকে জ্ঞান-কর্ম্ম-প্রেমের পরিপূণ সমন্বয়ের মধ্য দিয়া পরম লক্ষ্যে পরিচালিত করিতে চাহি। জ্ঞানী হইলে কর্ম্ম করিব না, কর্ম্মী হইলে ভক্তির কি প্রয়োজন, ভক্তের আবার জ্ঞনের বালাই কেন,—এই সকল খণ্ডমনোভাব বর্জ্জন করিয়া একই আধারে, একই জীবনে, একই লক্ষ্যে চলিতে চলিতে জ্ঞান-কর্ম্ম-প্রেমকে সমান ভাবে নিজের মধ্যে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। এই জন্যই আমি আধ্যাত্মিক সাধন প্রদান করিয়া সঙ্গে সঙ্গে জনসেবাব্রতেও তোমাদের দীক্ষিত করিয়াছি। এই জন্যই আমি তোমাদের ভক্তির অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাত্ম জ্ঞান ও পার্থিব বিজ্ঞান

এতদুভয়ের অনুশীলনকে প্রয়োজনীয় বলিয়া নির্দ্দেশ দিয়াছি।

(২৮৬)

আমি চাহি কাজ। গালভরা কথা কর্ণ-রসায়ন হইতে পারে কিন্তু তাহাতে প্রাণের পিপাসা মিটে না।

(২৮৭)

গোপনতা দুর্ব্বলতার রূপান্তর। দুর্ব্বলতা পাপ, তাই গোপনতাও পাপ। সরল, সহজ, অকপট জীবন-পথে যে নিঃসঙ্কোচে চলিতে পারে, জগতে তাহার মত সুখী কেহ নাই।

(২৮৮)

মন হইতে সকল উদ্বেগ, আশঙ্কা এবং ভীতিকে দূর করিয়া নিয়ত নিশ্চিন্ত মনে কাজ করিবার অভ্যাস অর্জ্জন কর। এমন শান্তি আর কিছুতে নাই।

(২৮৯)

জীবনভরা উচ্চাদর্শ নিয়া যাহারা পথ চলে, তাহাদের অকালমৃত্যু কেবল ব্যক্তির বা পরিবারের ক্ষতি নহে, দেশের, দশের, সমাজের ও জগতের সকলের ইহা ক্ষতি। অনুরূপ ক্ষতি হইতে দেশ ও জগৎ রক্ষিত হউক, এই কামনা সকলকে ব্যাকুল করুক।

(২৯০)

আমার সন্তানগণ আমার মত হইল না, এই দুঃখ করিয়া লাভ নাই। বারংবার তাহারা ভুল করিবে, শতবার তাহারা বিপথে চলিবে, সহস্রবার তাহারা কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইবে এবং ইহারই মধ্য দিয়া তাহাদিগকে গড়িয়া তুলিবার দুর্দ্দমনীয় উৎসাহ নিয়া আমি চলিব। যে যত পিছনে পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার জন্য আমার দরদ তত বেশী, লক্ষ্য তত তীক্ষ্ম, আশা তত অধিক। আমার স্নেহের গভীরতা যদি মাত্র ইহারা একটুখানি বুঝিতে পারিত, তাহা হইলেই ইহাদের সর্ব্বদোষ দেখিতে না দেখিতে বিদূরিত হইত।

(২৯১)

ঝড়-ঝঞ্ঝা নিয়াই জীবন। জীবিত থাকিব অথচ সংগ্রাম করিব না, ইহা জীবনের লক্ষণ নহে। সংগ্রাম করিব, জয়ী হইব এবং মানুষের মত বাঁচিয়া থাকিব—ইহাইজীবন। কেহ উৎপীড়ন করিয়াছে, করুক ; তোমরা সত্যে সুস্থির থাক। অসত্যের প্রতিকার অসত্য দ্বারা না করিয়া সত্য দ্বারা কর। সত্যের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী অস্ত্র জগতে আবিষ্কৃত হয় নাই। অপবাদে দুর্ব্বল হওয়া বা ভয় পাওয়া মূর্খতা মাত্র। অপবাদকারীকে শত্রু জ্ঞান না করিয়া মিত্র ভাবিয়া চলিও। তোমার মন যতই নির্বিদ্বেষ হইবে, তাহার অপবাদ করিবার ক্ষমতা তত কমিতে থাকিবে। ভ্রান্ত ভ্রাতা বা ভগিনীকে রুষ্ট ব্যবহার দ্বারা শাসন না করিয়া কখনও প্রেম, কখনও উদাসীনতার দ্বারা জয় করা সহজতর পথ। বিদ্বেষবর্জ্জিত মন জগতের সকল বাধাকে জয় করে, কারণ তাহাতে চঞ্চলতা, উত্তেজনা, উদ্বেলতা ও আত্মহারা ভাব থাকে না বলিয়া সে এককেন্দ্রিক হইয়া চতুর্দ্দিকে মহাশক্তির খেলা শুরু করিতে পারে। মনকে স্থির কর, ধীর কর, একাগ্র কর। বিরুদ্ধবাদী ও বিরুদ্ধকারীরা নিজেরাই নিজেদের অন্তরে ধিক্কার অনুভব করিয়া লজ্জায় চুপ মারিয়া যাইবে।

(২৯২)

পরস্পরের ছিদ্রান্বেষণের পথে না গিয়া একে অন্যের গুণরাজির আবিষ্করণে আত্মনিয়োগ কর। স্বল্পগুণ-ব্যক্তিকেও গুণানুসন্ধানের ফলে অশেষ-গুণান্বিত হইবার চেষ্টা-পথে প্রবর্ত্তিত করা যায়। কে কতটুকু কর্ত্তব্যচ্যুতি ঘটাইল, তাহা আলোচনা না করিয়া, কে কোন্ ক্ষুদ্র কর্ত্তব্য সুষ্ঠু ভাবে সম্পাদন করিল, তাহার প্রশংসায় চিত্তমন মুখরিত হউক। মৌখিক প্রশংসা অনেক সময়ে চাটুভাষ বা রসনার শিথিলতারই প্রমাণ—স্বরূপ হয়। অন্তরের প্রশংসাতে তোমাদের মুখের ঔজ্জ্বল্য ফুটিয়া উঠুক।

(২৯৩)

প্রেমের প্লাবনে পল্লী-নগর, কানন-প্রান্তর, পাহাড়-পর্ব্বত সব তোমরা [illegible] প্রেমের বলে যাহা করিতে পারিবে, জ্ঞানের বলে

তাহা অসম্ভব। প্রেম বিদ্যুতের গতিতে চলে, জ্ঞান ধীর, স্থির, প্রশান্ত। এই জন্যই জ্ঞানী-কর্ম্মীদের গতি শ্লথ, প্রেমী-কর্ম্মীদের গতি অবরাতি, দুর্দ্দাম ও সুদ্রুত। প্রেমকে সত্যোপলব্ধির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রথ চালাইলে, জ্ঞান গতিশীল হয়। প্রকৃত সত্য কি, তাহা কেহ জানিল না, প্রকৃত সত্য কিরূপ, তাহা কেহ চিনিল না, মোহের আকর্ষণে জগন্ময় সকলে ঘুরিয়া বেড়াইল,–ইহাকে আমি প্রেম বলিতে চাহি না। প্রেমের আস্ফালন প্রেম নহে, প্রেমে মজিয়া নিজেকে তিলে তিলে জগতের সেবায় নিঃশেষে দান করিয়া দেওয়ার মধ্যে রহিয়াছে প্রেমের প্রমাণ। জ্ঞানকে শত্রু বলিয়া ভাবিও না, তাহাকে প্রেমের সহিত সমন্বিত করিয়া লও। তবেই তোমরা দুর্দ্ধর্ষ হইবে।

(২৯৪)

কলিযুগে সকলের বলই বল, একাকী একজনের বল বল নহে, বরং দুর্ব্বলতা। সকলের সকল সামর্থ্য আনিয়া একটা স্থানে লাগাইব, তবে করিলাম কাজ। প্রতিভা দম্ভ সৃষ্টি করে। এজন্য এই যুগে প্রতিভা অপেক্ষা ঐক্যের দাম অধিক।

(২৯৫)

ভিক্ষা চাহিবার ও পাইবার অভ্যাস কেবলই আলস্যবর্দ্ধক, তাহা নহে, ইহা সংক্রামক ব্যাধির মত মারাত্মক।

(২৯৬)

একমাত্র ঈশ্বরদর্শন ব্যতীত জগতের আর কোনও মহৎ কার্য্য একাকীসাধ্য নহে, এমন কি ঈশ্বরদর্শনের অনুকূল অবস্থাও দশজনের সহযোগে সৃষ্টি করিয়া নিতে হয়। কেবল নিজের বলে ভরসা করিও না, সকলের বল একত্র করিয়া প্রত্যেকটী কাজ কর।

(২৯৭)

তোমরা প্রত্যেকেই মহৎ কার্য্য-সমূহ করিবার জন্য ধরায় আসিয়াছ। বিরূপ বিরুদ্ধ অবস্থায় পড়িয়াছ বলিয়া মনে করিও না যে,

তাহা তোমরা সম্পাদন করিতে পারিবে না। অন্তরের অনন্ত আশা-প্রবাহকে কখনও শুষ্ক হইতে দিও না।

(২৯৮)

বন ও পাহাড়ে আমার মন পড়িয়া আছে। তরুণ বাল্যে পক্ষিরাজ ঘোড়ায় চড়িয়া মন ছুটিয়া গিয়াছিল বন-পর্ব্বতবাসী নানা জাতির মানুষের মধ্যে। রাক্ষস-খোক্ষসের গল্প পড়িয়া তাহাদিগকে কখনও মনে মনে ভয় পাই নাই। কেবল সন্দেহ হইয়াছে যে, ইহাদের ভাষা বুঝিতে পারি না বলিয়াই বুঝি হইাদিগকে বক, হিড়িম্ব, খর, দূষণ প্রভৃতি নানা অপাংক্তেয় নাম দিয়া দূরে সরাইয়া রাখা হইতেছে। ছোট বয়সে যাহা সন্দেহ মাত্র ছিল, পরিণত বয়সে তাহা প্রত্যয়ের রূপ পাইয়াছে। ইহাদিগকে অবজ্ঞা করিয়া আমরা ভাল করি নাই। ইহাদিগকে ভালবাসিতেই হইবে।

যে যেখানে আছে যত দূরে
সবারে তুলিয়া লহ কোলে,
অতীতের শত অনাদর
সবাই নিমেষে যেন ভোলে।
সবারে আপন কর প্রেমভরে টানি'
তোমাদের তরে আজ এই মোর বাণী।

(২৯৯)

অতিশ্রমে শরীর যত কাবু হয়, তার দশগুণ, বিশগুণ, বা একশত গুণ কাবু হয় দুশ্চিন্তায়। অতিশ্রমটাকে লোকে দেখিতে পায়, কিন্তু দুশ্চিন্তাকে কেহ দেখিতে পায় না। এই জন্যই দুশ্চিন্তায় ভাঙ্গা শরীর মেরামত করা চিকিৎসকের সাধ্য নহে। মনকে পরমেশ্বরে অর্পণ কর, তাঁহার চরণে মনকে বিশ্রাম দিয়া দিয়া সবল, সতেজ এবং সহিষ্ণু করিয়া তোল। সকল আপদ কাটিয়া যাইবে।

(৩০০)

সেনাপতির আদেশ সৈন্যেরা সকলে মিলিয়া বিচার করিয়া সমালোচনা করিয়া তারপরে ভাল বোধ করিলে পালন করিবে, ইহাই

যদি হয় রীতি, তাহা হইলে পৃথিবীতে সৈন্যদল থাকিবার কোনও অর্থই হইবে না। নির্দ্দেশ শুনিব না অথচ নেতা বলিয়া মানিব, উপদেশ পালন করিব না অথচ গুরু বলিয়া প্রণাম করিব,–ইহা এক নিদারুণ সঙ্কট। গুরুর আদেশ পালন শিষ্যের যে কত বড় আনন্দজনক কার্য্য, তাহা তাহারা কি করিয়া বুঝিবে, যাহারা শিষ্য নামে কেবল আত্ম পরিচয়ই দিয়া থাকে কিন্তু গুরুকে ভালবাসে না?

(৩০১)

চিরকুমার থাকিয়া জগতের মহৎ সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করিবে জানিয়া প্রীতি হইলাম। ইহাই ত' মানুষের মত মানুষের অভীপ্সা। যে কেবল নিজেকে লইয়া বিব্রত থাকে, সে নরাধম ও পশু। যে পরের হিতসাধনের জন্য নিজ জীবন উৎসর্গ করে, সে নরোত্তম ও দেবতা। কিন্তু তোমার যে পিসীমা তোমাকে তোমার মায়ের অভাব ভুলাইয়া আবাল্য পালন করিয়া মানুষ করিয়াছেন, তাঁহার বার্দ্ধক্যদশায় তাঁহার প্রতি কর্ত্তব্যের কথা ভুলিয়া যাইও না, তাঁহার সেবার সুযোগগুলির পূর্ণ সদ্ব্যবহারে কখনও কুণ্ঠিত হইও না। জগজ্জনের সেবা যেমন মহনীয়, হিতকারী গুরুজনদের কাছ হইতে প্রাপ্ত উপকারকে বিস্মৃত হইয়া যাওয়া তেমনই গর্হণীয়।

(৩০২)

কাজের সময়ে কাহাকেও পাওয়া যায় না, ইহার কারণ এই যে, কাজের প্রতি লোকের দরদ, কর্ত্তব্যবুদ্ধি এবং আবশ্যকতাবোধ জাগাইতে পার নাই। সুতরাং লোকের প্রাণে এই অনুভবগুলি জাগাইয়া তুলিবার জন্য চেষ্টা কর।

(৩০৩)

সংসারে যাঁহারা আছেন তোমার মুখাপেক্ষী, তাঁহাদের প্রতি যথাসাধ্য কর্ত্তব্যপালন করিয়াই তোমাকে ত্যাগ, সংযম, ব্রহ্মচর্য্য ও ঈশ্বর-সাধনের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। তোমার জীবনটা হউক সকল বিরুদ্ধ অবস্থার ও প্রকৃতির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টার একটা ত্রুটীহীন সদ্দৃষ্টান্ত। এতকাল ব্রহ্মচর্য্যপ্রার্থী ব্রহ্মদর্শনলিপ্সু ব্যক্তিরা পিতামাতার প্রতি কর্ত্তব্যের অপালনকে করিয়াছেন প্রশংসা। আবার সংসারাশ্রম-গ্রহণকারী

আত্মীয়পরিজনের প্রতি কর্ত্তব্যপালনকারী ব্রহ্ম ও ব্রহ্মচর্য্যে করিয়াছেন অবহেলা। উভয়তঃই দেখিতে পাইয়াছি, সামঞ্জস্যের অভাব, একদেশ-দর্শিতাও একপ্রকারের মানসিক দুর্ব্বলতার প্রতি অন্যায় প্রশ্রয়দান। এই অবস্থার পরিবর্ত্তন ও পরাভাব সাধন তোমরাই করিবে।

(৩০৪)

উচ্চ লক্ষ্য লইয়া নির্ভয়ে চল। মন ও জীবন হইতে ভয় ও অবিশ্বাসকে দূর করিয়া দাও। যে বিশ্বাসী, সে সহজ নির্ভীক। অবিশ্বাসই আনে ভয়, ভীতি, ভাবনা। জগতের প্রত্যেক জীবের হও হিতকামী।

(৩০৫)

জীবনের যে পরম পথ ও মহনীয় আদর্শ পাইয়াছে, তাহার প্রতি বিশ্বের প্রতিটি প্রাণীর স্নেহ, শ্রদ্ধা, অনুরাগ ও আস্থাকে আকর্ষণ কর। আর, তাহার শ্রেষ্ঠ উপায় হইতেছে নিজের জীবনে আদর্শকে মূর্ত্তিমান্ করিয়া তুলিবার চেষ্টা– অবিচল বিক্রমে, অবিরাম অবিশ্রাম নিজে কেবলই সেই পুণ্য-পথে অগ্রসর হইয়া যাইতে থাকা। সমগ্র বিশ্বকে মুক্তির আস্বাদ দিবার যোগ্যতা অর্জ্জনের পূর্ব্বে তুমি থামিতে পার না।

(৩০৬)

উৎসাহ জীবনের লক্ষণ, অবসাদ মরণের। বিশ্বাস প্রাণের প্রাচুর্য্য বর্দ্ধন করে, অবিশ্বাস করে পরমায়ু-হরণ। সদ্‌বুদ্ধি, সদ্‌রুচি, সচ্চরিত্রতা বিশ্বাসকে করে দৃঢ় এবং বক্ষকে করে প্রশস্ত। লোকের চক্ষে তাক লাগাইয়া দিবার মধ্যে কোনও কৃতিত্ব নাই। নিজের কাজে নিজের প্রতি শ্রদ্ধাবৃদ্ধি ঘটিলে উহাই প্রকৃত কর্ম্মিষ্ঠতা ও কৃতিত্ব। তোমার কর্ম্ম তোমাতে তোমার শ্রদ্ধাকে করুক বর্দ্ধিত। অর্থে দরিদ্র হইলেই কেহ দরিদ্র হয় না। প্রাণের দারিদ্র্যই দারিদ্র্য।

(৩০৭)

হারাণো স্বাস্থ্যের জন্য অনুতাপ করিও না। যাহা একবার যায়, তাহা ফিরিয়া পাওয়া কঠিন কিন্তু নূতন করিয়া নিজের ভাগ্য নিজে রচনা করিয়া লইবার যোগ্যতা ভগবান্ মানুষকে দিয়াছেন। আয়ু চলিয়া গেলে পাওয়া যায় না। কিন্তু যেটুক চলিয়া গিয়াছে, তাহার দশগুণ আয়ু পাইলেও

জীবন যত মহৎ, যত সুন্দর, যত সার্থক করা সম্ভব হইত না, আয়ুর অবশিষ্ট অতি ক্ষুদ্র অংশ হইতেই তাহার দশগুণ সার্থকতা চয়ন করিবার যোগ্যত শ্রীভগবান্ তোমার ভিতরে অতি সঙ্গোপনে লুক্কায়িত ভাবে সংরক্ষণ করিয়াছেন। ভাবী সুবিশাল মহামহীরুহের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বীজটুকুর ন্যায় ইহা নিজের ভিতরে নিজেকে লুকাইয়া রাখিয়াছে। আত্মবিশ্বাসের বলে, ভগবদ্বিশ্বাসের বলে তুমি তাহার পূর্ণ বিকাশ ঘটাও। অতীত ভুলিয়া যাও, হাহাকার পরিহার কর, চঞ্চল বর্ত্তমানটুকুকে সুস্থির ভবিষ্যৎ রূপান্তরিত করিবার জন্য সঙ্কল্পারূঢ় হও।

(৩০৮)

নির্ভীক হইবার উপায় হইতেছে নিজের অমরত্বে বিশ্বাসী হওয়া। অগ্নি তোমাকে ভস্ম করিতে পারে না, জল তোমাকে পচাইতে সমর্থ নয়, বায়ু তোমাকে শুষ্ক করিতে অক্ষম, ইন্দ্রিয়বিকার তোমার বিকার ঘটাইতে অপারগ, পাঞ্চভৌতিক সহস্র উপপ্লবে মহাপ্রলয় ঘটিয়া গেলেও তোমার লয় নাই, ক্ষয় নাই–এই বিশ্বাস হইতে আসে প্রশান্ত অভয়। এই বিশ্বাসকে অন্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই জগতের যত সাধনপথ আবিষ্কৃত হইয়াছে। কেহ বা নিজের মধ্যে পরমেশ্বরকে দেখিয়া, কেহ বা পরমেশ্বরের মধ্যে নিজেকে দর্শন করিয়া জগতের সকল ভয় ভুলিয়াছে। তোমার পক্ষেও তাহা অসাধ্য নহে।

(৩০৯)

অফুরন্ত কর্ম্মের মধ্যে ডুবিয়া থাকিয়াও ঈশ্বর-প্রণিধান সহজ হয়, যদি কর্ম্মকে ঈশ্বরোদ্দেশ্যে অনুষ্ঠান করা যায়, যদি কর্ম্মের ফল তাঁহারই চরণে অর্পণ করা যায়, যদি কর্ম্মকে ব্রহ্ম বলিয়া জানা যায়। ইহা সুমহৎ তপস্যা হইলেও কঠিন নহে। সামান্য অভ্যাসের ফলে ইহা আয়ত্ত হইয়া থাকে।

(৩১০)

আমি শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব বা ব্রাহ্ম কাহারও পর নহি। সকলের সাধন-পথে, সকলের সাধন-মতে সত্য আছে, ইহা আমি নিজ-জীবনের সাধনার দ্বারা জানিয়াছি। আমার বাল্যে আমি শ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসের

নাম বা উপদেশাবলী অবগত হইতে পারি নাই। নতুবা নিজে উপলব্ধি করিয়া জানিবার অনেক আগেই সকল মত ও সকল পথে যে সত্য আছে, এই কথাটি জানিতে পারিতাম। অবশ্য, শুনিয়া জানা আর অনুভূতিতে পাওয়া দুইটী আলাদা কথা। কিন্তু জগতের যেখানে যে পূর্ণ অনুভূতি পাইয়াছে, তাহার উপলব্ধির সহিত অন্যতর ও মহত্তর ব্যক্তিদের উপলব্ধিতে পার্থক্য ঘটিবার কারণ অত্যল্প। নিশ্চয়ই আমি কোনও নির্দ্দিষ্ট একটী ধর্ম্মমতের গণ্ডীকে বাঁচাইবার জন্য আসি নাই। নিশ্চয়ই আমার প্রয়াস একটা সম্প্রদায়-বিশেষের অভ্যুদয়-পানে তাকাইয়া চলিতেছে না। আমি নিখিল বিশ্বের নিখিল মানবের পরিত্রাণ চাহি এবং কাহারও সাধন পন্থাকে ক্ষুণ্ন বা অসম্মান না করিয়াই তাহা সাধন করিব।

(৩১১)

সনাতন ধর্ম্ম অকূল পঙ্ক-সাগরে নিমজ্জিত হইয়া ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে। সনাতন ধর্ম্মের ধ্বজা উড়াইয়া আমরা নিজেদের অনাচার ও পাপের বোঝা দিয়া ধর্ম্ম বেচারীর ভরা ডুবি ঘটাইতেছি। এই দুরবস্থার প্রতিকার-সাধনের জন্য সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বজনীন যে বিরাট প্রচেষ্টা আবশ্যক, আমি তাহাকেই মূর্ত্তিমতী করিয়া তুলিতে চাহিতেছি। বরাহরূপী ভগবান্ বিষ্ণুর করাল দংষ্ট্রাঘাতে পাপপঙ্কনিমজ্জিতা দুঃখিনী ধরিত্রদেবী এবার ঊর্দ্ধে উঠিয়া আসিবেন।

(৩১২)

উচ্চ উচ্চ ভাবপূর্ণ মহচ্চিন্তার ধ্যান জমাইলেই চলিবে না, সেই মহাভাবগুলিকে জীবনের অনুশীলনেও আনা চাই। নিরবচ্ছিন্ন ধ্যান প্রত্যক্ষ কর্ম্মে ভাবের রূপায়নে সহায়তা করে, ভাবানুযায়ী অনলস কর্ম্মোদ্যম ধ্যানের স্থায়িত্বকে সমগ্র জীবন-ব্যাপী করে। সৎকর্ম্মানুশীলনহীন সচ্চিন্তা অনেক সময়ে পরমা সুন্দরী বন্ধ্যার ন্যায় অনুকম্পার সামগ্রী, সুমহচ্চিন্তার ধ্যানাবেশ-রিক্ত ভাব-গাম্ভীর্য্যবঞ্চিত সৎকর্ম্ম অগভীর খাতে প্রাবাহিত জল-প্রবাহের মত অনেক সময়ে পঙ্কিল হইয়া থাকে।

(৩১৩)

ছোটর চাইতে ছোট আছে, বড়র চাইতে বড় আছে। ছোট বলিয়াই

বা কাহাকে অবজ্ঞা করিবে, বড় বলিয়াই বা কাহাকে সম্মান দিবে ? সকল বড় এবং সকল ছোটর মধ্যে নিত্যকাল-বিরাজিত একজন আছেন, যিনি সকলকে স্নেহের বুকে আবরিয়া রাখিয়াছেন। সকল ছোট ও সকল বড়কে তাঁহারই বুকজুড়ান ধন জানিয়া সমান আদরে বরণ কর। তোমার দৃষ্টিতে সকল ছোট আর সকল বড় সমান হইয়া যাউক।

(৩১৪)

অতীত যুগের যে সাধনা চিরন্তন সত্যকে লইয়া, কেন তাহা বর্ত্তমানের দাবী মিটাইতে অক্ষম হইবে ? অতীতের বলিয়াই প্রকৃত –সত্য কখনও মৃতের পর্য্যায়ে পড়িতে পারে না।

(৩১৫)

বর্ত্তমান যুগের মানুষ যাহা জানে না, বুঝে না, বুঝিতেপারে না, তাহা যদি তুমি জানিয়া থাক, বুঝিয়া থাক, তবে কেন তুমি কম্বুকণ্ঠে তোমার বাণী সকলকে ডাকিয়া শুনাইবে না ? ইহাদের কাণে নূতন শুনাইতেছে বলিয়াই সত্য কখনও মিথ্যা হইয়া যাইতে পারে না। অতীতের অমর সত্য ভাবী-কারের কুশলের জন্য নূতন ভাবে প্রচারিত হইতেছে। ইহা বুঝিতে অক্ষম হইয়া কেহ প্রতিরোধ করিতেছে বলিয়াই তুমি তোমার গতিপথে থামিয়া যাইতে পার না।

(৩১৬)

এমন কোন্ সত্য আছে, যাহা কোনও মানুষ কোনও দিন জানে নাই ? এমন কোন্ সত্য আছে, তাহা কোনও মানুষ কোনও দিনই জানিবে না ? ব্যক্তি বিশেষ একটী সত্যকে জগতের কাছে ধরিলেন, জগৎ তাহার কাছ হইতে নূতন জ্ঞান শিখিল,–ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, এই জ্ঞান ইহার আগে আর কেহ পায় নাই। জগতের বিশেষ একজন জ্ঞানীকে অপর সকল অগ্রজন্মাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতীয়মান করার জন্য যে-সকল বাগ্‌বিস্তার করা হয়, তাহার অধিকাংশই সাম্প্রদায়িক উৎসাহ হইতে সঞ্জাত। নিত্য সত্যের পূর্ণ জ্ঞান অনেকেই অতীতে পাইয়াছিলেন, অনেকেই ভবিষ্যতেও পাইবেন, তথাপি তাঁহারা প্রতিবেশ বুঝিয়া, পরিস্থিতি বিচার করিয়া, উপযোগিতার দিকে তাকাইয়া

অখণ্ড সত্যের একটী দুইটি খণ্ডাংশের প্রচারের দিকে বেশী লক্ষ্য দিয়াছেন, এই মাত্র বলিতে পার। কে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, কেবা নিকৃষ্ট, এই সকল তুলনামূলক আলোচনা পরিহার করিও।

(৩১৭)

যাবতীয় জগদ্বাসীকে শিশুতুল্য জ্ঞান করিয়া মহাপুরুষেরা তাহাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন। আবার নিজেদিগকে শিশু তুল্য জ্ঞান করিয়া তাঁহারা প্রাণবান্ ও নিষ্প্রাণ যাবতীয় বস্তু হইতে উপদেশ সংগ্রহ করিয়াছেন। শিশু না হইলে প্রাজ্ঞ হওয়া যায় না, প্রাজ্ঞ না হইলে শিশুত্ব লাভও সম্ভব নহে।

(৩১৮)

নিবিড় তিমিরাচ্ছন্ন অজ্ঞান পৃথিবীর বুকে দাঁড়াইয়া যখন একজন জ্ঞানী বলেন, —এস বিশ্বাসী, আমার বাক্য পালন কর, আমার পদাঙ্ক অনুসরণ কর, আমার বাণীকে ভগবানের বাণী বলিয়া মানিয়া লও,— তখন নিশ্চিন্তে সকলে তাঁহার নির্দ্দেশ মান্য করিতে পারে। করেও। কিন্তু যখন নানা দিকে নানা জ্ঞানী দাঁড়াইয়া নিজেকেই একমাত্র সত্যদ্রষ্টা ঋষি বলিয়া ঘোষণা করেন, তখন সাধারণ মানুষের সরল সহজ বিচার-বুদ্ধিও বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে। সে জ্ঞানীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্টের বিচার করা আবশ্যক বোধ করে। শ্রেষ্ঠ—নিকৃষ্টের বিচারে বসিয়া সে নিজেকে জ্ঞানীর পদবীতে তুলিয়া ধরে। নিজেকে জ্ঞানী বলিয়া ভাবিবার সাথে সাথে অহং-রূপ অজ্ঞান তাহাকে আক্রমণ করে। এই সময়ে পরমেশ্বরকেই সর্ব্ব জ্ঞানের আকর জানিয়া তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিতে হয়। তাহা হইলে বুদ্ধি-বিভ্রংশ দূর হয়, অন্তরের শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

(৩১৯)

মহতের বাণী ঈশ্বরের বাণী বলিয়া বিশ্বাস করিও। পরস্পর-বিরোধী বহু বাণীর মধ্যে কোন্ বাণীটী ঠিক তোমারই জন্য, তাহা বুঝিবার জন্য নিজের অন্তরে নিজের বাণীও শুনিবার চেষ্টা করিও। সংস্কার-বর্জ্জিত মুক্ত অন্তর তোমাকে তোমার প্রকৃত প্রয়োজন বুঝাইয়া দিবে। সহস্র প্রকারের সুস্বাদু পানীয় সুসজ্জিত রহিয়াছে কিন্তু তোমার প্রয়োজন সুশীতল বারি।

(৩২০)

জগতের সকল সম্প্রদায় একটী মাত্র বৃহত্তর সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত। জগতের সকল জাতি একটী জাতিরই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। জগতের সকল পরিবার একটী পরিবারেরই অংশ। জগতের সকল গৃহ একটী গৃহেরই প্রকোষ্ঠান্তর মাত্র। সেই বৃহতের দিকে লক্ষ্য; রাখিয়া চলিলে ক্ষুদ্র কলহ মিটিয়া যায়।

(৩২১)

স্ত্রী-পুত্র পরিজন লইয়া তোমার পার্থিব সংসার। শিষ্য শিষ্যা-ভক্ত-গোষ্ঠী লইয়া তোমার গুরুদেবের অপার্থিব সংসার। কিন্তু উভয়ের সংসারই আরও কোটি কোটি সংসার লইয়া এক বৃহত্তম মহত্তম সংসারের ভিতরে রহিয়াছে। সেই সংসার সীমাহীন। তাই, সেই সংসারের সহিত তোমার সংস্রব যত নিবিড় ও গভীর হইবে, তোমার ক্ষুদ্র সংসার তত অসীমতা ও অনন্ততা লাভ করিবে।

(৩২২)

স্ব-সম্প্রদায়ের প্রতি মমত্ব ভাল, কিন্তু ভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ ভাল নয়। নিজের ছেলেকে ভালবাসেন বলিয়া কি পিতামাতাকে অপরের ছেলের প্রতি বিদ্বেষ-পোষণ করিতেই হইবে ? স্বদেশের প্রতি অনুরাগ অবশ্যই ভাল কিন্তু তার জন্য বিদেশের প্রতি বিরূপ হইবার প্রয়োজন নাই। জগতের সকল দেশ ত' একটী দেশেরই অংশ। জগতের একাংশের নরনারীরা অপরাংশের নরনারীদিগকে পর ভাবিবে না ?

(৩২৩)

যেখানে আমাকে কেহই জানে না, সেখানেও আমি আমার কাজ করিয়া যাইতেছি। যেখানে কেহ আমার নাম পর্য্যন্ত শোনে নাই, আমার সবল [illegible] সুদৃঢ় বাহুযুগল সেখানেও সকলের অদৃশ্যে আপন কর্ম্ম সাধিয়া যাইতেছে। স্থূল শরীর ধারণ করিয়াও দূর-দূরান্তরে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম-ভাবে মানব-মনের জমিতে হাল চালানো, নিড়ানো, বীজবপন চলিতে পারে। বসন্ত ঋতু ঢাক পিটাইয়া বনের ভিতরে প্রবেশ করে না। কিন্তু তাহার প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে গাছে গাছে ঝরা পাতার বোঁটায় বোঁটায় নূতন পত্রোদ্‌গম হয়, কিশলয়ে কিশলয়ে পুষ্পগুচ্ছ অবগুণ্ঠন তুলিয়া মুখ

খুলিয়া চ'খ মেলিয়া চারিদিকে তাকায়।

(৩২৪)

সকল নদী যেমন সমুদ্রে গিয়া মিলিত হয়, সকল ধর্ম্ম তেমন ঈশ্বরে গিয়া মিলিত হয়। ঈশ্বরে অনুরাগ থাকিলে ধর্ম্মে ধর্ম্মে দ্বেষের কারণ আর থাকে না। ঈশ্বর অপেক্ষা নিজ নিজ সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর অভ্রান্ততার প্রতি অত্যধিক অনুরাগ হেতুই তোমরা ধর্ম্মে ধর্ম্মে দ্বন্দ্বযুদ্ধ চালাইতে সমর্থ হইতেছ। আসল জিনিষ চিনিলে আর নকল লইয়া কেহ মাতামাতি করে না।

(৩২৫)

পৃথিবীর সমস্ত ভাষা কি এক হইবে? পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্র মিলিয়া কি একটী রাষ্ট্র হইবে? পৃথিবীর সমস্ত জাতি মিলিয়া কি একটী জাতি হইবে? পৃথিবীর সকলের সকল পিপাসা মিটাইতে পারে, এমন সরোবর কি কখনো সৃষ্ট হইবে?—হইবে। সকল মানবের মন একমাত্র ঈশ্বরে সমাহিত হইলে ভাষা, রাষ্ট্র, জাতি, বর্ণ, বৈচিত্র্য ও নানাত্বের কোলাহলের মধ্যখানেও একত্বের উপলব্ধি জাগিতে কতক্ষণ? অন্তরে যাহাকে এক বলিয়া পাইয়াছি, বাহিরে তাহাকে এক করিতেই বা কতক্ষণ।

(৩২৬)

প্রতি গৃহছাদ হইতে প্রতিজনে চীৎকার করিয়া বলিতেছে,—ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়, আর সেই ঈশ্বরেরই আমি ভজনা করিতেছি। কিন্তু প্রতিজনেই প্রতিজনকে অস্পৃশ্য, পাপী, বিপথগামী, নাস্তিক ও হেয় বলিয়া গালি দিতেছে। কোন্‌টা সত্য? তাহার ঈশ্বর-ভজন, না তাহার গালি?

(৩২৭)

আন্দোলন যখন সত্যকে ভিত্তি করিয়া আরম্ভ হয়, তখন তাহার জয় হয় স্বাভাবিক। আর, এই সত্যে যখন জন্মে সকলের বিশ্বাস, তখন আন্দোলনকারীরা হয় দুর্দ্ধর্ষ, দুর্দ্দম, অপরাজেয়।

(৩২৮)

যাহারা ভাল বাসিয়াছে, ত্যাগ-স্বীকারে শুধু তাহারাই সমর্থ

হইয়াছে। প্রেমহীনের ত্যাগ কখনোও অকারণ, কখনও নিষ্করুণ।

(৩২৯)

আকাঙ্ক্ষা না থাকিলে উদ্যম থাকে না কিন্তু আকাঙ্ক্ষা যদি কেবলই বাড়িতে থাকে, তাহা হইলে মাত্রাজ্ঞান-হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে কাণ্ড-জ্ঞানও হ্রাস পাইতে থাকে। হতাশ অবশকে জাগাইতে আকাঙ্ক্ষার দাবানল প্রয়োজন কিন্তু কর্ম্মকে শুদ্ধপথচারী রাখিতে হইলে চাই আকাঙ্ক্ষার সংযমন অর্থাৎ কর্ম্মফলে অলিপ্সা। কাজ করিতে যে শিখিয়াছে, সে আকাঙ্ক্ষার ইন্ধন ছাড়াই তাহা করিবে। আসক্তের কর্ম্ম বন্ধন বাড়ায়, অনাসক্তের কর্ম্ম বন্ধন কাটে। অনাসক্ত কর্ম্মই শ্রেয়ঃকর্ম্ম।

(৩৩০)

পুত্র-পৌত্রাদি-ক্রমেই হউক, শিষ্য-প্রশিষ্য-ক্রমেই হউক, তিনপুরুষ ব্যাপিয়া একটা সাধনায় উদ্দেশ্যের একতানতা লইয়া চলিতে থাকিলে তাহার ফল সহস্রবর্ষব্যাপী হয়। যে কাজ তোমার পরবর্ত্তীদের পক্ষে লজ্জাকর, ক্ষতিজনক বা অগৌরবময় হইবে, সে কাজ হইতে তুমি বিরত হও।

(৩৩১)

ত্যাগ, উৎপীড়ন এবং দুঃখ দহনের মধ্য দিয়াই অমৃতত্ত্বের পথ। ঈশ্বরের সেবক ক্লেশ বা লাঞ্ছনায় ভীত হন না।

(৩৩২)

ক্ষুদ্র স্বার্থের সেবায় নিজেকে নিমজ্জিত করিয়া দিয়া মানুষ জীবনে শত শত বার বৃহত্তর সাফল্যের পথে স্বরচিত বাধা-বিঘ্ন প্রতিষ্ঠিত করে। স্বার্থ যখন নিজের পরিণাম লইয়া আত্মপ্রকাশ করে, তখন স্বখাত সলিল গোষ্পদ তুল্য হইলেও ডুবাইয়া মারিতে চাহে। সুতরাং ক্ষুদ্র স্বার্থ হইতে সাবধান থাক। ক্ষুদ্র স্বার্থকে স্বার্থ বলিয়া চেনা যায় না বলিয়াই সে এত মারাত্মক।

(৩৩৩)

নিজের শ্মশান নিজে রচিয়া তার পরে অমরত্বের আকাঙ্ক্ষার

হাস্যকর। তথাপি আশা ছাড়িও না। পরমেশ্বরে বিশ্বাস কর। তিনি অপ্রত্যাশিত অবস্থা-নিচয় সৃষ্টি করিয়া সকল বাধাকে অপসারিত করিতে পারেন। কারণ, তিনি সর্ব্বশক্তিমান্। আজ যাহা দুস্তর বাধা, কাল তাহা ঘটনা সন্নিপাতে তিনি পরম অনুকূল্যে রূপান্তরিত করিতে পারেন। বাধাকে কেবলই বাধা মনে করিও না, তাহার পশ্চাতে পরমেশ্বরের কল্যাণ হস্তটীকে দেখিতে চেষ্টা করিও।

(৩৩৪)

যে কার্য্যটুকুর ভার তোমার উপরে দেওয়া আছে, তাহার সুসম্পাদনে তুমি তন্ময় হইয়া লাগিয়া গিয়াছ কি না, ইহা কিন্তু তোমার নিকটে প্রথম প্রশ্ন হওয়া উচিত। নিজের কর্ত্তব্য নিজে না করিয়া অপরকে তাহার কর্ত্তব্য সম্পর্কে উপদেশ বিতরণ করিতে গেলে সকল সময়ে তাহার ফল শুভময় হয় না।

(৩৩৫)

যশস্বী হইতে চাহ? বেশ ত' অন্তরে যশস্কর পুণ্য চিন্তা করিতে থাক। বাহিরে তদুচিত পুণ্য কার্য্যের অনুশীলন কর। কাজ করিবে না, কেবল কৌশলে যশোলাভ করিবে,—ইহা চোরের বুদ্ধি, কুবুদ্ধি।

(৩৩৬)

জনসেবক সরল চিত্ত হইবে, ইহাই সঙ্গত। কিন্তু সরলতার নাম দিয়া মানুষকে আঘাত করিয়া বাক্যবাণ বর্ষণ নিশ্চিতই প্রশংসনীয় নহে। প্রয়োজন হইতেছে জনসেবার। এই আসল কাজটী সম্পাদন করিবার জন্য অনেক স্থলেই অপ্রিয় প্রসঙ্গ চাপা দিয়া চলিবার চেষ্টা আবশ্যক। তুমি যে কত সরল, তুমি যে রাখিয়া ঢাকিয়া কথা কহিতে জান না, এখনও তোমার মনে মুখে শিশুর সরলতা বিরাজ করিতেছে, এই কথাটীকে প্রতিপাদন করিবার জন্য জগতের যত ক্লান্তিকর ক্লেদ-পঙ্কে অবগাহন করিবার কোনও আবশ্যকতা আছে বলিয়া মনে করি না। তুমি যে অতীব সরল, এই কথাটী প্রমানিত হইলে বা না হইলে জগতের কোন্ লাভ বা কোন্ ক্ষতি সাধিত হইবে? সরলতার দোহাই দিয়া মানুষের নামে নানা নিন্দাবাদ উচ্চারণ করিয়া তুমি তোমার জনসেবায় প্রশান্ত ও পরিচ্ছন্ন

পথকে ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ ন্যক্কারজনক করিয়া তুলিতেছ মাত্র। সরলতার অহঙ্কার পরিত্যাগ কর। বিনীত চিত্ত লইয়া নিজের মনকে বারংবার জিজ্ঞাসা কর, নিজেকে সরল বলিয়া জাহির করিবার চেষ্টাও কি একপ্রকারের দর্পিত আত্মপ্রচার নহে? ভাবিতেছ, ইহাতে তুমি লোকের বাহবা পাইবে। কিন্তু কার্য্যতঃ হইতেছে ঠিক তাহার বিপরীত। যাহারা তোমাকে তালি দিয়া মুরগীর লড়াইতে লাগাইয়া দিতেছে,তাহারা তোমার লম্ফঝম্প দেখিয়া রুমালে মুখ ঢাকিয়া কেবল হাসিতেছে। ইহারা তোমার গুণগ্রাহী নহে, তোমার মধ্যে গুণের বিকাশও ইহারা চাহে না।

(৩৩৭)

বড় বড় নামজাদা লোকদের গালি দিয়া কথা বলিলেই শ্রোতারা তোমাকে একজন বড় লোক বলিয়া ভাবিবে, এমন ভ্রমকে মনের কোণেও ঠাঁই দিও না। ছোট ছোট লোকদের ভিতরেও যিনি মহত্ত্ব খুঁজিয়া বাহির করেন, লোকে তাঁহাকেই বড় বলিয়া চিনিয়া নেয়।

(৩৩৮)

সমস্ত শক্তি লইয়া নিজ অভিলষিত কৃতিত্ব অর্জ্জনে আত্মনিয়োগ কর। সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখিও, জগতের কুশল সম্পাদনের যোগ্যতা বর্দ্ধনের জন্যই তোমার যাবতীয় কৃতিত্বের প্রয়োজন, নতুবা কোনও কৃতিত্বেরই কোনও মূল্য নাই।

(৩৩৯)

প্রাণহীন সৈন্য লইয়া জগতের কোনও সেনাপতি কখনও কোনও যুদ্ধজয় করেন নাই।

(৩৪০)

প্রেম পৃথিবীকে সুন্দর করে। প্রেম অন্তরকে সুন্দর করে বলিয়াই সবই সুন্দর লাগে। তখন ভগবানের শান্ত, রুদ্র, মধুর প্রভৃতি সব কয়টী রূপই তোমার চোখে অনুপম।

(৩৪২)

ভূমিকর্ষণ করিব না আর কেবল বীজের জন্য ছুটাছুটি

করিব,–ইহাও এক প্রকারের পণ্ডশ্রম। জমিতে ভাল ভাবে হলচালন করা থাকিলে বীজ সহজে অঙ্কুরিত হয়। বীজ সংগ্রহ করিয়া রাখা ভাল কিন্তু জমির দোষে যেন বীজ নষ্ট না হয়, তাহার দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

(৩৪৩)

কখনও ভুলিয়া যাইও না যে, তোমার প্রয়োজন সৎ সাহসের। যাহার সৎসাহস আছে, সে ঘটনাবলীকে সহজ সরল ভাবে প্রকাশ্যে স্বীকার করিয়া নিতে দ্বিধাগ্রস্ত হয় না। ইহার ফলে তাহার জীবন অশেষ জটিলতার নিদারুণ গ্রন্থিসমূহ হইতে মুক্ত হয়। গোপনে বসিয়া যাহা করিতেছ, সৎসাহস থাকিলে তাহা প্রকাশ্যে করিবার অধিকার তুমি অর্জ্জন করিতে পার। দেবতার চরিত্রে থাকে সৎসাহস, চোরের চরিত্রে তাহা থাকে না।

(৩৪৪)

যে সত্য প্রকাশ করিতেই হইবে, তাহাকে গোপন করিয়া রাখিবার চেষ্টায় শক্তিক্ষয় করিও না। সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া চলিতে হইলে সৎসাহসের প্রয়োজন। আর প্রয়োজন, কিছুকাল দুঃখ সহিয়া চলিবার সামর্থ্যের। পরিণামে যখন সত্যেরই জয় হইবে, তখন মিথ্যার পাষাণ-ভার বক্ষে বহিয়া লাভ কি ?

(৩৪৫)

ভক্তিমান্ ব্যক্তিদের সহিত সর্ব্বদা যোগাযোগ রাখিবে। ইহার ফলে তোমার ভগবদ্ভক্তি বাড়িবে। সাধক পুরুষদের সঙ্গ যথাসাধ্য করিবে। ইহার ফলে ভগবৎ-সাধনায় তোমার রুচি বর্দ্ধিত হইবে। নাস্তিক ও দাম্ভিক এতদুভয়কে বিষধর সর্পের ন্যায় পরিহার করিয়া চলিবে। ইহাতে অযথা অধোগতির সম্ভাবনা কমিবে।

(৩৪৬)

সর্ব্বক্ষণ প্রস্তুত হইয়া থাক। মৃত্যু অথবা অমৃতত্ব, এই দুই-এর মধ্যবর্ত্তী অবস্থা তোমার জন্য কিছু নাই। লক্ষ্যভেদ না করিয়া থামিবে না।

(৩৪৭)

বচন-চাতুরী বচনেই পর্য্যবসিত হয় ; কাজ করিতে হইলে কথা কমাও। যে কাজে যত বেশী বাক্য-ব্যয় করিবে, সে কাজে তত অধিক ব্যর্থতা আসিবে। একেবারে কথা না কহিয়া কাজ করিতে পারিলে আর কথা কহিবার ঝঞ্ঝাটে যাইও না। যেখানে কথা না বলিলে কাজ হয় না, সেখানেও কথাকে সীমার মধ্যে রাখিও। কথার লাগাম কষিয়া না ধরিলে উল্‌টা হাওয়ায় পালের নৌকা বিপথে চলিবে।

(৩৪৮)

দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়াও ক্লান্তি নাই, ইহা সত্যই সদ্‌গুণ। কিন্তু প্রত্যেকটি কাজ বুদ্ধি খাটাইয়া অল্প শ্রমে অধিক কাজ আদায় করিয়া করিতে পারিলে তবে তোমাকে সার্থকনামা কর্ম্মী বলিব। কাজ করিলেই কর্ম্মী হয় না। কৌশল অবলম্বনে অল্প সময়ে অল্প আয়াসে অধিক এবং স্থায়ী সুফলপ্রদ কাজ করা চাই।

(৩৪৯)

কোথায় কে তোমার সমভাবের ভাবুক আছে, খুঁজিয়া বাহির কর। এক মতের মতী ও এক পথের পথীদিগকে নখদর্পণে রাখিবে। তাহাদের সহিত অন্তরের যোগাযোগ যেন একটী নিমেষের জন্যও ছিন্ন না হয়। একজনও যেন তোমার দৃষ্টির বাহিরে পড়িয়া পথভ্রষ্ট না হইতে পারে। সকলকে সাদরে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া বিজয়-অভিযানে অগ্রসর হও।

(৩৫০)

ক্ষুদ্র দম্ভ বৃহত্তর দম্ভের অগ্রজন্মা। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সৎকার্য্য করিয়া আত্মপ্রসাদ আস্বাদনের সময়ে লক্ষ্য রাখিও যেন আত্মপ্রসাদের নাম করিয়া দম্ভের কবলে গিয়া না পড়। প্রচ্ছন্ন দম্ভ ও বিনয়াচ্ছাদিত গর্ব্ব আত্মসুখের নেশা বাড়ায়। তাহাতে কল্যাণকর্ম্মীর কর্ম্মশক্তি কমে। কারণ, তাহাতে কর্ম্মী সকল উৎস শ্রীভগবান্ হইতে দূরে সরিয়া পড়ে।

(৩৫১)

রুদ্র মূর্ত্তি লইয়া পরমেশ্বর ব্রহ্মাণ্ড শাসন করিতেছেন। ইহাই

তাঁহার চূড়ান্ত রূপ নহে। পরমস্নেহে বিগলিত হইয়া তিনি জগৎপালন করিতেছেন, তাঁর এই করুণাঘন মূর্ত্তিও তাঁহার চূড়ান্ত রূপ নহে। তিনি তোমার সহিত অভিন্ন হইয়া তাঁহার সহিত তোমাকে অভেদ করিয়া নিরন্তর যে অনির্ব্বচনীয় লীলা-রসের সৃজন করিতেছেন, তাহা তাঁহার প্রতি প্রচ্ছন্ন প্রকাণ্ড রূপ, সেই রূপটি তাহার যে দেখে নাই, সে তাঁহার কিছুই দেখে নাই।

(৩৫২)

যদিও তুমি একটা নির্দ্দিষ্ট বংশে ও পরিবারে জন্মিয়াছ এবং এই পরিবার ও বংশের প্রতি কর্ত্তব্য-পালন তোমার সর্ব্বাগ্রে, তথাপি একটু অভ্যাস করিলেই তুমি মানসিকতার দিক দিয়া এমন সমুচ্চ স্তরে বাস করিতে সমর্থ হইবে যে, তোমার অন্তরের প্রতিটি আবেদন ও সংবেদন বিশ্বমানবের মনকে স্পর্শ দিয়া এবং বিশ্বমানবের মনের স্পর্শ নিয়া চলিতে থাকিবে। গণ্ডীতে বাস করিয়াও গণ্ডীর বাহিরে এভাবে নিজেকে সম্প্রসারিত করিয়া দাও। গণ্ডী দোষের নহে, গণ্ডীবদ্ধতার কুসংস্কারই দোষের।

(৩৫৩)

তোমার আদর্শের অভ্রভেদিত্ব সম্পর্কে কি তোমার সংশয় আছে? এই বিষয়ে কি তুমি সুনিশ্চিত ও নিঃসন্দিগ্ধ হইতে পার নাই? তাহাই যদি হইয়া থাকে, তবে ত' নিয়ত তোমার মন এই বলিয়াই ধুক্‌ধুক্ করিতে থাকিবে যে, এই বুঝি অন্য সম্প্রদায় আসিয়া তোমার সম্প্রদায়ের জনতাকে লুঠিয়া লইয়া নিজেদের সংখ্যা-পুষ্টি ঘটাইল। নিজেদের আদর্শের অত্যুচ্চ সমুন্নতি সম্পর্কে অন্তরে দ্বিধা থাকিলে যেমন একদিকে সর্ব্বদা ভয়ে ভয়ে থাকিতে হয় যে, এই বুঝি আমাদের দলবল কমিয়া গেল, অন্য দিকে তেমন নিজেদের দলের বল রক্ষার জন্য ছল, চাতুরী, নিন্দা, অপবাদ, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, প্রলোভন ও ভীতিপ্রদর্শন প্রয়োজন হইয়া পড়ে। তোমরা তোমাদের লক্ষ্য ও আদর্শকে সত্য করিয়া জানিতে চেষ্টা কর। আদর্শের সহিত সত্য পরিচয় স্থাপিত হইয়া গেলে উহাই তোমাদের বলিষ্ঠতার প্রবর্দ্ধক হইবে।

(৩৫৪)

কেবল কথার কাসুন্দী ঘাটিয়া নয়, সবল পদ-সঞ্চারে নিজের পথে অবিরাম অগ্রসর হইতে হইতে অপরকে অগ্রগতির উৎসাহ যোগাইতে হইবে।

(৩৫৫)

হও আশাবাদী। দুরন্ত দুর্য্যোগপূর্ণ দুর্ঘটনাবলিও তোমার গতি প্রতিহত করিতে অক্ষম হউক। তোমার দুর্ব্বার বেগ থামাইবার সামর্থ্য যেন জগতের কোন বস্তুরই না থাকে। আশায় নির্ভর করিয়া পথ চল,– পাথর কাটিয়া পথ গড়িয়া বীরবিক্রমে পদভারে মেদিনী কাঁপাইয়া কেবল অগ্রসর হও। সহস্র বৈফল্যের মধ্যেও তোমার চরম সাফল্য সম্পর্কে বিশ্বাস হারাইও না। পৃথিবীর সকল শক্তিমান্ পুরুষ যেই বিপত্তির সম্মুখে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবার আশঙ্কা করেন, তুমি তাহাতে পড়িয়াও বাঁচিবার মত করিয়া বাঁচিবে, থাকিবার মত করিয়া থাকিবে, চলিবার মত করিয়া চলিবে,– এই দৃঢ় পণ রাখ।

(৩৫৬)

জীবনের প্রতিটি কার্য্য সমাপনের পরে নিজেকে প্রশ্ন কর, – আগে যাহা ছিলাম, এখন কি তাহা অপেক্ষা এক কণা হইলেও অগ্রসর হইয়াছি ? নিষ্ঠুর কণ্ঠে নিজেকে জিজ্ঞাসা কর, আগে তুমি যাহা ছিলে, এখনো কি তাহাই রহিয়া গিয়াছ ? নির্ম্মম ভাবে নিজেকে বিচার কর, দণ্ড দাও। যদি অত্যল্প মাত্র অগ্রসর হইয়া থাক, তবে কেন তুমি আরও অগ্রসর হইতে পারিলে না, তাহার কারণানুসন্ধান কর।

(৩৫৭)

জীবনে এমন মূহূর্ত্ত আসে, যখন একটি নিমেষেই লক্ষ বৎসরের সুখ, কোটি জনমের তৃপ্তি আস্বাদন করা যায়। সমগ্র জীবনের মধ্যে ঐটুকুই তোমার প্রকৃত জীবন্ত জাগ্রত সার্থক মুহূর্ত্ত। সাধনা করিয়া এমন হও, যেন জীবনে প্রত্যেকটী মুহূর্ত্ত তেমন জাগ্রত জীবন্ত সত্য হইয়া ওঠে। কোটি যুগের কল্পনা যখন্ নিমেষে আসে প্রত্যক্ষে, তখনই ইহা সম্ভব হয় এবং ইহা সম্ভব করিতে একাগ্র একনিষ্ঠা, ঐকান্তিক সাধনার

প্রয়োজন পড়ে।

(৩৫৮)

উচ্চ ভাব ও উচ্চ আদর্শ ব্যাপক ভাবে জনসমাজে ছড়াইয়া দিবার চেষ্টা তোমাদের প্রত্যেকের আশু কর্ত্তব্য এবং আবশ্যক কর্ত্তব্য। এই প্রয়াসের মধ্য দিয়া হইবে তোমাদের মঙ্গল, বিশ্বের কুশল। অপরকে সত্য ভাব পরিবেশন করিতে গিয়া তোমার সত্যাদর্শনিষ্ঠতা বাড়িবে। অপরকে প্রেমের কথা বলিতে গিয়া তোমার প্রাণ প্রেমরসে আপ্লুত হইবার সুযোগ সৃষ্টি করিবে। অপরকে জ্ঞানোপদেশ দিতে গিয়া তোমার জ্ঞানবত্তা বর্দ্ধিত হইবে। যাহাকে যাহা নিষ্কাম নিঃস্পৃহ নির্ল্লালস চিত্তে দিবে, তাহার অজানিতে তাহাকে উপলক্ষ্য করিয়াই তাহার দশগুণ সম্পদ তুমি পাইয়াও যাইবে। কিন্তু অপরকে কিছু বলিবার আগে তপস্যা দ্বারা নিজের জীবনে সেই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিতে আগে যত্নশীল হও। তোমার জীবন একটা জাগ্রত জ্বলন্ত অফুরন্ত শক্তির আধার হউক। কর্ম্মে ও চিন্তায়, মন ও আধ্যাত্মিক উপলব্ধিতে আগে অপরাজেয় হও। দুর্ব্বলের দান কেহ শ্রদ্ধা করিয়া মাথা পাতিয়া নেয় না। অক্ষমের পুণ্যবাণী কেহ কাণ পাতিয়া শোনে না।

(৩৫৯)

জরুরী কাজকে জরুরী বলিয়া উপলব্ধি করিতে খুব একটা বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজন হয় দরদের প্রাণবত্তার। প্রাণের সম্পদে ক্ষীণ হইয়া বুদ্ধির বলে বলীয়ান হইলে কত লাভ তোমার হইবে? আপনজনকে বুদ্ধি আসিয়া চিনাইয়া দেয় না। চিনাইয়া দেয় দরদী, মরমী, প্রেমিক মন।

(৩৬০)

ঋনের বোঝা ঘাড়ে নিয়া যাহারা অভ্যুদয়-পর্ব্বতের শৃঙ্গারোহণের চেষ্টা করে, তাহাদের অনেককেই লক্ষ্যসীমায় পৌছিবার ঠিক পূর্ব্বক্ষণেই পদস্খলিত হইয়া গভীর গহ্বরে পতিত হইয়া প্রাণ হারাইতে হয়। যে যত উঁচুতে উঠিতে চাহ, সে ঋণের পরিমাণ তত কমাও। পিতৃঋণ, মাতৃঋণ, ঋষিঋণ, সাধারণ মানুষের নিকটে হাজার রকমে সাহায্য, সহায়তা,

সহযোগিতার ঋণ, সবই পরিশোধ করিবার দ্রুত চেষ্টা দ্বারা প্রত্যেকে ঘাড়ের বোঝা কমাও। ঋণশোধের হাজার পদ্ধতিও আছে। পুত্রোৎপাদন করিয়াই পিতৃঋণ শোধ করিতে হইবে, এমন কথা নাই। পিতার বংশধরদের মধ্যে অপর কাহারও পুত্রকে বংশের দীর্ঘস্থায়িত্ব ও গৌরবার্জ্জনের পথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তা দিয়াও ঋণকে লঘু করিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। মোট কথা, দায়িত্বকে অস্বীকার করিয়া এক তুড়ীতে উড়াইয়া দিলে চলিবে না, সাধ্যমত সেই দায়িত্বের দায় উদ্ধারে ত্যাগ-স্বীকার করিতে হইবে। বড় বড় দার্শনিক তত্ত্বের আমদানী করিলেই দায়িত্ব তার দাবী ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে না।

(৩৬১)

মানুষ ত' সে খারাপ নহে, তথাপি লোকের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করিতেছে,—এইরূপ দৃষ্টান্ত যদি পাও, তবে সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করিয়া লইও যে, তাহার অবচেতন মনে কোনও সুদূর অতীতের অসম্মান, অনাদর বা বিপর্য্যয় সূক্ষ্ম সংস্কারের আকারে লগ্ন হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং বাহ্য ব্যবহারে তাহার যে পুরুষত্ব ও কঠোরতা, তাহাকে ক্ষমার দৃষ্টিতে সহিয়া নিও। আর, তাহার সহিত এমন ব্যবহার করিও, যেন সে মানুষের সততায় , ভদ্রতায়, শান্তি প্রিয়তায় আস্থা স্থাপন করিতে পারে। মানুষকে মানুষ যখন অবিশ্বাস করিতে আরম্ভ করে, তখনই তাহার সকল দুঃখের সূচনা হয়। অথচ চিরকাল এক দল মানুষ অপর দল মানুষকে কেবলই প্রলুব্ধ করিয়াছে এবং পরে করিয়াছে প্রবঞ্চনা। মানুষ স্ব-ভাব প্রতিষ্ঠিত থাকিলেই ইহা সম্ভব হইত না। সুতরাং প্রত্যেকটি মানুষকে তাহার স্ব-ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার লক্ষ্যে প্রতিটী কর্ম্ম কর।

(৩৬২)

দাবী করিবার যোগ্য অধিকার ও সঙ্গত কারণ থাকিলে আদায় করিবে, ইহা ত' স্বাভাবিক। আর দেনাদার তার পাওনাদারের প্রাপ্য পরিশোধ করিবে, ইহাও সঙ্গত। কিন্তু দেনা-পাওনার এই বিভ্রাটের মধ্যে পড়িয়া সভ্যজনের সদাচার ও ভদ্রতা বিস্মৃত হইও না। মরা গরুর পচা নাড়ীভুঁড়ি শকুনিরা যে-ভাবে টানিয়া খায়, মানুষের পক্ষে তাহার

দৃষ্টান্তানুসরণ সম্মানজনক হয় না। বরং তাহাতে জ্যান্ত মানুষ নিজেই একটা মৃত শূকরে পরিণত হয়।

(৩৬৩)

আমি দিলাম অল্প, তুমি দিলে অধিক, অপর কেহ দিলেন ততোধিক এবং চতুর্থ একজন দিলেন সর্ব্বাধিক। এই ভাবে বহুজনের শ্রমদান ও ধনদান মিলিত হইয়া একটা মহৎ আন্দোলন, একটা মহৎ প্রতিষ্ঠান, একটা জীবন্ত আদর্শের চলমান রথ গড়িয়া উঠিল। রথ যখন চলিল, তখন কিন্তু আর কাহারও মনে থাকিল না যে, দড়িতে আমি দিয়াছিলাম টান বেশী জোরে, না তুমি। দড়ি ছুঁইয়া আমরা কৃতার্থ হইয়াছি। কেহ প্রশংসা করিয়াছে কিনা তাহা বিচারের প্রয়োজন কি? জীবনের গতি সম্মুখ-পথে যখন থামিয়া যায়, তখনই লোকে পিছনের দিকে তাকাইয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

(৩৬৪)

সৈনিকেরা যদি আজ্ঞাবহ না হয়, সেনাপতি কি করিয়া যুদ্ধজয়ের আশা করিবে? সেনাপতি যদি একলক্ষ্য না হয়, সৈনিকেরাই বা কি করিয়া তাহার উপরে আস্থা স্থাপন করিয়া অনিশ্চিত বিপদের মুখে ঝাঁপাইয়া পড়িবে? দুইটাই বিবেচ্য প্রশ্ন। কিন্তু ইহার মধ্যেও সামঞ্জস্য আছে। আদেশ দিবার যোগ্যতা না থাকিলে কেহ সেনাপতি হয় না। আদেশ পালনের যোগ্যতা না থাকিলে কেহ সৈনিক হইতে পারে না। প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্ত্তব্যের দিকে লক্ষ্য দাও।

(৩৬৫)

ভ্রাতার সহিত ভ্রাতা সততা রক্ষা করিয়া না চলিলে পরিবারে অখণ্ডত্ব বজায় থাকে না, দীর্ঘকালের একান্নবর্ত্তী পরিবার একদিনে ভাঙ্গিয়া চূরিয়া তছনছ হইয়া যায়। ধর্ম্মসঙ্ঘ সম্পর্কেও সেই কথা সত্য। গুরুভ্রাতার সহিত গুরুভ্রাতার আর্থিক সম্বন্ধগুলিতে যদি থাকে প্রবঞ্চনা আর সামাজিক সম্বন্ধগুলিতে যদি থাকে পাপ, তাহা হইলে সেই ধর্ম্মসঙ্ঘ দেখিতে না দেখিতে বহুখণ্ডে বিভক্ত হইয়া যায়। পাপ এবং প্রবঞ্চনা হইতে তোমরা দূরে থাকিও।

(৩৬৬)

শিক্ষিত লোকের সুশিক্ষিত ছেলেমেয়েরা ধান রূপিবে, গাছ পুতিবে, মাটি কাটিবে, ফসল মাড়াইবে, টুকরী-বোঝাই সার –গোবর ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে ক্ষেপণ করিবে,– এই সকল কথা আজগুবি নহে, অসম্মানজনকও নহে। নিজের প্রয়োজনীয় কাজ নিজের হাতে করিতে যাহার লজ্জা, কুণ্ঠা, দ্বিধা বা ভয় তাহাকেও শিক্ষিত বলিতে হইবে ?

(৩৬৭)

একচক্ষু হরিণ যে দিকটা নিরাপদ ভাবিয়াছিল, সেই দিক হইতেই তাহার বিপদ আসিয়াছিল। তোমরা একচক্ষু হইও না। সকল দিকে দৃষ্টি রাখিও এবং নির্ভয়ে পথ চলিও। সতর্কতা আর ভয় এক জিনিষ নহে। সতর্কতা বিপৎ-ত্রাণের জন্য প্রস্তুত করে, তাই তাহা বিপত্তিনাশক। ভয় বিপদুদ্ধারের ক্ষমতা লোপ করিয়া দেয়, তাই তাহা বিপত্তিবর্দ্ধক।

(৩৬৮)

অপরের সহিত কোথায় তোমার অমিল, সেই দিকটার প্রতি অত শ্যেনদৃষ্টি হইও না। অপরের সহিত তোমার কোথায় মিল কোথায় রহিয়াছে ভিন্ন ভিন্ন মানবের ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের, ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর, ভিন্ন ভিন্ন জাতির মানুষের মিলিত হইবার সুযোগ ও সম্ভাবনা, তার দিকে লক্ষ্য দাও। সকলের সহিত নিজের পার্থক্য খুঁজিতে খুঁজিতে নিজেকে সমগ্র বিশ্বে তুমি অপাংক্তেয় করিবে। সকলের সহিত তোমার মিল খুঁজিতে খুঁজিতে নিখিল বিশ্বকে তুমি আপন করিবে। নিখিল বিশ্বকে আপন করিয়া বুকে তুলিয়া ধরিবারই নাম ধর্ম্ম,–সঙ্কোচ ও সঙ্কীর্ণতা অধিকাংশ স্থলেই অধর্ম্ম।

(৩৬৯)

রোগী মরিবার পরে চিকিৎসক আনিয়া লাভ কি ? সময় থাকিতেই কাজ করিও। আজিকার কাজ আজই পারিলে কালিকার জন্য ঠেলিয়া রাখিও না। দিনের কাজ যে দিনে করে, তাহার জন্য অকাজের জঞ্জাল জমিতে পারে না। আজ কাজে ফাঁকী দিতেছ বলিয়াই ত' কাল কাজের চাপ তোমার নিকটে যমদূতের মত ভীষণ মূর্ত্তি ধরিয়া আসিয়া থাকে।

(৩৭০)

জগৎ হইতে বৈচিত্র্য একেবারে দূর করিয়া দিয়া বিশ্ববাসীর ঐক্য স্থাপন অসম্ভব। তাই, নানা জনের নানা রূপে নানা পদ্ধতিতে ঐহিক বা আধ্যাত্মিক কার্য্য সম্পাদনের অধিকার স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু বৈচিত্র্য যেখানে মূল সত্যকে অসম্মান করিবে, সেখানে তাহার স্বীকৃতি অসম্ভব।

(৩৭১)

সমস্ত বৎসর ঘুমাইয়া থাকিয়া পরীক্ষার ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে সারা রাত জাগিয়া পড়া কেবল নিরর্থকই নহে, মারাত্মকও। তোমরা মানুষের মনের উপরে যদি তোমাদের চিন্তা, কর্ম্ম ও আদর্শের দাগ কাটিতে চাহ, তাহা হইলে নির্দ্দিষ্ট কোনও একটা অনুষ্ঠানের ঠিক অগ্রমুহূর্ত্তে তাহার চেষ্টা না করিয়া সম্বৎসর জুড়িয়া প্রতিদিন কিছু কিছু কাজ করিয়া যাও। তাহার ফল সর্ব্বতোভাবে শুভঙ্কর হইবে।

(৩৭২)

প্রত্যাসন্ন ভাবের বন্যায় নিখিল বিশ্ব ভাসিয়া যাইবে, যাহা উচ্চ-নীচ, ছোট-বড়, ধনী-নির্ধন সকলকে সমান করিবে, প্রেমিক করিবে, আত্মীয়তা অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ করিবে। সাময়িক দ্বন্দ্ব আর সংঘর্ষ দেখিয়া মন খারাপ করিও না। অনন্ত কালের সহিত নিরবচ্ছিন্ন সমান্তরলতায় তোমাদের সেবা-বুদ্ধিকে পরিচালিত কর।

(৩৭৩)

রোগ, শোক, সন্তাপ মানুষ্য-জীবনে থাকিবেই। ঘটনাবলির এমন আবর্ত্তন প্রত্যেক জীবনের উপরে আসিত পারে, যাহা রোগ সৃষ্টি করিবে, শোকাবহ ব্যাপার ঘটাইবে, সন্তাপ উৎপাদন করিবে। কিন্তু প্রতপ্ত তৈল-কটাহের মধ্যে নিক্ষেপ্ত হইয়াও তুমি নিজেকে পার্থিব অবস্থার উর্দ্ধে এবং পঞ্চভূতের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বাহিরে রাখিবে,– ইহাই চাই। এই অবস্থায় পৌছা কঠিন কিন্তু অসম্ভব নহে।

(৩৭৪)

জীবন ভরিয়া কেবলই উপার্জ্জন করিবে আর অর্থ-সঞ্চয় করিবে, কিন্তু তাহার এক কপর্দ্দকও জোরে নিবে না, এমন নিশ্চিন্ত থাকিও না।

উপার্জ্জন কর আর দান কর। সঞ্চয়ে দোষ নাই, যদি সঞ্চয়ও কর, দানও কর। তোমাদের অধিকাংশেরই অর্জ্জনের ক্ষমতা নাই ; তাই অপরের অর্জ্জন ও সঞ্চয়ে বিরক্ত হও। তোমাদের অনেকের অর্জ্জনও আছে, সঞ্চয়ও আছে কিন্তু নাই সর্ব্বসাধারণের হিতকার্য্যে ধনের বণ্টন বা দান ; তাই বঞ্চিতের দল হয় চোর, ডাকাত বা লুঠেরা। চোরের চৌর্য্যকে সমর্থন করা চলে না। কিন্তু তুমি আমি সকলে মিলিয়া আমাদের দাক্ষিণ্যের অভাব ও স্বার্থপরতা দিয়াই যে দুনিয়া-শুদ্ধ সকল লোককে পেটের দায়ে চোর হইতে বাধ্য করিতেছি, এই সত্য কথাটা অস্বীকার করিবার উপায় কি ? সঞ্চয় মঙ্গলজনক, যখন তাহা জীবহিতার্থে হইবে। সঞ্চয় পাপ, যখন তাহা কেবল স্বার্থ সাধনের জন্য।

(৩৭৫)

কৌতূহল জ্ঞান-বর্দ্ধক কিন্তু অতি-কৌতূহল সাধন-হন্তারক। যোগী-গুরুরা এই জন্য বারংবার শিষ্যদের বলিয়াছেন,- কৌতূহল বিবর্জ্জয়েৎ। ব্রহ্মাণ্ডের সকল বিষয় লইয়া যদি কৌতূহলী হইতে থাক, তাহা হইলে তোমার আশু জ্ঞাতব্য বিষয় চিরতরে অবজ্ঞাত থাকিয়া যাইতে পারে। মনকে একাগ্র কর, চেষ্টাকে একমুখ করে, সাধনকে একান্ত ও একনিষ্ঠ কর।

(৩৭৬)

ভগবান তোমাকে জনতার মাঝখানে ফেলিয়া দিয়াছেন, বেশ ত', যত জনের সঙ্গে পার পরিচয় স্থাপন কর। অন্তরের প্রেম দাও, প্রেম নাও, এক হও। ভগবান তোমাকে নির্জ্জন অরণ্যে প্রেরণ করিয়াছেন, বেশ ত' পশুপক্ষি-বৃক্ষ-লতা-পাতার সঙ্গে কর পরিচয়। তাহাতেও অপার আনন্দ পাইবে। ভগবান্ তোমাকে পর্ব্বত-কন্দরে নিক্ষেপ করিয়াছেন, বেশ ত' গুহাবাসী আদি মানবের সহিত কর আত্মায় আত্মায় বিনিময়। সকলকে চিনিয়া, সকলের কাছে চেনা দিয়া সকলকে লইয়া আনন্দের হাট বসাও। জগতে একচোরা লোকগুলির মত দুঃখী কে ?

(৩৭৭)

অত্যাচারীর অত্যাচার তোমাকে যেন দমাইতে না পারে। তুমি তোমার সত্যে সুস্থির থাকিও।

(৩৭৮)

সত্যিকারের জনসেবা যাহার লক্ষ্য, তাহার অন্নাভাব চিরস্থায়ী হইতে পারে না। পরমেশ্বরের করুণা সহস্র সেবিতের মনে ত্যাগেচ্ছা রূপে আত্মপ্রকাশ করে এবং লোককল্যাণ-সাধকের সকল অভাব দূর করিয়া দেয়। অভাববোধ যাহার নাই, তাহার পূর্ণতার হন্তারক হইবে কে ?

(৩৭৯)

পরের দ্রব্য না বলিয়া নিলে চুরি হয়, ইহা প্রসিদ্ধ। অনেক সময়ে বলিয়া নিলেও চুরি হয়। তাঁহার দিবার ইচ্ছা নাই, দিতে গেলে তিনি অন্তরে ব্যথিত বা রুষ্ট হইবেন, কিন্তু তুমি নিয়া গেলে বাধাও দিতে পারেন না–এমতাবস্থায় নিলে তাহা চুরিই হয়। তিনি বাধা দিতে প্রস্তুত বা বাধা দেওয়া বৃথা ভাবিয়া পলায়ণপর,– এমন অবস্থায় নিলে দস্যুতা হয়। চুরি এবং দস্যুতা চরিত্র হইতে দূর হইয়া গেলে মানুষ রক্তমাংসের মানুষ রহিয়াও দেবতা হয়। আর, সর্ব্বাবস্থায় নিজের সর্ব্বস্ব জগজ্জনের হিতকার্য্যে সমর্পণের জন্য প্রস্তুত হইলে সে হয় ইন্দ্রেন্দ্র বা দেবোত্তম।

(৩৮০)

ইচ্ছা করিয়া সময় অতিক্রম করিয়া কর্ত্তব্য কার্য্য করিও না। বরং সময় মত কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য সমগ্র ইচ্ছা শক্তিকে পুঞ্জীভূত কর। ইচ্ছা প্রবল হইলে সময় তাহার দ্রুতগামী পক্ষবিস্তার শিথিল করিতে বাধ্য হয়।

(৩৮১)

লক্ষ্য উচ্চ থাকিলেই চলিবে না, তৎপরতা, কর্ম্মঠতা, অবিচ্ছেদ গতিশীলতাও চাই। দীর্ঘসূত্রিতা জগতের অধিকাংশ সৎসঙ্কল্পকে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। আগাইয়া চলিবার সৎসাহসের অভাব অনেক পরিকল্পনাকে মিথ্যা করিয়া দিয়াছে, সামান্য সামান্য বাধা-বিঘ্নের ওজুহাতকে কৌলীন্য

দিবার ফলে মূল লক্ষ্য অকুলীন হইয়া গিয়াছে। আলস্য, ভীরুতা আর দীর্ঘসূত্রিতা পরিত্যাগ কর।

(৩৮২)

ডাক শুনিয়া সাড়া দেও নাই বলিয়া ডাকা বন্ধ করিয়া দিব? আমার প্রাণের ডাক যদি মৃতের শ্রবণ-শক্তিকেও উৎকর্ণ না করিল,—তবে আর ডাক দিলাম কি? প্রস্তরে প্রাণ-সঞ্চার করিব,—তারই জন্য আমার অমৃতের আহ্বান।

(৩৮৩)

পৃথিবীর সকলের ভাষা এক, যখন মানুষ প্রেমের ভাষায় কথা কয়। সেই ভাষা শিখিতে একমাত্র সরলতা ব্যতীত অন্য কোন সম্বলের দরকার হয় না।

(৩৮৪)

যাহা নহ, জগতের লোক তোমাকে তাহাই দেখিয়া প্রীত হউক,—এই অভিলাসের নাম অভিনয়েচ্ছা। কিন্তু তুমি প্রকৃত প্রস্তাবে যাহা, তাহা যদি লোক দেখিতে, তবে তাহারা মুক্তি পাইয়া যাইত। তুমি নিত্য নিরঞ্জন ব্রহ্ম, উপাধির ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া নিজেকে সসীম ও সগুণ বলিয়া মনে করিতেছ এবং এই অবস্থায়ও তোমার যাহা সীমা ও গুণ, তাহার এক কোটি অংশের অপেক্ষাও নিজেকে ক্ষুদ্রতর মনে করিতেছ। ইহাই অভিনয়েচ্ছার আদি কারণ। নিজেকে জানিতে চেষ্টা কর, সকল উৎপাত দূর হইয়া যাইবে।

(৩৮৫)

কাজকে সফল করিতে হইলে সরল পথ বাছিয়া নিতে হইবে। সরল পথে চলিতে মিথ্যা বাণ এবং আতিশয্যের ভাব সাধ্যমত বর্জ্জন করিতে হইবে। যে যত সত্যশীল, সে তত সরল। যে যত সরল, একনিষ্ঠ কর্ম্মী হইলে, সে তত সফল।

(৩৮৬)

একযোগে চতুর্দিক ব্যাপিয়া কাজ করা যেমন ব্যাপকতার দিক

দিয়া চমৎকার, একই কেন্দ্রে ধারাবাহিকভাবে অবিশ্রাম কাজের গতি অব্যাহত রাখিয়া চলিতে থাকাও কাজের গভীরতার দিক দিয়া তেমনই চমৎকার। ধীমান্ সহিষ্ণু কর্ম্মী এই দুইটি চমৎকারিত্বের যুগপৎ সমাবেশ করিয়া থাকেন। কোনও কোনও ব্যাপক কর্ম্ম গভীর কর্ম্মের সহায়ক, কোনও কোনও গভীর কর্ম্ম ব্যাপক কর্ম্মের অনুপূরক। কিন্তু সর্ব্বাবস্থাতেই স্থির বুদ্ধি ও অনলস উদ্যমের প্রয়োজন।

(৩৮৭)

সুকঠিন শেলাঘাতেও ভগবানের মঙ্গলহস্ত দেখিতে চেষ্টা কর। দেখিও, ব্যথা, বেদনা, যন্ত্রনা কমিয়া যাইবে।

(৩৮৮)

সহায়তা পাইলেই সৎকার্য্য করা যায় না। নিজেরও কাজ করিবার আগ্রহ থাকা দরকার। জগতে আজ পর্য্যন্ত যত স্থানে যত জন সৎকার্য্যে নামিয়াছে, তাহাদের প্রতিজনেই বহু লোকের সাহায্য, সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতা পাইয়াছে। বেশী সাহায্য যাহারা পাইয়াছে, তাহারা আবার কাজে দিয়াছে ঢিলা এবং নিজেদের অকর্ম্মণ্যতাকে ঢাকিবার জন্য নানা রূপ দার্শনিকতার কুয়াসা সৃষ্টি করিয়াছে।

(৩৮৯)

যাহাদের কাজ করিবার ইচ্ছা নাই। তাহারাই অন্যের ঘাড়ে কাজ চাপাইয়া দিবার জন্য ব্যগ্র হয়। কিন্তু এরূপ স্থলে গছাইয়া দেওয়া কাজ অন্যেরাও আর করে না। সত্য সত্য যাহারা কাজ করিতে ইচ্ছুক,কর্ম্ম-তালিকা প্রস্তুত করিবার কালে তাহাদের বাহিরে অন্য কাহাকেও কর্ম্মভার বণ্টন করা উচিত নহে।

(৩৯০)

একদল সৈন্য যুদ্ধ করিতে করিতে নিঃশেষ হইয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে যদি আর একদল সৈন্য তাহাদের স্থানে গিয়া না দাঁড়াইতে পারে, তবে যুদ্ধজয়ের আশা করিতে হইবে পরিত্যাগ। একজন অশক্ত বলিয়া অপরে কাজ করিতে পরাঙ্মুখ হইবে, ইহা হইতে পারে না। একা কেহ জগতের সকল কাজ সম্পাদন করিতে সমর্থ হয় নাই। বহুজনকে একত্র

করিয়া একই কাজে লাগাইবার যোগ্যতার মধ্যেই তোমাদের নেতৃত্ব। নতুবা ইহা বিফল।

(৩৯১)

আমি আশীর্ব্বাদই করিতে পারি। কিন্তু সেই আশীর্ব্বাদের যোগ্য থাকিবার জন্য তোমাদেরও সাধনের প্রয়োজন। সূর্য্যচন্দ্র কিরণ দিতে কৃপণতা করে না কিন্তু যাহার গৃহাঙ্গন পরিচ্ছন্ন, সেখানেই সেই আলোকের প্রকৃষ্টতম প্রতিফলন।

(৩৯২)

মনটাকে সর্ব্বদা দেবত্বের স্তরে রাখিতে চেষ্টা করিও। পশুত্বের স্তরে নামিতেই দিও না। ক্লীব ও দুর্ব্বলেরাই সহজে হীন প্রবৃত্তির দাসত্ব স্বীকার করে। দেবভাবের মহিমায় নিজেকে মণ্ডিত করিয়া তোল, দুর্ব্বলতা দূর হইবে। স্বার্থে অনাসক্তি, পরার্থে অনুরক্তি দেবত্বের লক্ষণ। ক্ষুদ্র সুখ হইতে মনকে তুলিয়া আনিয়া বৃহতে কর সমাহিত।

(৩৯৩)

নব শিশু-কলেবর লইয়া ভগবান্ যখন তোমার গৃহে অবতীর্ন হইলেন, তখন তাহাকে সমাদর করিতে ভুলিও না। তাঁহার কাছে প্রার্থনা কর, তিনি যেন এই নরদেহে বা নারীদেহে জগতের দুঃখভার লাঘব করিবার পুণ্য দৃষ্টান্তই প্রদর্শন করিয়া যান। তিনি যেন স্বার্থের দাস ও কামের ক্রীড়নক না হন। জগতের কল্যাণের জন্য যে জীবন নহে, তাহা ত' মিথ্যা মায়ার প্রবঞ্চনা মাত্র।

(৩৯৪)

আমার কাজ তুমি করিলে, তোমার কাজ আমি করিয়া দিলাম, উভয়েই স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা ও দরদ দিয়াই ইহা করিলাম,— এইরূপ শ্রম-বিনিময় বন্ধুত্বের স্থায়িত্ব-বিধান করে। অর্থ দিয়া যে বিনিময় জগতে প্রচলিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে বণিগ্‌বুদ্ধিতা অত্যন্ত উগ্র। শ্রম-বিনিময়কে অনায়াসেই প্রেম-বিনিময়ে রূপান্তরিত করা যায়। তোমার শ্রমে আমার সুফল, আমার শ্রমে তোমার সুফল, তোমার আমার সকলের শ্রমে জগতের সকলের সুফল,— আদর্শ হিসাবে ইহা অতি হৃদ্য এবং উপাদেয়।

(৩৯৫)

আশ্রিত শরণাগতকে পরিত্যাগ সর্ব্বশাস্ত্রে নিন্দিত। নিজের অন্তরেই ব্যথা জাগে বলিয়া ইহা বিবেক-বহির্ভূতও বটে। কিন্তু শরণাগতের হিতসাধনের নাম করিয়া তুমি জগজ্জোড়া অশান্তি সৃষ্টি করিতে পার না। জগতের শান্তি অব্যাহত রাখিয়াই তোমাকে আশ্রিত-পালন করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে পরমুখাপেক্ষী আশ্রিতকে সদ্‌ভাবে সদ্‌গুণে নিজের পায়ে দাঁড়াইবার যোগ্যতায় মণ্ডিত করিয়া তুলিবারও চেষ্টা করিতে হইবে।

(৩৯৬)

সংসার বড় বিচিত্র স্থান। একবার এখানে অর্থ বা প্রতিপত্তির আস্বাদন পাইলে মানুষ তাহাই আদায় করিবার জন্য কখনো আর্ত্ত, কখনো বা আর্ত্তত্রাতা হইয়া থাকে। মনের প্রকৃত অভিপ্রায় নানা বেশভূষায় ঢাকিয়া রাখিয়া জীব তখন নিজেকে বাহ্যতঃ মনোহারী করিয়া তোলে। কেহ না জানিয়া আকৃষ্ট হয়, কেহ জানিয়া শুনিয়াও অভিভূত হইয়া পড়ে।

(৩৯৭)

অর্থলাভের লোভে যাহারা সৎকার্য্যে নামে, অর্থাগমের সম্ভাবনা সঙ্কুচিত হইয়া গেলেই তাহারা কর্ম্মক্ষেত্র হইতে পশ্চাদপসরণ করে। প্রাণের তাগিদে যাহারা সৎকর্ম্মে লাগে, তাহারা অভাব-অনটনের মধ্য দিয়াও পথে চলিতেই থাকে, কাজে হাত লাগাইয়া রাখে, হাত কখনও গুটাইয়া আনে না। সদুদ্দেশ্যে যখন কাজে হাত দিবে,তখন শেষ পর্য্যন্ত এই কাজে তোমাকে লাগিয়াই যে থাকিতে হইবে, এই বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিও। সম্পদের সুযোগে কাজে হাত দিয়া দুর্য্যোগের সম্ভাবনায় কাজ হইতে হাত তুলিয়া আনিলে তাহা ভাবী সুযোগ-সৃষ্টির সম্ভাবনাকেও নাশ করে।

(৩৯৮)

ভুলভ্রান্তি মানুষ মাত্রেই করে। তবে ভুলকে ভুল জানিয়াও কোনও সত্যিকার মানুষ তাহাতে লাগিয়া থাকে না। ভুলকে সংশোধনের চেষ্টা সে করে। তুমিও নিজেকে মানুষ বলিয়া মনে করিও এবং বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের আচরণের দ্বারা অতীতের ভুল নির্ম্মুল করিয়া দিও।

(৩৯৯)

মায়াবী মারীচের গল্প রামায়ণে পড়িয়াছ। মারীচেরা নানা মায়া ধরিয়া মানুষ ভুলায়। কখনও রুগ্ন হইয়া স্নেহ দাবী করে, কখনো রুষ্ট হইয়া ভয়ের শাসন চালায়, কখনো মধুর বচনে প্রলুব্ধ করে। সব-কিছুকে মায়াবীর মায়া জানিয়া শক্ত থাকিবার চেষ্টা করিও। নতুবা এই রক্তপিপাসু জগতের লালসার লেলিহান রসনা তোমাকে জড়াইয়া ধরিয়া অপরের প্রতি বন্ধুত্ব-বিনোদের নামে নিজের প্রতি চিরকালের জন্য অমার্জ্জনীয় শত্রুতা করিতে বাধ্য করিবে। দৃঢ় হইতে জানা কোমল হইতে জানার চাইতে কম সৌন্দর্য্যের চর্চ্চা নহে। ইহাও একটা আর্ট এবং ইহার মহিমা সুষমামণ্ডিত।

(৪০০)

সকলের জন্য যে কাজ করিতে হইবে, সে কাজ করিবার আগে সকলের না হউক, অন্ততঃ যাঁহারা অধিকাংশের প্রতিনিধিত্ব করিবার নৈতিক যোগ্যতা রাখেন, তাঁহাদের নিয়া পরামর্শ করিয়া সকলের সম্মিলিত বুদ্ধির সহায়তা নেওয়া কর্ত্তব্য। বহু জনের বুদ্ধি যেখানে মিলিত হইয়াছে, জানিবে, সেখানে দেবগুরু বৃহস্পতির আবির্ভাব ঘটিয়াছে। বহু মতকে একমতে রূপান্তরিত করিয়া কাজ করিবার শক্তি একটা বিরাট কৌশল। কৌশল কাহাকে বলে? যাহা অবলম্বন করিলে অধিক শ্রমসাধ্য কাজ অল্প শ্রমে, দীর্ঘকালসাধ্য কাজ স্বল্প সময়ে সম্পন্ন করা যায়, তাহাকে বলে কৌশল।

(৪০১)

কথার ভিতর দিয়া যখন মনের অনাবিল স্বচ্ছ পবিত্র ভাবের হয় প্রকাশ, তখন কথা কেবল কথাই নহে, তখন তাহা স্তোত্র। তখন তাহা মন্ত্র, তখন তাহা শাস্ত্রবাণী। কথা মাত্রকেই বহির্ম্মুখতা মনে করিও না। কিন্তু মনের শক্তিকে শ্রদ্ধা করিও। বাক্য মিলায় নয়নের সাথে নয়নকে, মৌন মিলায় প্রাণের সাথে প্রাণকে।

(৪০২)

যেকোনও কারণে যাহাদের সহিত অপ্রীতি ঘটিয়াছে, যাবজ্জীবন

তাহাদের সহিত অপ্রীতিই করিয়া যাইবে বলিয়া যে সঙ্কল্প, ইহা শুনিয়াছি, সর্পেরও থাকে না। তাহারাও আঘাত পাইবার পরে একটী রাত্রি পার হইয়া গেলে আঘাতকারীর কথা ভুলিয়া যায়। তোমরা মানুষ বলিয়াই কি পশু-পক্ষী-সরীসৃপের মধ্যেও যে প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি নাই, তাহারই চর্চ্চা করিতে থাকিবে? যাহার সহিত একদিন বিবাদ ঘটিয়াছিল, আজ তাহার সহিত প্রণয়-প্রতিষ্ঠা কি সত্যই অসম্ভব? প্রেম ও প্রীতি মনকে স্নিগ্ধ করে। সেই পথই ত' শান্তির পথ।

(৪০৩)

কোনও আগন্তুককেই উৎপাত বলিয়া মনে করিও না। আসিবে, আবার চলিয়া যাইবে। এই ভাবে আসিবে- যাইবে, যাইবে-আসিবে করিতে করিতে হঠাৎ কেহ কেহ আসিবে আর যাইবে না, যাইবে আর আসিবে না। তখন তোমার জীবন-কর্ম্মে সত্য সহযোগীকে চিনিয়া লইতে আর কষ্ট হইবে না।

(৪০৪)

সরল মনে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া খলের কাছে প্রবঞ্চিত হইয়াছ কিন্তু সে জানে না যে, সে তোমার নিকটে কি হারাই হারিয়া গেল। চোর কখনও সাধুর চাইতে নিশ্চিন্ত নহে। সে যাহা নিয়াছে, তাহার চর্তুগুণ তাহার কাছ হইতে নিশ্চিত কাড়িয়া নিবে, তাহার চেয়ে অধিকতর চতুর ব্যক্তিরা। কিন্তু তোমার যাহা গিয়াছে, তোমার চেয়ে নিঃস্ব ব্যক্তিরাও হয়ত তাহার অধিক পূরণ করিয়া দিয়া তোমার ভাণ্ডার অক্ষুণ্ন রাখিবে।

(৪০৫)

যে যেমন মাশুল দিয়াছে, রেলের তেমন শ্রেণীর কামরাতেই তার ওঠা উচিত। ব্রাহ্মণোচিত জীবন যদি যাপন না কর, ব্রাহ্মণের বড়াই নিয়া অপরের চখে বড় হইবার চেষ্টা করা ঠিক নহে। মাশুল দিলে উচ্চ-শ্রেণীতে চড়িবার অধিকার প্রত্যেকেরই আছে। মাশুল ফাঁকি দিয়া তুমি রেলের কর্ত্তৃপক্ষকে যাহা ফাঁকি দিতে পারিলে, তার চেয়ে বেশী ফাঁকি দিলে নিজেকে। নিজের সহিত নিজে প্রবঞ্চনা সত্যই শোচনীয় ব্যাপার।

(৪০৬)

অর্থে, সামর্থ্যে, স্বাস্থ্যে, জনবলে, বয়সে ও প্রতিপত্তিতে সকল দিকেই তুমি প্রতিকুল অবস্থায় পড়িতে পার। কিন্তু হতাশ হইও না। সাহসে বুক বাঁধিয়া ভগবানের নাম নিয়া কাজ চালাইয়া যাও। যে কিছুতেই থামিতে চাহে না, তাহার কাজ চালু রাখিবার ভার ভগবান্ নিজ হস্তে নিবেন।

(৪০৭)

ছায়ারূপে ভগবান্ সকলের অন্তরেই বাস করিতেছেন। প্রার্থীরূপে ভগবান্ আবার বাহিরে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছেন। নিজেকে যদি ভগবানের আশ্রয়ে রাখিয়া চল, জগতের সকলে তোমার সহায়তা করিতে প্রলুব্ধ হইবে। ভগবান্‌কে ভুলিও না।

(৪০৮)

যে কাজ দীর্ঘকাল ধরিয়া চালাইতে হইবে এবং যাহাতে অনেক কর্ম্মীর প্রয়োজন, তাহা সাধারণতঃ কর্ম্মীদের আংশিক আর্থিক ব্যবস্থা ছাড়া চলিতে পারে না। এই জন্যই দেশরক্ষী সৈন্যদল বা রুগ্নের শুশ্রূষা-কারীর দল অল্প হইলেও একটী হাত-খরচ নেয়। ইহাতে দোষ দেখি না। কিন্তু যখন অর্থার্জ্জনের জন্যই কেহ সৈনিক হয় বা টাকার লোভেই কেহ হাসপাতালের শুশ্রূষাকারী হয়, তখন তাহার দ্বারা কাজ না হইয়া অনেক সময়ে অকাজ ঘটিয়া থাকে। টাকার লোভ ভাল জিনিষ নহে।

(৪০৯)

সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে তোমরা পরমেশ্বরের নামগানে পূর্ণ করিবে, এই সঙ্কল্প লইয়া শুদ্ধ চিত্তে সুনিশ্চিত বুদ্ধিতে কাজে নাম। নিজেরাও নাম, অপরকে টানিয়া নামাও। নিষ্কাম জীবহিতকল্পে যাহাকে দিয়া যাহা করাইত পারিবে, তাহা দ্বারাই তাহার পরম শুভ হইবে। সৎকর্ম্ম সৎ শুভফল প্রসব করে।

(৪১০)

কর্ম্মী একাই কাজ করিবে,তাহার অসুস্থতায় বা অবর্ত্তমানে অপর

কেহ তার স্থলাধিকার করিয়া ক্ষিপ্রহস্তে ত্যক্ত কর্ম্মের ভার লইবে না, ইহা

যেখানে অবস্থা, সেখানে সংঘ বা সংগঠনকে কোনও মর্য্যাদার আসন দেওয়া যায় না। তোমার অন্যান্য ভ্রাতারা কি সেই সময়ে কেবল ঘুমাইয়াই কাল কাটাইতেছিল,যখন তুমি বিশ্রামসুখের পানে না তাকাইয়া কেবলই কাজ করিয়া যাইতেছিলে ?

(৪১১)

দারিদ্র্যকে জীবনের তত বড় দুঃখ বলিয়া জ্ঞান করিও না, যত বড় দুঃখ হইতেছে জীবনের প্রতি কর্ম্মে ভগবান্‌কে সর্ব্বাধীশ্বর বলিয়া স্মরণ করিতে অক্ষম হওয়া। সহস্র অনটনের মধ্য দিয়াও ভগবানের স্মরণ, মনন এবং তাঁহাতে আত্মসমর্পণ তোমার জীবনের প্রধান তপস্যা হউক। সংসারে থাকিয়াও ভগবানকে ডাকা যায় বলিয়াই সংসারাশ্রমের সৃষ্টি হইয়াছে। সংসারে থাকিয়া তাঁহাকে ডাকা অসম্ভব হইলে সংসারাশ্রম অনেক আগেই লোপ পাইত। নরনারীর যৌন প্রয়োজন মিটাইবার জন্যই সংসার নহে। মানুষ মানুষের ভিতর দিয়া ভগবানের সন্ধান করিতে গিয়াই সংসারাশ্রম রচনা করিয়াছে। নতুবা মানুষ পশুর পর্য্যায়েই চিরকাল পড়িয়া থাকিত।

(৪১২)

সহরই বল আর গ্রামই বল,সমস্ত ভুবন আজ দুর্নীতিতে ভরিয়া গিয়াছে। কিন্তু এই ব্যাপারে তোমার এবং আমার দায়িত্ব কম নহে। তুমি এবং আমি নিজেদের চিত্তশুদ্ধির জন্য কিছু করিতেছি না। সমগ্র জগতের শুদ্ধি আমরা কি করিয়া দাবী করিতে পারি ? আগে যে নিজ গৃহ-সংস্কারেরই প্রয়োজন।

(৪১৩)

যে বস্তুতে তোমার নিজের প্রয়োজন সর্ব্বাধিক, তাহার সম্পর্কে তোমার নিজের উদ্যমই ত' সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নির্ভরযোগ্য। এই সকল ব্যাপারে পরের উপর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবে কেন ?

(৪১৪)

এক কলহ মিটাইবে, আর এক কলহ যোয়াইবে,-ইহাই যেন তোমাদের জীবন-লিপি না হয়। মৈত্রী এবং প্রেম জীবন-ব্যাপী শান্তির

আশ্রয়। এই আশ্রয় তোমরা ত্যাগ করিও না।

(৪১৫)

বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্য, জরা সব -কিছু অতিক্রম করিয়া যে প্রেম, তাহাই নিত্য ও সত্য প্রেম। দোষ, গুণ, সেবা শত্রুতা সব কিছুকে উপেক্ষা করিয়া যে প্রেম, তাহাই শাশ্বত প্রেম। রূপ, ঐশ্বর্য্য, খ্যাতি ও সমাদর, কৌৎসিত্য, দারিদ্র্য, অপযশ ও অপমান সব কিছুকেই অগ্রাহ্য করিয়া যে প্রেম, তাহাই প্রকৃত প্রেম। ইহা তোমার হউক, আমার হউক, জগতের সকলের হউক।

(৪১৬)

চতুর্দ্দিকে অশান্তি দেখিয়া মন-মরা হইয়াছ। কিন্তু চতুর্দ্দিকে আমিও ত' আমার প্রেমসুন্দর মূরতি লইয়া বিরাজ করিতেছি। আমাকে সর্ব্বত্র দেখ, সর্ব্ববস্তু আমাতে দেখ। তোমাকেও আমার ভিতরে নিমজ্জিত করিয়া দাও। তোমার সমগ্র অস্তিত্বে আমাকে দর্শন কর। আমাকে সব দিয়া সব পাও।

(৪১৭)

লাভ এবং ক্ষতি লইয়া সংসারের সকল ব্যাপারের গণনা। আমি লাভ এবং ক্ষতির গণ্ডীর বাহিরে রহিয়া তোমার জীবনের মূলধন-রূপে থাকিতে চাহি। আমাকে তুমি তোমার জীবন বলিয়া জান, আমি তোমাকে আমার কায়া রূপে গ্রহণ করি।

(৪১৮)

কোনও মহাপুরুষকেই আমার প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া জ্ঞান করিও না।। আমার যাহারা আপন, তাহারা আমার জন্য কোটি কল্পকাল পর্য্যন্ত ধৈর্য্য ধরিয়া বসিয়া থাকিবে। জগতের সকল মহাপুরুষ আমারই হইয়া আমার কাজ করিয়া যাইতেছেন। তাঁহাদের প্রতি সম্মাননার দৃষ্টিতে তাকাও।

(৪১৯)

দেহমনের ঊর্দ্ধে বসিয়া আছে প্রাণ এবং প্রাণের উপরে আত্মা। আত্মায় যাহাকে আত্মীয় বলিয়া জানা যায়, প্রাণ মন-দেহ তাহাকে সমর্পণে

দ্বিধা কোথায় ? প্রাণে যাহাকে আপন বলিয়া চেনা যায়, দেহমন তাহাকে দান করিতে কুণ্ঠা কি ? মনে যাহাকে জীবন-সর্ব্বস্ব বলিয়া চেনা যায়, তাহার কাজে, তাহার প্রীতিতে, অভিলাষ-পূরণে দেহ ছাড়িয়া দেহান্তর গ্রহণ করিতে, দেহ বলি দিয়া নিজেকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিতে, দেহকে খণ্ড খণ্ড করিয়া জগদ্বাসীর হিতার্থে অর্ঘ্য দিতে, দেহকে চূর্ণ করিয়া বিশ্বের প্রতি অণু-পরমাণুর সহিত মিশাইয়া দিতে আপত্তি কোথায় ? কিন্তু সেই প্রকৃত আপন জনকেই জগতে কেহ চিনে না। তাই, প্রেম-ভালবাসা নানাদিকে নানাস্থানে নানা অযোগ্য আধারে অর্পণ করিয়া পরমাত্মীয়ের সহিত বিচ্ছেদ ঘটায় ; ক্ষণিকের আবেগে নহে, আজন্মের ভালবাসা দিয়া তুমি ভগবানকে আপন কর। ভগবান্ তখন রূপ ধরিয়া তোমাকে দেখা দিবেন, তোমার সর্ব্বেন্দ্রিয়ের পিপাসা মিটাইয়া তোমার দেহের আপন, মনের আপন, প্রাণের আপন, আত্মার আপন হইবেন।

(৪২০)

আমার জন্য তুমি, তোমার জন্য আমি এবং সমগ্র বিশ্বের জন্য তুমি আর আমি। এই সার-সত্য কখনও ভুলিও না।

(৪২১)

সহস্র বিপত্তির মধ্যে স্মরণ রাখিও, আমি তোমার সঙ্গে আছি। আমি তোমার হৃদয়ের স্পন্দনরূপে, শ্বাস-প্রশ্বাসের বায়ু-রূপে, প্রাণ, মন স্মৃতি, নাম, রূপ ও অস্তিত্বরূপে তোমার হইয়া বিরাজ করিতেছি। একটী মুহূর্ত্তও আমাকে ভুলিও না। আমি তোমাকে জগতের সকল সদসৎ অবস্থা হইতে নিজ হস্তে রক্ষা করিব।

-ঃ সমাপ্ত ঃ-